মহানবী (সা.)-এর
চিঠি চুক্তি ভাষণ

এমদাদুল হক চৌধুরী

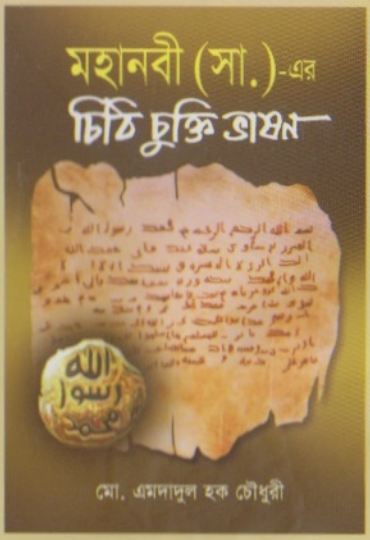

মহানবী (সা.)-এর চিঠি চুক্তি ভাষণ বইটিতে রাসূল (সা.)-এর জীবনে লেখা বহু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, চুক্তি এবং ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম পরিবারে সংরক্ষণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বই এটি।

পৃথিবীর প্রতিটি যুগেই বা শতাব্দীতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বা শাসকেরা যে ভাষণ দিয়ে জাতিকে উদ্বেলিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতা অর্জনে বা বিজয় অর্জনে। সে সব ভাষণও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

কেন ঐ সব ভাষণ কালের গর্ভে হারিয়ে গেল? কারণ ঐ সব ভাষণে ছিল পৈশাচিক উন্মাদনা, ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ। উগ্র জাতীয়তাবাদের কারণে লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে পৈশাচিক কায়দায়, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। হিটলার ও মুসোলিনী উগ্র জাতীয়তাবাদের জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিলিয়ন মিলিয়ন বনী আদমকে পৈশাচিক হত্যার নেশায় উত্তাল ও উন্মাদ করে তুলেছিল।

এবার আসি রসূল (সা.)-এর মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে। পৃথিবীর ইতিহাসে যা ছিল একমাত্র রক্তপাতহীন বিজয়। মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ভাষণে মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা' অর্থাৎ 'আজ তোমাদের কাছ থেকে আমি কোনরূপ প্রতিশোধ নেব না। এই নগরীতে তোমরা সবাই স্বাধীন। তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো না।' এ কথা শুনে মক্কাবাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ কোন্ মহামানবের সাথে আমরা এতদিন শত্রুতা করেছি।

www.pathagar.com

এমদাদুল হক চৌধুরী

নিলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর থানাধীন বাঙালীপুর চৌধুরীপাড়া গ্রামে ১৯৬৮ সালের ১ জুন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। মাতা : মরহুমা হামিদা খাতুন, পিতা : মরহুম বরকতুল্যাহ চৌধুরী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিল স্থানীয় জমিদার। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাদের ভিটেবাড়ি ধ্বংস করে দিয়ে, নির্মাণ করে বর্তমান সৈয়দপুর বিমান বন্দরটি। এছাড়াও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট ও সৈয়দপুর রেলওয়ে কলোনীও তাঁর পূর্বপুরুষদের জমিদারী সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তিনি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল থেকে শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ফরিদপুর থেকে গ্র্যাজুয়েশনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করেন। শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্ম জীবন শুরু। তিনি সৈয়দপুর আল ফারুক একাডেমীতে কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। এ ছাড়াও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এস.ই.ডি.পি'র আইটি অফিসার হিসেবে চাকরি করেছেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বেসরকারী, এনজিও ও ব্যাক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।

বর্তমানে তিনি 'নিউক্লিয়াস পাবলিকেশন্স' এর স্বত্বাধিকারী। তাঁর সম্পাদিত 'নিউক্লিয়াস বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে। ২০১৩ সালের ১৭ জুন সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচার (সিএনসি) থেকে গবেষণাধর্মী সাহিত্য কর্মের জন্য গবেষক হিসেবে সাহিত্য সম্মাননা পদক দেয়া হয় এবং তাঁকে আজীবন সদস্যও করে নেয়া হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে তিনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন। তাঁর বর্তমান প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৮টি। ১. রসূল স.-এর চিকিৎসা-স্বাস্থ্যনীতি ও মুসলমানদের অবদান, ২. কিংবদন্তি বর্তমান ঢাকার অতীত, ৩. জীবন সন্ধ্যায় ইতিহাসে বিখ্যাত-কুখ্যাতরা, ৪. ঘটনাবহুল আমাদের সোনালী অতীত, ৫. কুরআন পড়ি বুঝে বুঝে, ৬. রসূল স.-চিঠি চুক্তি ভাষণ, ৭. জাতীয় কবির জীবনে ট্র্যাজিডি ৮. ইতিহাসের কালজয়ী ঘটনা।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর চিঠি চুক্তি ভাষণ

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর চিঠি চুক্তি ভাষণ

এমদাদুল হক চৌধুরী
সম্পাদিত

মহাকাল
একটি সুস্থ ধারার সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক মোঃ মনিরুজ্জামান
মহাকাল
৩৮ কনকর্ড এম্পোরিয়াম ২৫৩-২৫৪ কুদরত-ই-খুদা সড়ক
নিউ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
মোবাইল ০১৭০১-৭৭৮০১৭, ০১৬১১-৭৭৮০১৭, ০১৯৭৯-০৩৩৫৬৯
web www.mohakal.org
e-mail : mohakalbd2012@gmail.com, info@mohakal.org
facebook : https://www.facebook.com/mohakalpublications

প্রধান সম্পাদক মোঃ আরিফুজ্জামান আরিফ

গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ফরিদী নুমান

বর্ণবিন্যাস শাহীন কম্পিউটার্স যাত্রাবাড়ী ঢাকা

মুদ্রণ বর্ণরেখা প্রিন্টিং প্রেস ১৪৩/১ আরামবাগ ঢাকা-১০০০

পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ বাড়ি নং ৪ (২য় তলা) বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর শাহবাগ ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬৪৯৯৯, ০১৭১৩০৩৪৪৪০
উত্তরণ ৩৯/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০। মোবাইল ০১৯২৪-০০০৮৮৮

অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/mohakal
মোবাইল ০১৫১৯-৫২১৯৭১

দাম ৩০০.০০ টাকা
বিকাশ ০১৯৭৯-০৩৩৫৬৯

Mohanobi (sm.)-er Chithi Chukti Vasion
Edited by Emdadul Hoque Chowdhury
Published by Md. Moniruzzaman of Mohakal
38 Concord Emporium 253-254 Kudrat-E-Khuda Road
New Elephant Road Katabon Dhaka 1205
Cover Foridi Numan
Printed by Bornorekha Printing Press 143/1 Arambagh Dhaka-1000
2nd Print : February 2017

Price : Tk 300.00 only / US$ 10

ISBN : 978-984-91526-3-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ডা. মো. ইয়ামলী খান

আমার দেখা একজন বেহেশতি
চরিত্রের মানুষ

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

কুরআন পড়ি বুঝে বুঝে
জাতীয় কবির জীবনে ট্রাজেডি
কিংবদন্তি বর্তমান ঢাকার অতীত
রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিকিৎসা-স্বাস্থ্যনীতি ও মুসলমানদের অবদান
জীবন সন্ধ্যায় ইতিহাসের বিখ্যাত ও কুখ্যাতরা
ঘটনাবহুল আমাদের সোনালী অতীত

প্রকাশের পথে

হযরত উমরের (রা.) সরকারি পত্রাবলী
কুর্আন-হাদিসে শিরক ও বিদ'আতের তালিকা
অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান ও মাওলানা সালাহ্ উদ্দীন আবদুল্লাহ্ আশরাফী

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন পাঠ্য পুস্তকে পড়েছি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ঐতিহাসিক ভাষণ, যা 'গেটিসবার্গ এড্রেস' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যখন ইসলামের উপর পড়াশুনা করলাম, ইসলামকে জানলাম ও বুঝলাম এবং মেনে নিলাম, তখন মনে হলো রসূল (সা.) বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের কাছে যে ভাষণগুলো দিয়েছেন, এই ভাষণগুলোর কাছে আব্রাহাম লিঙ্কনের ঐ ভাষণ তুচ্ছ। মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তার কথা, কাজ ও ভাষণ সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আর দ্বিতীয় কোনো মানব সন্তান পাওয়া যাবে না, যার ভাষণ এমন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে ভাষণে লাগেনি কোনো কালের দূষণ, ভাষার দূষণ, শব্দের দূষণ ও প্রতিহিংসার দূষণ।

পৃথিবীর প্রতিটি যুগেই বা শতাব্দীতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বা শাসকেরা যে ভাষণ দিয়ে জাতিকে উদ্বেলিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতা অর্জনে বা বিজয় অর্জনে। সে সব ভাষণও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

কেন ঐ সব ভাষণ কালের গর্ভে হারিয়ে গেল? কারণ ঐ সব ভাষণে ছিল পৈশাচিক উন্মাদনা, ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ। উগ্র জাতীয়তাবাদের কারণে লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে পৈশাচিক কায়দায়, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যেমন, হলিউড কমেডি চার্লি চ্যাপলিনের পুরস্কারপ্রাপ্ত মুভি 'গ্রেড ডিক্টেটর' ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায়, হিটলার জার্মান ভাষায় চিৎকার করে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সে ভাষণে দেখা যায় হাতের মাইক্রোফোনটি বারবার বেঁকে যাচ্ছে। ছবির পরিচালক হয়তো বুঝাতে চাচ্ছেন, একটি নির্জিব মাইক্রোফোনও যদি তার জ্বালাময়ী ভাষণে বেঁকে যায়, তাহলে জার্মানীরা কেন তার উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্তাল নেশায় বিশ্বকে গ্রাস করবে না।

হিটলার ও মুসোলিনী উগ্র জাতীয়তাবাদের জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিলিয়ন মিলিয়ন বনী আদমকে পৈশাচিক হত্যার নেশায় উত্তাল ও উন্মাদ করে তুলেছিল।

www.pathagar.com

দুর্ধর্ষ সেনাপতি হালাকু খান বাগদাদ নগরের উপকণ্ঠে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে হালাকু খানের সৈনিকেরা বাগদাদের ২০ লাখ লোকের মধ্যে ১৬ লাখ লোককে হত্যা করেছিলো। এমন কী হাসপাতালের রোগীদেরকেও তরবারীর কোপানলে পতিত করেছিলো। ঐতিহাসিক স্মিত বলেন, 'টাইগ্রিস নদীর পানিতে মাইলের পর মাইল রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে।'

এবার আসি রসূল (সা.)-এর মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে। পৃথিবীর ইতিহাসে যা ছিল একমাত্র রক্তপাতহীন বিজয়। মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ভাষণে মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা' অর্থাৎ 'আজ তোমাদের কাছ থেকে আমি কোনরূপ প্রতিশোধ নেব না। এই নগরীতে তোমরা সবাই স্বাধীন। তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো না।' এ কথা শুনে মক্কাবাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ কোন্ মহামানবের সাথে আমরা এতদিন শত্রুতা করেছি।

অথচ কিছুদিন আগের কথা, মক্কার কুরাইশরা চরম নির্যাতন চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া (রা.)কে। উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে ফেলে কী নির্যাতনই না করেছিল ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিল্লাল (রা.)কে। হযরত খাব্বাব (রা.)কে জ্বলন্ত কয়লায় রেখে তাঁর পিঠের চর্বি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এরকম অসংখ্য নিষ্ঠুর স্মৃতি তখনও তরতাজা। অধিকাংশ কুরাইশের হাত তখনও ছিল নিরস্ত্র মানুষের কাঁচা রক্তে ভেজা। শুধু নির্মম নির্যাতন চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি মক্কার কুরাইশরা—নিজ ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে, সম্পদ লুট করেছে নিরস্ত্র মুসলমানদের।

মুহূর্তে চলমান ইতিহাস থেমে গেল। প্রবহমান কালের বাতাস ফিরে তাকালো। এমন ঐতিহাসিক ঘটনা শুধুমাত্র একবারই ঘটেছে। আর এই ঘটনার মহানায়ক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এমদাদুল হক চৌধুরী
emdadul636@gmail.com

www.pathagar.com

সূ চি পা তা

মহানবী (সা.)-এর চিঠি ১৩-৬০

সমসাময়িক রাজা, বাদশাহ, সম্রাট ও গোত্রপ্রধানদের কাছে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি ১৫

সম্বোধনের ধরন ১৬

রাসূল (সা.)-এর চিঠিতে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখার প্রচলন ১৬

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী আসহামের নামে লেখা চিঠি ১৭

আবিসিনিয়া-অধিপতি নাজ্জাশীর চিঠি ২১

নাজ্জাশীর নামে দ্বিতীয় চিঠি ২৩

বাদশাহ নাজ্জাশীর দ্বিতীয় চিঠি ২৪

দ্বিতীয় নাজ্জাশীর নামে রাসূল (সা.)-এর চিঠি ২৫

পারস্য সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে চিঠি ২৭

রোম সম্রাটের দূতের ঘটনা ৩২

রোম সম্রাটকে লেখা রাসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় চিঠি ৩৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি
রোম সম্রাটের জবাবী চিঠি ৩৭

ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেজের নামে
রাসূল (সা.)-এর চিঠি ৩৭

মুনযির ইবনে সাওয়ার কাছে আর একটি চিঠি ৪৩

মুনযিরকে প্রেরিত আর একটি চিঠি ৪৪

নবী (সা.) বরাবরে মুনযিরের চিঠি ৪৫

www.pathagar.com

মুনযিরের কাছে রাসূল (সা.)-এর চিঠি ৪৫
ওমান রাজ্যদ্বয়ের নামে রাসূললুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি ৪৬
সিরিয়ার গভর্নর হারিছ বিন আবু শামিরকে রাসূল (সা.)-এর পত্র ৫০
ইয়ামামার বাদশাহ হুযার নিকট মহানবী (সা.)-এর চিঠি ৫২
বলকারের বাদশা ফরোয়ার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি ৫৪
রোমের পোপকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি ৫৭
রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে আবু সুফিয়ানের চিঠি ৫৯
আবু সুফিয়ানের চিঠির জবাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি ৫৯

মহানবী (সা.)-এর চুক্তি ৬১-৭৬

মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান ৬৩
মদিনা সনদপত্র ৬৩
কত সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ? ৬৩
চুক্তির অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী ৬৪
মহাবিজয়ের সুসংবাদ : হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র ৬৯
কোন্ প্রেক্ষাপটে এ চুক্তি ? ৬৯
সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর ৭৩
আবু জুনদুলের উপস্থিতি ৭৩
সন্ধির শর্তাবলী ৭৫

মহানবী (সা.)-এর ভাষণ ৭৭-১৫৭

রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ ৭৯
রসূল হিসেবে প্রথম ও প্রকাশ্য ভাষণ ৭৯
আবু তালিবের সহযোগিতার আশ্বাস ৮১

www.pathagar.com

কিশোর আলীর দৃপ্ত ঘোষণা ৮২
সাফা পাহাড়ে উঠে বিপদের ঘোষণা ৮২
মদীনা মুনাওয়ারায় প্রদত্ত প্রথম খুতবা ৮৫
মদীনায় আদায়কৃত প্রথম জুম'আয় রাসূল (সা.)-এর ভাষণ ৮৬
বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মুজাজাহিদদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর ভাষণ ৮৯
বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তি দানবীর হাতেম তা'ঈর পুত্র আদী ইবনে হাতেমের উদ্দেশে রসিূল (সা.)-এর ভাষণ ৯১
কিয়ামতের দিনের কঠিন বিবরণসহ রাসূল (সা.)-এর ভাষণ ৯৩
দাজ্জালের চরিত্র সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ৯৪
দাজ্জাল সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর আরও একটি ভাষণ ৯৯
কবরের আযাব সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর একটি ভাষণ ১০২
কিয়ামতের ভয়াবহ নিদর্শনগুলোর উপর রাসূল (সা.)-এর ভাষণ ১০৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণে জান্নাতের বর্ণনা ১০৬
ওহুদ যুদ্ধে ইসলামের সৈনিকদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর দেয়া ভাষণ ১১০
রাসূল (সা.)-এর অন্যতম ভাষণ ১১২
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়েতে প্রদত্ত রাসূল (সা.)-এর খুতবা ১১৩
রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পাঁচ দিন পূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ ১১৪
তাবুকের ময়দানে ২৩ হাজার মুজাহিদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ১১৫
মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ভাষণ ১১৮
মক্কা অভিযানের কারণ ১১৮
হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ ১১৯
সন্ধিচুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ ১২০
মক্কা অভিযানের গোপন প্রস্তুতি ১২২
মক্কার পথে মুসলিম বাহিনী ১২৩
মহানবী (সা.)-এর চিঠি চুক্তি ভাষণ ১১

www.pathagar.com

মসজিদে হারামে প্রবেশ ও মূর্তি অপসারণ ১২৫
কা'বা ঘরের চাবি ১২৬
ঐতিহাসিক ভাষণ ১২৭
ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ ও বিদায় হজ্জের ভাষণ ১২৮
আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ ১৩৬
ওফাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সর্বশেষ ভাষণ ১৪০
আল্লাহ্র মহত্ব সম্পর্কে রাসূল (স.)-এর ভাষণ ১৪১
আল্লাহ্র সাথে মূসার সংলাপ সম্পর্কে বিশ্বনবীর ভাষণ ১৪৩
মাহে রমযানের আগমন উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্র ভাষণ ১৪৪
সুফিবাদ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর ভাষণ ১৪৬
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর ভাষণ ১৫৬
জ্ঞান সংক্রান্ত বিশ্বনবীর একটি অনন্য ভাষণ ১৫৬

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর চিঠি

www.pathagar.com

সমসাময়িক রাজা, বাদশাহ, সম্রাট ও গোত্রপ্রধানদের কাছে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি

হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি, আঞ্চলিক শাসকবর্গ, প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় নেতাদের নামে লিখিত রাসূল (সা.)-এর চিঠির সংখ্যা প্রায় আড়াইশ' বলে ধারণা করা হয়। এ চিঠিগুলোর মধ্যে আবিসিনিয়া-অধিপতি নাজ্জাশী, রোম অধিপতি হিরাক্লিয়াস, ইরান অধিপতি খসরু পারভেজ এবং মিশরের গভর্নর মুকাওকাসের নিকট প্রেরিত চিঠিগুলোর কথা ইতিহাসে সাধারণভাবে আলোচিত হয়ে আসছে।

মহানবী (সা.)-এর পগুলোর আসল কপিসমূহ উদ্ধার এবং এগুলোর পার্থক্যের বিচার-বিশ্লেষণে খ্যাতনামা পণ্ডিত ড. হামীদুল্লাহ্ (প্যারিস) অত্যন্ত কষ্ট করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আসল চিঠিগুলো এবং ঐগুলোর অনুলিপিগুলোর মধ্যে পার্থক্যের কিছুকিছু উদাহরণও দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাহরাইন শাসন মুনযির ইবনে সাওয়ার নামে প্রেরিত রাসূল (সা.) চিঠির প্রথম লাইনের পাঠোদ্ধার করা হয়েছে 'লা ইলাহা গায়রুহু' বলে। অথচ ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এ পর্যন্ত একে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে বর্ণনা করে আসছেন। পাঠ ও মর্মের এই ব্যবধান খুব বেশি না হলেও একথা বলতেই হবে যে, কালের বিবর্তনে এবং সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমার দরুণ আসল চিঠিগুলোর নকলসমূহের এই পাঠগত ও অর্থগত তারতম্য সূচিত হয়েছে। রাসূল (সা.) চিঠিসমূহে তাঁর পবিত্র নাম সম্বলিত যে মোহর অংকিত হয়েছে তা সকল চিঠিতেই এক রকম। আর তাঁর আলোকচিত্র হলো :

সর্বশীর্ষে 'আল্লাহ' মধ্যে 'রাসূল' এবং সর্বনিম্নে পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' (সা.)।

www.pathagar.com

সম্বোধনের ধরণ

সম্বোধনে রাসূল (সা.) এর নাম আগে এবং চিঠি প্রাপকের নাম পরে থাকতো। ঐ যুগে বিশেষত রাজ-রাজারা ও আমীর-ওমরাদের কাছে চিঠি লেখার সময় প্রাপকের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর নাম আগে এবং প্রেরকের নাম পরে লেখারই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু রাসূল (সা.) চিঠিগুলো ছিল এর ব্যতিক্রম। তিনি প্রাপকের নাম তো পরে দিতেনই তারপরও প্রাপকের নামের সাথে তেমন কোনো আড়ম্বরপূর্ণ পদবীও ব্যবহার করতেন না। একান্তই আড়ম্বরহীনভাবে তার নাম লিখে দিতেন।

রাসূল (সা.) এ ধরনের সম্বোধনে রাজা-বাদশাহদের দরবারে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কেননা তখনকার দিনে একথা কল্পনাই করা যায় না, প্রবল প্রতাপান্বিত রোম-পারস্যের সম্রাটকেও কেউ এমন নির্ভিকভাবে সম্বোধন করতে পারে! এর ফলে রাজ দরবারের আমীর-ওমরা, গোত্রপতি, অন্যান্য রাজন্যবর্গ ভাবতে শুরু করলো নিশ্চয় এর পেছনে কোন বিরাট শক্তি কাজ করছে। তা না হলে কেউ কখনো এমন সাধারণভাবে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটকে সম্বোধন করতে পারে না। এরূপ সম্বোধনের ফলে ইসলামের একটা মনস্তাত্বিক বিজয়ও অর্জিত হয়েছে।

ইরান সম্রাট খসরু পারভেজ তো চিঠির শীর্ষে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইরান সম্রাট কিসরার নামে' দেখেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। এ সম্বোধন ইরান সম্রাটের কাছে এতোটাই অপমানজনক ও অসহনীয় মনে হয়েছিলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূল (সা.)-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেন।

রাসূল (সা.)-এর চিঠিগুলোর সাধারণভাবে মূল কথা ছিল,

> 'আমি আল্লাহ্র বার্তাবাহক রাসূল। আমার রিসালাতকে মেনে নাও! যে হেদায়াত আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন তা গ্রহণ করো।

রাসূল (সা.)-এর চিঠিতে বিস্মিল্লাহ্ লেখার প্রচলন

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চিঠিপত্রের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতেন। কিন্তু এরূপ লেখার প্রচলন একবারে হয়নি বরং ক্রমে ক্রমে হয়েছে। শাবী বলেন, রাসূল (সা.) কুরাইশদের মতো, প্রথমে 'বিইসমিকা আল্লাহুমা' লিখতেন। যখন তাঁর উপর নাযিল হলো 'বিস্মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা' তখন তিনি লিখলেন 'বিসমিল্লাহি'। অতঃপর যখন নাযিল হলো, 'কুলিদউল্লাহা আবিদ উর রাহমান' তখন তিনি লিখলেন 'বিস্মিল্লাহির রাহমান'। অতঃপর যখন নাযিল হলো, 'ইন্নাহু

www.pathagar.com

মিন সুলায়মানা ওয়া ইন্নাহু বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তখন তিনি লিখতে শুরু করলেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। (তাবাকাত)

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী আসহামের নামে লেখা চিঠি

আবিসিনিয়া-অধিপতি নাজ্জাশীর নামে রাসূল (সা.)-এর চিঠি সপ্তম হিজরীতে হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী বহন করে নিয়ে যান। চিঠিসহ নাজ্জাশীর দরবারে উপনীত হয়ে তিনি এভাবে সম্বোধন করেন,

জাঁহাপনা!

আমার উপরে সত্য পৌঁছিয়ে দেয়ার এবং আপনার উপর তা শোনার ও গ্রহণ করার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিগত দিনগুলোতে আপনি আমাদের প্রতি যে আনুকূল্য ও দয়া প্রদর্শন করেছেন, তাতে আমরা আপনাকে আমাদেরই একজন হিসেবে মনে করি। আপনার প্রতি আমাদের যে গভীর আস্থা রয়েছে, তাতে আপনাকে আমাদের বাইরের বলে আমরা ভাবতে পারি না। আমরা আমাদের ইপ্সিত মঙ্গল আপনার নিকট থেকে লাভ করছি এবং আপনার পক্ষ থেকে যেসব অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল তা থেকে আপনি আমাদের নিরাপদ রেখেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট একটি নিশ্চিত দলিল হচ্ছে হযরত আদমের সৃষ্টি। যে লীলাময় আল্লাহ্‌র কুদরতি হাত হযরত আদমকে পিতা-মাতাবিহিন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছে, তিনিই হযরত ঈসা (আ.)কে পিতাবিহিন মাতৃগর্ভে জন্মদান করেছেন। আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার (আ.) দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। আদমকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আদেশ করেছেন এবং আদম সৃষ্টি হয়েছেন।

আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে ইঞ্জিল (বাইবেল) হচ্ছে এমনি একটি সাক্ষী—যার সাক্ষ্য কোনোদিন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না। আর এ হচ্ছে এমনি এক মীমাংসাকারী যার দ্বারা জুলুম হতে পারে না। তাই নবী (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণে কল্যাণ নেমে আসবে; তাতে মর্যাদাও লাভ হবে।

www.pathagar.com

হে রাজন! আপনি যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ না করেন, তবে এই নিরক্ষর নবীকে প্রত্যাখ্যান করার দরুণ আপনাকে ঠিক সেরূপ দুর্ভোগ ও পাপের অধিকারী হতে হবে, যেমনটি হযরত ঈসাকে (আ.) অস্বীকার করার দরুণ ইহুদীদের হয়েছিল।

আমারই মতো আরো কয়েকজন বার্তাবাহক রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পক্ষ থেকে অপর কয়েকজন বাদশাহ্‌র দরবারে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন, কিন্তু বিশ্বনবী (সা.) যে বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনার প্রতি পোষণ করেন, অন্যদের বেলায় তিনি ততোটুকু আশাবাদী নন। আর তাদের সম্পর্কে তিনি যে আশঙ্কা পোষণ করেন, আপনার ব্যাপারে তাঁর মনে সেসব আশঙ্কাও নেই। আপনার ব্যবহারে তিনি নিশ্চিত যে, আপনি আপনার আল্লাহ্‌র প্রতি অতীতে যে আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, তা অব্যাহত রাখবেন এবং ভবিষ্যতের বিরাট পুণ্য ও পারিশ্রমিক লাভে ধন্য হবেন।

আসমাহা গভীর মনোযোগ সহকারে এ বক্তব্য শোনেন। তারপর বলেন,

হে আমর! আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সেই নির্বাচিত ও সম্মানিত পয়গম্বর যাঁর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকজনেরা দিন গুনছে। নিঃসন্দেহে হযরত মুসা (আ.) যেরূপ গর্দভারোহী ঈসা (আ.) নবীর শুভাগমনের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তেমনি ঈসা (আ.)ও উষ্ট্রারোহী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুসমাচার প্রচার করে গেছেন। এ দু'য়ের মধ্যে চুল পরিমাণও পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ দর্শন ও সুসমাচার আমার কাছে সমার্থক; কিন্তু আবিসিনিয়াবাসীদের মধ্যে আমার সমর্থক সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে একটু সময় দিন—যাতে করে আমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার কিছু সমর্থক সৃষ্টি করতে এবং তাদের মন প্রস্তুত করতে (অর্থাৎ জনমত সৃষ্টি করতে) সমর্থ হই।

তারপর তিনি আমর ইবনে উমাইয়ার হাত থেকে সেই চিঠিখানা গ্রহণ করলেন। উক্ত চিঠির সম্মানার্থে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পবিত্র চিঠিখানা স্বসম্মানে চক্ষুদ্বয়ে লাগালেন এবং দো'ভাষীর মাধ্যমে চিঠিখানা পড়িয়ে শুনলেন :

বিস্‌মিল্লাহীর রাহ্‌মানির রাহীম—পরম দয়ালু আল্লাহর নামে—মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হাবশা অধিপতি আসহামের প্রতি—

www.pathagar.com

'আপনি শান্তিতে থাকুন! সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা আপনার কাছে লিখছি—যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। যিনি রাজাধিরাজ, পবিত্র, শান্তির আধার, নিরাপত্তা বিধানকারী এবং নিরাপদে রাখার মালিক।

আমি স্বীকার করছি, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ—যাঁকে সেই পবিত্রাত্মা কুমারী মরিয়ামের গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়—যিনি ছিলেন পাপমুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (ঈসা আ.কে) তাঁর আপন আত্মা ও ফুঁক থেকে ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যেমনিভাবে তিনি আদম (আ.)কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন।

আমি আপনাকে সেই একক অদ্বিতীয় উপাস্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি আমার আনুগত্য স্বীকার করুন, কেননা, আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল। আমি আপনাকে এবং আপনার বাহিনীগুলোকে মহান আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র পয়গাম অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে আমি আপনাদের পূর্ণ মঙ্গল কামনা করছি। আমার এ সহানুভূতিপূর্ণ দাওয়াতে সাড়া দেয়াই হবে আপনার কাজ। আমি আপনার প্রজাবর্গকেও এ দাওয়াত দিচ্ছি। সত্যপথের পথিকদের প্রতি সালাম ও করুণা বর্ষিত হোক।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী—যার নাম আসহাম বিন আবজুর—তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের বিপরীতে ত্রিত্ববাদের বিরোধী। তিনি ত্রি-আত্মার বিপরীতে এক আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। খ্রিস্টানদের অপর গ্রুপটি ছিল ত্রিতত্ত্ববাদের সমর্থক এবং রোমান গীর্জা ও রোম সম্রাটের সমর্থনপুষ্ট। রোম সম্রাটের দরবারে কিছুসংখ্যক মূর্তিপূজারীও থাকতো। একাত্মা ও ত্রি-আত্মার সমর্থকদের মধ্যে রোম সম্রাটের দরবারে এবং সভা-সমাবেশে প্রায়ই বাহাস তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকতো।

www.pathagar.com

এ ধরনের বাদানুবাদ ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা তখনকার সমগ্র খ্রিস্টজগতে বিরাজ করতো। নাজ্জাশী যেহেতু ত্রিত্ববাদের বিপরীতে একাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই ইসলামের একত্ববাদের দাওয়াত তাকে প্রভাবান্বিত করে। উপরন্তু বিগত নয়-দশ বছর ধরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের চাল-চলন ও চরিত্র দেখে আসছিলেন যে, তাঁরা কতো সৎ ও আল্লাহ্ভীরু! তাই তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এঁরা যে রাসূলের অনুসারী, নিশ্চয়ই তিনি সত্য-নবী।

মনে হয় এ চিঠিখানা বাদশাহের আম দরবারে তাঁর নিকট পেশ করা হয়নি এবং নাজ্জাশীর কোনো খাস মসজিলেই এ চিঠিখানা হস্তান্তর করা হয়। কেননা, নাজ্জাশী তার ইসলাম গ্রহণের কথা তার দরবারীদের এবং প্রজা সাধারণের নিকট গোপন রেখেছিলেন। সোহায়লী 'রওযুল আন্ফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের গুজব রাজ্যজোড়া রাষ্ট্র হয়ে গেলে হাবশাবাসীগণ বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয় এবং তারা নাজ্জাশীর বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠিবাহক হযরত জাফরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমি আপনাদের জন্য একটি নৌবহর তৈরি করে রেখেছি। পরিস্থিতি অবনতির দিকে গেলে মুহাজিরদেরকে এ নৌবহরে সওয়ার করে দেবেন। আমি যদি পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে সফল হই, তবে নিরাপদে আবিসিনিয়ায় অবস্থান করবেন, নতুবা আপনারা আবিসিনিয়া ত্যাগ করবেন। এই আয়োজন সম্পন্ন করে তিনি এক টুকরো কাগজে লিখলেন :

> 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা, তাঁর আত্মা ও কলেমা— যাঁকে তিনি মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।'

এ কাগজ টুকরো তিনি তার জামার নিচে বুকের কাছে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি দরবারে আম ডেকে হাবশাবাসীদের বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিদের একত্র করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? আমি কি তোমাদের শাসক হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি নই? তারা একবাক্যে জবাব দিল, আমাদের শাসক হিসেবে আপনি নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি, তবে আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আপনি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করেছেন এবং ঈসা (আ.)কে আল্লাহ্র বান্দা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

আসমাহা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করো? তারা জবাব দিলো : তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। আসমাহা তার হাত বুকের উপর রেখে বললেন,

> 'ঈসা (আ.)-এর চাইতে অর্থাৎ এই কাগজে লিপিবদ্ধ কথার চাইতে একটুও অতিরিক্ত কিছু শিক্ষা দেননি।'

হাবশাবাসীরা তাঁর কথায় শান্ত হয়ে গেলো। এবং বিদ্রোহের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেলো। মুহাজিরগণ তখন নৌ-বহর থেকে নেমে হাবশায় অবস্থান করতে শুরু করলেন।

আসমাহা নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র চিঠিখানা গজদন্তের কৌটায় আবদ্ধ করে সংরক্ষিত করলেন এবং তিনি প্রায়ই বলতেন,

> 'যতোদিন এ বরকতময় তোহ্‌ফা আবিসিনিয়ায় সংরক্ষিত থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত এদেশের প্রতি শত্রুর হস্ত উত্তোলিত হতে পারে না।'

আবিসিনিয়া-অধিপতি নাজ্জাশীর চিঠি

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি নাজ্জাশী আসহাম বিন আবু জুরের পক্ষ থেকে—

> হে আল্লাহ্‌র রাসূল,
>
> আপনার প্রতি সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম, বরকত ও রহমতরাশি বর্ষিত হোক—যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আর যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়াত দান করেছেন।
>
> হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। আপনি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যা বলেছেন, আসমান-যমীনের মালিকের কসম, ঈসা (আ.) তার চাইতে তিল পরিমাণও বেশি কিছু ছিলেন না। তিনি ঠিক ততোটুকুই ছিলেন, যতোটুকু আপনি বলেছেন। আমি

www.pathagar.com

আপনার চিঠিবাহকের মাধ্যমে আপনার পরিচয় লাভ করেছি এবং আপনার পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আতিথ্যও প্রদান করেছি।

আমি স্বীকার করি, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং সত্যায়িত রাসূল (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আপনাকে প্রত্যায়ন করা হয়েছে।)। আমি আপনার চাচাতো ভাই এবং তাঁর সাথীদের মাধ্যমে আপনার নিকট বাইয়াত হয়েছি—আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং আমি তাঁদের হাতেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আনুগত্যের শপথ করেছি।

আমি আমার পুত্র উবায়হা বিন আসহামকে আপনার খেদমতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমার নিজের উপর ছাড়া আর কারো উপর আমার হাত নেই। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি আমাকে তলব করেন, তবে আমি নিজে আপনার খেদমতে এসে হাযির হবো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা বলেন তা সব সত্য। ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্।

ইতি—
আসহাম হাবশার নাজ্জাশী

উক্ত চিঠিতে নাজ্জাশী রিসালাত ও হেদায়াতের উপর তার ঈমান আনয়নের কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর নিজের উপর ছাড়া অপর কারো উপর তার কোনো হাত নেই।

নাজ্জাশী ইতোপূর্বেই যখন তার দরবারে আগত কুরাঈশ পক্ষের প্রতিনিধি আমর ইবনুল আসের জবাবে হযরত জাফর তাইয়েব ওজস্বিনী ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন এবং হযরতের চিঠি হস্তান্তর করেছিলেন, তখন থেকেই ইসলামের দিকে মনে মনে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এবার যখন মদীনা থেকে এই দ্বিতীয় চিঠিখানা আসলো তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনায়ন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের স্বীকারোক্তিও করলেন।

www.pathagar.com

নাজ্জাশীর নামে দ্বিতীয় চিঠি

হযরত আমর বিন উমাইয়া জুমরী হযরতের (সা.) অপর একটি চিঠিও নাজ্জাশীর দরবারে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় চিঠিটি সম্পর্কে ইবনে সা'আদ তার 'তাবাকাতে' লিখেছেন :

> হযরত (সা.) নাজ্জাশীর নামে দু'খানা চিঠি প্রেরণ করেন। প্রথম চিঠিতে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় এবং দ্বিতীয় চিঠিতে আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবার সাথে বিবাহের আয়োজনের উল্লেখ ছিল। এ চিঠিতে এ কথাও ছিল যে, এবার মুসলমান মুহাজিরদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিন।

এ চিঠিটি পাঠ পাওয়া যায় না। অবশ্য ইতিহাসে তার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। নাজ্জাশী তার এ দু'টি আদেশই পালন করেন। তিনি গায়েবানাভাবে রাসূল (সা.)-এর সাথে উম্মে হাবীবার বিবাহ পড়িয়ে দেন এবং রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে চার শত দীনার মোহরানাও আদায় করে দেন। তারপর সফরের সাজসরঞ্জামসহ মুহাযির মুসলমানদের দু'খানা জাহাজে সওয়ার করিয়ে দেন। হযরতের উক্ত চিঠির জবাবে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাসেদ হযরত আমর বিন উমাইয়ার মাধ্যমে একটি চিঠি লিখেন—যার পাঠ ছিল নিম্নরূপ :

> বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—
>
> পরম করুনাময় আল্লাহর নামে
>
> মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে নাজ্জাশী আসহামের পক্ষ থেকে—
>
> সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ মিনাল্লাহি ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু—অতপর নিবেদন :
>
> আমি (আপনার নির্দেশ অনুসারে) আপনার স্বজনশীয় মহিলার সাথে যিনি আপনার ধর্মের অনুসারিণীও বটে—আপনার বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছি। আর তিনি হচ্ছেন সৈয়দা উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান। আমি আপনার জন্যে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি—যাতে কামীস, পাজামা, চাদর এবং চর্মের মোজা সম্বলিত এক সেট অনাড়ম্বর

www.pathagar.com

পোষাক রয়েছে। ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

ইতি—
আসহাম নাজ্জাশী
হাবশার শাসনকর্তা।

আসহামার চিঠি নিয়ে আমর বিন উমাইয়া এবং অন্যান্য মুহাজিরগণ সেই জাহাজদ্বয়ে আরোহণ করলেন—যা নাজ্জাশী তাদের জন্য তৈরি করেছিলেন। এই কাফেলা ৭ম হিজরীতে মদীনায় ফিরে আসে। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খয়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। অবশ্য রাস্তায় উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা.) অন্যান্য মুহাজির মহিলাবর্গ এবং অল্প বয়স্কদের মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই কাফেলার যাত্রীরা ঠিক খয়বর বিজয়ের দিন হযরত জা'ফর বিন আবু তালিবের নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপনীত হলেন। রাসূল (সা.) তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তার ললাটে চুম্বন করে বললেন, আমি আজ বলতে পারবো না আমার কোন্ আনন্দ বড়—খয়বরের আনন্দ, নাকি জাফরের সাথে পুনর্মিলনের আনন্দ।

বাদশাহ নাজ্জাশীর দ্বিতীয় চিঠি

'সাওয়াল আনওয়ার' গ্রন্থে নাজ্জাশীর দ্বিতীয় চিঠির পাঠ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ড. হামীদুল্লাহ্ তার 'আলওয়ায়েকুস সিয়াসিয়া' উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহাম্মদ (সা.)-এর খেদমতে নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ থেকে সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, মিনাল্লাহি ওয়া রহমাতুহু ওয়া বারাকাতুহু—আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই। তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন। অতঃপর নিবেদন—

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মক্কার যে মুহাজিরগণ আমার এখানে বসবাস করছিলেন, আমি তাঁদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আমার পুত্র উরায়হাকে আবিসিনিয়ার অপর ষাট ব্যক্তিসহ আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমার প্রতি যে আশা পোষণ করেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমি তা পূর্ণ করে দিয়েছি। আর আপনি সে সত্যবাণী বলে থাকেন আমি তার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

আসহামা নাজ্জাশী
হাবশার শাসনকর্তা।

দ্বিতীয় নাজ্জাশীর নামে রাসূল (সা.)'র চিঠি

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

পরম দাতা আল্লাহ্‌র নামে।

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তার প্রতি, যে সত্য পথের অনুসারী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক—লা শরীক। তাঁর স্ত্রীও নেই, পুত্রও নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁরই দাস ও বার্তাবাহক রাসূল।

আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি; কেননা, আমি তো তাঁরই বার্তাবাহক রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করে নিন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন।

হে কিতাবী সম্প্রদায়, এসো, এমন একটি ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই—যে ব্যাপারে আমরা ও তোমরা সমান আর তা হলো : আমরা

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না, আর না আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও—তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম—আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণকারী। আপনি যদি সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার খ্রিস্টান জাতির পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

এই চিঠিটি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। অনেকে বলেছেন এটি বাদশাহ্ নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নাজ্জাশীর নামে প্রেরিত হয়েছিল। আবার অনেকের মতে, এটি নাজ্জাশী আসহামের নামেই প্রেরিত হয়েছিলো। তবে একথা ঠিক যে, বাদশাহ্ আসহাম নাজ্জাশী রাসূল (সা.)কে বহুবারই চিঠি লিখেছেন।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে চিঠি প্রেরণের ব্যাপারে সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোকেও এ অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সাইদ ইবনে আবি রাশেদ শাম-বিজয়ের পর যখন হিম্সে আসলেন, তখন সেখানকার গীর্জায় এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধ নাকি রোম সম্রাটের দূত হিসেবে রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসেছিলেন। রাসূল (সা.) তখন তাবুকে অবস্থান করছিলেন। এই দূতের সাথে আলাপকালে রাসূল (সা.) বলেন :

> আমি একটি চিঠি পারস্য সম্রাটের নামে পাঠিয়েছিলাম, সে আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তার সাম্রাজ্যও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। একটি চিঠি আবিসিনিয়া সম্রাট দ্বিতীয় নাজ্জাশীর নামে পাঠিয়েছিলাম, সেও আমার

www.pathagar.com

চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তার রাজত্বও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। আর একখানি চিঠি তোমাদের সম্রাটকেও লিখেছি, তিনি তা নিয়ে চুপ করে বসে আছেন। অর্থাৎ নিরুত্তর রয়েছেন।

এ ঘটনার বিশদ বিবরণ রোম-সম্রাটের নামে লিখিত চিঠির বিবরণে উল্লেখ করা হবে।

পারস্য সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে চিঠি

রোম-সম্রাট হিরাকল বা হিরাক্লিয়াসকে রাসূল (সা.) চিঠি লিখেন হুদায়বিয়া সন্ধির পরপরই। কাসেদে-রাসূল, বা রাসূল (সা.)-এর দূত হিসেবে এ চিঠিটি হিরাক্লিয়াস সম্রাটের কাছে নিয়ে যান রাসূল (সা.)-এর অন্যতম সাহাবা হযরত দিহইয়া বিন খলীফা কাল্‌বী (রা.)। কায়সার সম্রাটের (রোম সম্রাটের উপাধী ছিল 'কায়সার') দরবারে সরাসরি চিঠি হস্তান্তর ছিল রীতিমতো অসম্ভব একটি ব্যাপার। এজন্য দিহইয়া কালবী (রা.) বসরার শাসককে বিষয়টি অবহিত করেন ও তার সাহায্য কামনা করেন।

এদিকে ইরান সম্রাট কিসরা ('কিস্‌রা' পারস্য সম্রাটের উপাধী) খসরু পারভেজ ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে রোমক বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের শক্তিশালী দূর্গ 'কিয়ামাতা' ভস্মিভুত করে। দূর্গের ক্রুশটি ইরানে নিয়ে আসে। তারপর কয়েক বছর যেতে যা যেতেই ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেলো। ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিনোভার যুদ্ধে কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে টাইগ্রিস নদীর ওপারে পাঠিয়ে দেয়। কিসরা সম্রাট খসরু পারভেজ কায়সার সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বশ্যতা স্বীকার করে এবং রাজস্ব দিতে বাধ্য হয়, সেইসাথে কিয়ামাতা দূর্গে রক্ষিত পবিত্র ক্রুশটিও ফেরত দেয়।

এই বিজয় উপলক্ষে খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দিসে উৎসবের আয়োজন করে। কিয়ামাতা গীর্জা পুনর্নির্মিত করা হয়। স্বয়ং সম্রাট হিরাক্লিয়াস এই পবিত্র ক্রুশ পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে এন্টিয়ক থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দিসের উদ্দেশ্যে বের হন। এই বিজয় মিছিলে অংশ নেন আফ্রিকা,

www.pathagar.com

মিসর, ইরাক এবং আরবের রোম শাসিত এলাকাসমূহ ও রোম সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ।

লক্ষ লক্ষ ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় রোমের কায়সার হিরাক্লিয়াস পবিত্র ক্রুশসহ যখন হিম্‌সে পৌছলেন, তখন বসরার শাসকের মাধ্যমে হযরত দিহইয়া কালবী (রা.) কায়সারের দরবারে উপনীত হলেন। রাসলূ (সা.)-এর চিঠিটি সম্রাটের দরবারে উপস্থাপন করেন।

বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে চিঠির বিবরণ উল্লেখ আছে। রাসূল (সা.) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিতে লেখা ছিল :

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি।

সালাম সে ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে শান্তিতে থাকবেন এবং দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসো, যা আমাদের ও তোমাদের জন্যে একই সমান। সেটি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা ও আনুগত্য করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে এবং অন্যকিছুকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না, যদি লোকেরা অমান্য করে তবে তাদের বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

এরপর যা কিছু হয়েছে, তার বিবরণ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কুরাইশদের একদল লোকের সাথে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী এ কাফেলা ব্যবসার মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিলো। সম্রাট (হিরাক্লিয়াস)-এর আহ্বানে কাফেলার লোকজন ইলিয়ায় (বায়তুল মুকাদ্দাসে) তার দরবারে হাজির হয়। সম্রাট তাদের কাছে বসান। সে সময় তার আশেপাশে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।'

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মক্কার বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে সামনে রেখে তার দোভাষীকে তলব করেন। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেন, 'যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন তার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী?' আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন বাদশাহ্কে বলি, 'আমিই বংশগত দিক থেকে তার অধিক নিকটবর্তী।' হিরাক্লিয়াস তখন বলেন, 'তুমি আমার কাছাকাছি এসো।' তিনি আরো বলেন, 'এ সঙ্গীদের পিছনে বসাও।' এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলেন, 'এ লোকটিকে আমি সে নবীর দাবিদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে কোনো কথার জবাবে মিথ্যা বলে, তবে তার সঙ্গীদের বলে দাও, তারা যেন সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করেন।' আবু সুফিয়ান বলেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি মিথ্যা বলার দুর্নাম হওয়ার ভয় না থাকতো, তবে আমি তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম।' হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ানের দোভাষীর উপস্থিতিতে বিশদ আলোচনা হয়। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলেন, 'এ লোকটিকে বলো, আমি যখন নবুওয়াতের দাবিদারের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন সে বলেছে, তিনি উচ্চ বংশ ও মর্যাদাসম্পন্ন। নিয়ম হচ্ছে, নবী রাসূলগণ উচ্চ বংশ ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ এ ধরনের কথা বলেছিল কিনা? সে বলেছে, বলেনি। যদি সে অন্য কারো বলা কথারই পুনরাবৃত্তি করতো, তবে আমি বলতাম, এ লোকটি অন্যের বলা কথারই প্রতিধ্বনি করছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ ছিল কি না? সে বলেছে না, ছিল না। যদি তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ থাকতো, তবে আমি বলতাম, এ লোক বাপ-দাদার বাদশাহী লাভের আকাঙ্ক্ষা করছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি যা বলেছেন এর আগে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলে কি না? সে বলেছে, না।

www.pathagar.com

কাজেই মানুষের ব্যাপারে যিনি মিথ্যা কথা বলেন না তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলবেন, এটা হতেই পারে না। আমি একথাও জিজ্ঞেস করেছি, বড়লোকেরা তার আনুগত্য করছে, নাকি দুর্বল লোকেরা? সে বলেছে দুর্বল লোকেরা। প্রকৃতপক্ষে দুর্বল লোকেরাই নবী রাসূলের আনুগত্য করে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার দ্বীন গ্রহণের পর কেউ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছে কি না? সে বলেছে, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের সজীবতা অন্তরে প্রবেশের পর এ রকমই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন কি না? সে বলেছে, না। প্রকৃতপক্ষে নবী রাসূল এরকমই হয়ে থাকেন। তারা চুক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি কি কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন? সে বলেছে, তিনি আমাদের আল্লাহর ইবাদতের, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আদেশ করেন, মূর্তিপূজা নিষেধ করেন এবং নামায, সত্যবাদিতা, পরহেযগারী, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার আদেশ দেন। সে যাকিছু বলেছে, যদি এসব সত্য হয়ে থাকে, তবে তিনি খুব শীঘ্রই আমার দুই পায়ের নিচের জায়গারও মালিক হবেন। আমি জানতাম, একজন নবী আসবেন, কিন্তু আমার ধারণা ছিল না, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। আমি যদি নিশ্চিত জানতাম তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের কষ্ট স্বীকার করতাম এবং তাঁর কাছে থাকলে তাঁর দুই চরণ ধুঁয়ে দিতাম। এরপর হিরাক্লিয়াস রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি চেয়ে নিয়ে পাঠ করেন। তিনি চিঠি পড়া শেষ করতেই সেখানে শোরগোল এবং উচ্চঃস্বরে কথাবার্তা শুরু হয়। সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র মতান্তরে ভ্রাতা প্রচণ্ডভাবে রেগে যান। দিহইয়া কালবী (রা.)-এর বর্ণনামতে, চিঠির শিরোনামে 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমক প্রধান হিরাকলের প্রতি' শোনামাত্রই গর্জে উঠে বলে, 'এ চিঠি আর কোনোক্রমেই এ দরবারে পাঠ করা চলে না।' কায়সার বললেন, কেনো কী হয়েছে? সে বললো, পত্রপ্রেরক প্রথমে তাঁর নিজের নাম লিখেছে। দ্বিতীয়ত, রোমক সম্রাট না লিখে সে রোমের 'প্রধান হিরাকল' লিখে সম্বোধন করেছে। এমন তুচ্ছ চিঠি কী করে সম্রাটের দরবারে পঠিত হতে পারে? জবাবে হিরাক্লিয়াস বললেন,

> 'আল্লাহর কসম! তুমি নিশ্চিতভাবেই অপরিপক্ক মত পোষণকারী। তুমি কি লক্ষ্য করেছো, এমন এক মহান ব্যক্তির চিঠি আমার প্রতি প্রেরিত হয়েছে, যাঁর নিকট নামুসে আকবর (পবিত্রাত্মা জিবরাঈল) আগমন করে থাকেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নাম পূর্বে লেখার অধিকতর হকদার। আর

www.pathagar.com

তিনি ঠিকই লিখেছেন, আমি রোমের প্রধান, সম্রাট নই, আল্লাহই আমার এবং রোমের প্রকৃত রাজাধিরাজ।'

বোখারী শরিফের পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে রোমের প্রধানগণ, অমাত্যবর্গ সবাই সে মজলিসে উপস্থিত ছিল। মজলিস যখন সবার উপস্থিতিতে জমজমাট তখন তিনি দরবার কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। সবার সম্মুখে রাসূল (সা.)-এর চিঠিখানা পড়ে শুনালেন। রোমের সেই শাস্ত্রীয় পাদ্রীর চিঠিখানাও তিনি দরবারে উপস্থাপন করলেন। এরপর তিনি বললেন,

'এ সমস্ত নিদর্শন যদি নবুওয়াতের এ নতুন দাবিদারের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাঁর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই কি আমাদের কর্তব্য নয়? হে রোমবাসীগণ! সফলতা, সুপথ ও রাজ্যের স্থায়িত্ব যদি তোমাদের কাম্য হয়, তবে অবিলম্বে এ নবীর আনুগত্য স্বীকার কর।'

যেদিন খাস দরবারে আবু সুফিয়ানের সম্রাটের কথাবার্তা হয়েছিলে, গীর্জার ধর্মযাজকদের মধ্যে সেদিন থেকেই কানাঘুষা শুরু হয়েছিল।

এবার যখন হিরাক্লিয়াস এভাবে কথাটা বলেই ফেললেন তখন তারা আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না। আবু সুফিয়ানের ভাষায় :

রোম সম্রাট যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এবং চিঠি পাঠ সমাপ্ত করলেন তখন দরবারে কোলাহল বৃদ্ধি পেলো এবং মহা হৈ চৈ শুরু হলো।

রাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন এভাবে :

তারা দরজার দিকে দৌড়ালো বন্য গাধার মতো। (কিন্তু মজলিস থেকে বেরিয়ে যেতে পারলো না; কারণ) তারা দেখতে পেলো, দরজাগুলো বন্ধ রয়েছে। (বুখারী)

হিরাক্লিয়াস যখন তাদের এ প্রতিক্রিয়া ও পলায়ন লক্ষ্য করলেন, তখন পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ ভোল পাল্টিয়ে ফেললেন। তিনি তাদের পুনরায় বসতে বললেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বললেন—এইমাত্র আমি আপনাদের যা বলেছিলাম, তা ছিল পরীক্ষামাত্র। এবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, যীশু খ্রিস্টের ধর্মের প্রতি আপনাদের আস্থা অবিচল রয়েছে। তারপর তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি যে কোনো হুমকির মোকাবেলায় তার নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা

www.pathagar.com

দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন। সম্রাটের বাগ্মীসূলভ কথা শুনে সব পাদ্রী ও অমাত্যবর্গ আস্থা ফিরে পেলো।

এরপর হিরাক্লিয়াসের আদেশে আমাদেরকে (অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে) সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। বাইরে এসে সঙ্গীদের আমি বললাম, আবু কাবশার পুত্রের ঘটনা তো দেখছি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাকে তো দেখছি বনু আসফারের (রোমানদের) বাদশাহ্ও ভয় পায়। এরপর আমি সব সময় এর বিশ্বাস পোষণ করতাম, রাসূল (সা.)-এর দ্বীন বিজয়ী হবেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরপর আমার মাঝে ইসলামের আলো জ্বেলে দিয়েছেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি আল্লাহ্র রাসূলের প্রেরিত চিঠির প্রভাবই ছিল আবু সুফিয়ানের এ বিবরণী যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ চিঠির আরেকটি প্রভাব এও ছিল যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূল (সা.)-এর চিঠির বাহক হযরত দেহইয়া কালবী (রা.)কে বেশকিছু মালামাল ও কাপড়চোপড় প্রদান করেন। হযরত দেহইয়া (রা.) সেসব নিয়ে মদীনায় ফেরার পথে, হুসমা নামক জায়গায় জুযাম গোত্রের কিছু লোক ডাকাতি করে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মদীনায় পৌঁছে হযরত দেহইয়া (রা.) নিজের বাড়িতে না গিয়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে সব কথা ব্যক্ত করেন। সব শুনে বিশ্বনবী হযরত যায়েদ ইবনে হারেজা (রা.)-এর নেতৃত্বে পাঁচশ' সাহাবীকে হুসমা অভিযানে প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ (রা.) জুযাম গোত্রের লোকদের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়ে তাদের বেশকিছু লোককে হত্যা করেন। এরপর তাদের পশুপাল ও মহিলাদের হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। পশুপালের মধ্যে এক হাজার উট ও পাঁচ হাজার বকরী এবং বন্দিদের মধ্যে একশ' নারী ও শিশু ছিল।

রোম সম্রাটের দূতের ঘটনা

সাইদ বিন আবি রাশেদ, যিনি মুয়াবিয়া পরিবারের আজাদকৃত ছিলেন, তিনি ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন :

আমি যখন সিরিয়ায় (হিম্সে) পৌঁছলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে, পাশের গীর্জায় সেই লোকটি বাস করে যে রোম সম্রাটের দূত হিসেবে রাসূল (সা.)-এর দরবারে গিয়েছিলেন। আমরা সে দূর্গে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে ঢুকে দেখি, এক বৃদ্ধ

www.pathagar.com

বসে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রোম সম্রাটের দূত হিসেবে রাসূল (সা.)-এর দরবারে গিয়েছিলেন? বৃদ্ধ বললো, হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম।

আমি বললাম : দয়া করে একটু বলুন তো ঘটনাটি কী ছিল?

বৃদ্ধ বললো : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাবুকে আসেন, তখন দেহইয়া কালবী (রা.)কে হিরাকলের নিকট পাঠানো হয়। হিরাকল হযরতের চিঠিখানা পেয়েই রোমের বিশপ ও পাদ্রীকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে পৌঁছলে তিনি দরবার-কক্ষের দরজাগুলো বন্ধ করে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন সেই বিদেশী ব্যক্তিটি (রাসূল (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে) পাঠিয়েছে। তার দাবি তিনটি। হয় আমরা তার ধর্মে দীক্ষিত হবো, নতুবা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে রাজস্ব আদায় করবো। আর যদি তাও আমরা গ্রহণ না করি, তবে তৃতীয় বিকল্প ব্যথস্থা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা। কসম আল্লাহ্‌র, এ চিঠিখানা পড়ে আমার কেমন যেনো মনে হচ্ছে যে, আমার পদতলের এ সবকিছুই কেড়ে নেয়া হবে। এমতাবস্থায় তার ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অথবা তাকে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হয়ে যাওয়াটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

একথা শুনে মজলিস সুদ্ধ সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো : কী! তাহলে কি আমাদের খ্রিস্টধর্ম বিসর্জন দিয়ে হেজাজ থেকে আগত এ ব্যক্তিটির বশ্যতা স্বীকার করে নিতে আপনি আমাদের বলছেন?

রোম সম্রাট যখন মজলিসের এ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে মজলিসের এ লোকগুলো বেরিয়ে গেলেই গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হবে। সাথে সাথেই তিনি সুর পাল্টিয়ে সমবেত অমাত্যবর্গ ও ধর্মযাজকদের লক্ষ্য করে বললেন : 'আমি আপনাদের একটু পরীক্ষা করে দেখলাম, আপনারা আপনাদের স্বধর্মে কতোটুকু অবিচল আছেন। তারপর তিনি এক আরব খ্রিস্টান খাদেমকে ডেকে বললেন, আমার কাছে এমন একটি লোক নিয়ে এসো—যার স্মরণশক্তি প্রখর, অথচ সে স্বচ্ছন্দে আরবী বলতে পারে। তাকে দিয়েই আমি পত্রের জবাব পাঠাবো। খাদেমটি আমার কাছে এলো এবং সে আমাকে ধরে সম্রাটের নিকট নিয়ে গেলো।

হিরাক্লিয়াস আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে! তুমি ঐ ব্যক্তিটির কাছে আমার চিঠি নিয়ে যাবে এবং তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। প্রথমত, আমার কাছে প্রেরিত তার পত্রের (অর্থাৎ প্রথম পত্রের) কথা সে কিছু বলে কি না!

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, চিঠি পড়ার সময় সে দিন বা রাতের কোনো উল্লেখ করে কি না। তৃতীয়ত, একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখবে যে, তার পিঠের মধ্যে কোনো বিশেষ বস্তু দেখতে পাওয়া যায় কিনা!

আমি তাঁর চিঠি নিয়ে তাঁবুতে উপস্থিত হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সঙ্গীসাথী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি কূপের পাশে বসা ছিলেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম : আপনাদের মনিব কোথায়? আমাকে বলা হলো, 'এই যে তিনি বসে আছেন।' আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। রাসূল (সা.) চিঠিটি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে পাশে রেখে দিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ গোত্রের লোক? আমি বললাম, তনুখ গোত্রের। বললেন, তুমি কি একথা পছন্দ করো না যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর সনাতন সত্য ধর্মকে মেনে নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাও?

আমি বললাম, এখন তো আমি একটি জাতির দূত হিসেবে আপনার দরবারে এসেছি। দূতের দায়িত্বকালীন সময়ে আমি তো কোনো মতাদর্শ পরিত্যাগ করতে পারি না। আমার জবাব শুনে তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'তুমি যাকে চাইবে, তাকে হেদায়াত করতে পারবে না, বরং আল্লাহ্ই হচ্ছেন সেই সত্ত্বা—যিনি যাকে ইচ্ছে হেদয়েত করতে পারেন। আর তিনিই হেদায়েত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

রাসূল (সা.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন :

> 'হে আমার তনুখী ভাই! আমি পারস্য সম্রাট কিসরাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, সে ঐ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ তার রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দিলেন। আমি নাজ্জাশীকে চিঠি লিখেছি, সেও আমার চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ তার রাজ্যকেও খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবেন। তারপর তোমার মনিবকে চিঠি দিয়েছি। তিনি তো তা নিয়ে বসে আছেন।'

আমি মনে মনে বললাম এ হচ্ছে সেই তিনটি কথার একটি—যার খেয়াল রাখার জন্যে আমাকে বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার তুণ থেকে তীর খুলে তার খাপে কথাটি টুকে রাখলাম। তারপর তিনি তাঁর বামপাশে বসা একটি লোকের কাছে চিঠি দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম—'ঐ যিনি চিঠিখানা পড়ছেন, তাঁর নাম কী?' তাঁরা বললো, 'ইনি হচ্ছেন মুয়াবিয়া।' আমার মনিব কায়সার (সীজার) তাঁর পত্রে এ প্রশ্নটিও করেছিলেন, 'আপনি আমাকে যে বেহেশতের দিকে আহ্বান

www.pathagar.com

জানাচ্ছেন (আপনার কথা অনুসারে) তা সমগ্র আসমান যমীন জুড়ে পরিব্যাপ্ত—যা ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহভীরুদের জন্য সজ্জিত করা হয়েছে। তাহলে দোযখ কোথায়?' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'সুবহানআল্লাহ্! যখন দিন আসে, তখন রাত্রি কোথায় পালায়?' আমি চট করে তূন থেকে তীর খুলে খাপের উপর এ কথাটাও লিখে রাখলাম।

চিঠি পড়া শেষে তিনি বললেন,

> 'তুমি বার্তাবাহক—দূত! তোমার যথেষ্ট হক রয়েছে। কিন্তু উপঢৌকন দেয়ার মতো এমন কিছুই আমার কাছে নেই। কেননা, আমরা এখন সফরে আছি এবং আমাদের সফরের সম্বলটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

এ কথা শুনে সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন বললেন, 'আমি একে উপঢৌকন দিয়ে দিচ্ছি।' তারপর সে বৃদ্ধটি তার জাম্বিল খুলে জরদ রঙের একটি চৌগা আমার থলের মধ্যে পুরে দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ উপঢৌকনদাতা লোকটি কে?' তাঁরা বললো, 'ইনি হচ্ছেন উসমান।'

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এই দূতকে আতিথ্য প্রদান করবে? জনৈক আনসার যুবক দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি।' তারপর সেই আনসার যুবক আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। এমন সময় রাসূল (সা.) ডেকে বললেন, 'হে তনুখী ভাই, কাছে আসো।' আমি ফিরে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি তাঁর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, 'এ-ই হচ্ছে সেই বস্তু যা বিশেষভাবে দেখে যাওয়ার জন্য তোমার মনিব তোমাকে বলে দিয়েছেন।'

> আমি একটু ঝুঁকে পড়ে তাঁর পবিত্র পিঠে 'মোহরে নবুওয়াত' দেখতে পেলাম—দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে (একখণ্ড মাংস যা একটু বেরিয়ে রয়েছে।

আবু উবায়দা বকর বিন আবদুল্লাহ্ আল মুযানী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) যখন কায়সারকে চিঠি লেখেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন তখন সে রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দেয় যে, কায়সার খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই ঘোষণা শোনামাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে। অবস্থা বেগতিক দেখে কায়সার পাল্টা ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেয়, সাম্রাজ্যের লোকজন খ্রিস্টধর্মের প্রতি কতোটুকু অবিচল আছে তা পরীক্ষা করাই ছিল সম্রাটের উদ্দেশ্য। সেনাবাহিনীর লোকজন এবার শান্ত হয়ে ফিরে গেলো। কায়সার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দূতকে লক্ষ্য করে বললো, 'আমার

www.pathagar.com

রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।' তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে চিঠি লিখে জানালেন, 'আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।' রাসূল (সা.) যখন সম্রাটের চিঠি পড়ে বললেন, 'আল্লাহ্র শত্রু মিথ্যা বলেছে। সে মুসলমান হয়নি। বরং সে খ্রিস্টধর্মেই অটল আছে।'

রোম সম্রাটকে লেখা রাসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় চিঠি

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতিকে—

আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আপনার জন্য সে অধিকার সাব্যস্ত হবে যা মুসলমানদের আছে এবং আপনার প্রতি সে কর্তব্য সাব্যস্ত হবে, মুসলমানদের প্রতি যা সাব্যস্ত আছে। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে জিজিয়া দিবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতকেও না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম সাব্যস্ত করে না এবং দ্বীনের আনুগত্য করে না... আনুগত্য করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না তারা লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিজ হাতে জিজিয়া দিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় আপনি 'ফাল্লাহীন' (সাধারণ রোমবাসী কৃষিজীবী) ও ইসলামের মধ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদানে অন্তরায় হবেন না।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

রাসূল (সা.)-এর প্রতি রোম সম্রাটের জবাবী চিঠি

আল্লাহ্‌র রাসূল আহমাদের প্রতি,

যাঁর সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন ঈসা (আ.)

রোম সম্রাট কায়সা (সিজার)-এর পক্ষ থেকে)

আপনার দূতের হাতে পাঠানো আপনার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনার কথা আমরা আমাদের ইঞ্জিলে দেখতে পাই; ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) আমাদেরকে আপনাদের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। আমি রোমবাসীদের আপনার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছি, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা আমার আনুগত্য করলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আমার বাসনা, আমি আপনার কাছে থাকতাম এবং আপনাকে সেবা করতাম ও আপনার পা দু'খানা ধুয়ে দিতাম।

ইরানের শাহানশাহ্ খসরু পারভেজের নামে রাসূল (সা.)-এর চিঠি

ইরানের শাহানশাহ্ খসরু পারভেজকে রোমানরা ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে নিনোভার যুদ্ধে পরাস্ত করে টাইগ্রীস নদীর ওপারে পাঠিয়ে দেন। এ হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পাঁচ বছর পরের কথা। হিজরী ষষ্ঠ বছরে মক্কার কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর রাসূল (সা.) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সম্রাট, গোত্র প্রধান, ধর্মযাজকদের নামে চিঠি প্রেরণ করে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করতে থাকেন। তারই অংশ হিসেবে রাসূল (সা.) ইরানের সম্রাটের নামে চিঠি পাঠান। এই চিঠি পাঠানোর দায়িত্ব দেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমী (রা.)কে। তিনি এই চিঠিটি নিয়ে ইরানের সাসানী শাহানশাহ্ খসরু পারভেজের শ্বেত প্রাসাদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হন।

www.pathagar.com

খসরু পারভেজের তখন চলছিল চরম সংকটকাল। কেননা রোমানদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি তার মেজাজকে রুক্ষ করে তুলেছিল। দরবারের অমাত্যবর্গ ও সেনা কর্মকর্তাদের প্রতিটি কথায় ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করতো। সম্রাটের ধারণা অমাত্যবর্গদের কর্তব্যে অবহেলা, সেনা অফিসারদের কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই রোমানদের কাছে এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

গোটা পারস্য সাম্রাজ্যের আমীর-ওমরা, অমাত্যবর্গ, সেনা কর্মকর্তা, গোত্রপতি সবাই ভয়ে তটস্থ। প্রতিদিনই কোনো না কোনো আমীর বা অমাত্যের গ্রেফতারী পরোয়ানা, কোনো না কোনো উজিরের ফাঁসি এবং সেনা অফিসারদের পলায়নের খবর রটনা হতে থাকে।

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে এক ভিনদেশী অদ্ভুত পোষাক পরিহিত অবস্থায় শ্বেত প্রাসাদের ফটকে দাঁড়িয়ে শাহানশাহে ইরানের রক্ষী অফিসারদের কাছে বার বার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছিলো—যার গায়ে এক টুকরো কম্বল যা সে কাফনের মতো গলায় জড়িয়ে রেখেছে, কোমরে বাঁধা রশির সাথে ঝুলছে কোষাবদ্ধ তরবারী, মাথায় একপ্রস্থ রুমাল, পদযুগল ছিল পাদুকাশূন্য। হযরত হুযাফা (রা.)কে প্রাসাদরক্ষীরা কোনোমতেই ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দিচ্ছিলো না। এমন সময় যখন স্বয়ং খসরু পারভেজ আরবদের অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে কী বলছিলেন, তখন সুযোগ বুঝে একজন পরিষদ সদস্য বাদশাহ্‌কে জানালো যে, এমনি একটা অদ্ভুত বেশভূষার লোক বেশ কয়েকদিন ধরে দরবারে আসবার জন্যে প্রাসাদরক্ষীদের কাছে অনুরোধ করছে। সে নিজেকে মদীনার দূত বলে পরিচয় দিচ্ছে। খসরু পারভেজ তক্ষুণি তাকে দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমী দরবেশসূলভ বেশভূষা নিয়েই পারভেজের সামনে উপস্থিত হলেন। পরিষদবর্গ তো এই কম্বল পরিহিত নির্ভীক পদে দরবারে প্রবেশের ধরন দেখে অবাক। যেখানে বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌রা পর্যন্ত শাহানশাহের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত ও কুর্ণিশরত অবস্থায় প্রবেশ করে, সেখানে এ ব্যক্তির প্রবেশের ধরন দেখে মনে হচ্ছে সে যেনো দরবার নয়, কোনো সরাইখানায় প্রবেশ করছে। প্রহরীরা তাকে সতর্ক করে দিলো। কিন্তু দূত তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, মুসলমানরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করে না। একথা শুনে খসরু পারভেজ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। শাহানশাহের মুখের উপর এক গেঁয়ো আরব বেদুঈনের এতোবড় স্পর্ধা। দরবারসুদ্ধ লোক খসরু পারভেজের অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলো। কিন্তু আরব বেদুঈন নির্বিকার।

www.pathagar.com

অত্যন্ত রেগে গিয়ে কিসরা কাসেদা-ই রাসূল (সা.)কে চিঠিটি পরিষদের এক সদস্যের হাতে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দূত চিঠিটি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো, 'না, রাসূল (সা.) চিঠিটি সরাসরি আপনার হাতে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সে নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না।'

কিসরা তাঁর লোকদের বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে দাও, আমার নিকট আসতে দাও।' তিনি গিয়ে কিসরার হাতে চিঠিটি দিলেন। হীরার অধিবাসী একজন আরবী ভাষী সেক্রেটারীকে ডেকে চিঠিটি খুলে পড়তে বললেন। চিঠিটি পড়া শুরু হলো :

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে—

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি।

যে হেদায়েতের অনুসরণ করে—আল্লাহ্ রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার প্রতি সালাম।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক—লা-শরীক এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন—যাতে করে সমগ্র জীবিত মানবকে সতর্ক করে দেই এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভয় প্রদর্শন করি। ইসলাম গ্রহণ করে নিন! শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন, আর যদি অগ্রাহ্য করেন, তবে সমগ্র অগ্নি-উপাসক জাতির পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

কিসরার নামে লিখিত হযরতের এ চিঠি পড়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উপরোক্ত ঘটনার বিবরণটি তবরীর বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে হামদুল্লাহ্ আল মুস্তাওফীর চিঠির বর্ণনা অনেকটা এরূপ :

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পারভেজ বিন হরমজদের প্রতি।

সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব-চিরপ্রতিষ্ঠিত—যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে সেই জাতির প্রতি যারা অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে আর যাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেন, কেউ তাকে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) করতে পারে না, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

অতঃপর আমি তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছি। হয় ইসলাম কবুল করে নাও, নতুবা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত থাকো। আল্লাহ্ ও রাসূলকে তুমি অপারগ করতে সক্ষম হবে না।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি।
সালামুন 'আলা মান ইত্তাবায়া' আল হুদা—
যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম।...

www.pathagar.com

চিঠিটির এতোটুকু শুনেই কিসরা ক্রোধে ফেটে পড়লো। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো। ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চিঠিটির সূচনা করেছেন নিজের নাম দিয়ে, অর্থাৎ কিসরার নামের পূর্বে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' এসেছে। কিসরা চিঠিটি পাঠকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো। চিঠিটির বক্তব্য কী তা আর জানার প্রয়োজন বোধ করলো না। সে চিৎকার করে বললো : সে আমার দাস, আর সে কিনা আমাকে এভাবে লিখেছে? দূতের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো : কী হে! আমার দরবারে প্রবেশকালে কুর্ণিশ (সিজদা) করোনি কেনো?

আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করে বসলেন। তিনি বললেন,

> আমরা মুসলমান! মুসলমান এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই কুর্ণিশ করতে জানে না।

খসরু মুখ বিকৃত করে দাঁত কটমট করে বললো, যদি দূতকে হত্যা করা নীতি বহির্ভূত না হতো, তবে আমি তোমাকে এখনই গর্দান উড়িয়ে দেবার হুকুম দিতাম।

তারপর আবদুল্লাহ্কে মজলিস থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হুজাফাহ কিসরার দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি জানেন না তাঁর ভাগ্যে আল্লাহ্ কী নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁকে কি হত্যা করা হবে, না মুক্তি দেয়া হবে? নানা রকম চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। মুহূর্তেই তিনি সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আপন মনে বললেন : 'আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি পৌঁছানোর পর এখন আমার কপালে যা হয় হোক। আমি কোনোকিছুর পরোয়া করিনে।' একথা বলে তিনি আল্লাহ্র নাম নিয়ে বাহনে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন।

এদিকে কিসরার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে আবদুল্লাহকে আবার হাজির করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেলো না। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোনো সন্ধান পেলো না। আরব উপদ্বীপ অভিমুখী রাস্তায় খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পেলো তিনি স্বদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর আর নাগাল পাওয়া গেলো না।

হযরত আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে কিসরার কাণ্ডকারখানা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সবকিছু শুনে রাসূল (সা.) মন্তব্য করলেন,

www.pathagar.com

'আল্লাহ্ তার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে ফেলুক।' (উসুদুল গাবা, আল ইসতিয়ার, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পত্রাবলী)

এদিকে 'কিসরা' তার প্রতিনিধি, ইয়েমেনের শাসক 'বাজান'কে লিখে পাঠালো,

> 'তোমার ওখান থেকে তাগড়া ও শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হিযাযে যে ব্যক্তি নবী বলে দাবি করেছে তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দাও।'

'বাজান' দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পাঠালেন। তাদের হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে লিখিত একটি চিঠিও ছিল। তাদের নির্দেশ ছিল, তিনি যেনো কালবিলম্ব না করে চিঠি বাহকের সাথে কিসরার দরবারে হাজির হন। 'বাজান' লোক দু'টিকে আরো নির্দেশ দিলো, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে তাকে অবহিত করবে।

লোক দু'টি ইয়েমেন থেকে যাত্রা করে রাত-দিন ক্রমাগত চলার পর তায়েফে উপস্থিত হলো। সেখানে তারা একটি কুরাইশ ব্যবসায়ী দলের সাক্ষাৎ লাভ করলো। তাদের কাছে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অপর একটি চিঠি পাঠালেন—যার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

> বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
>
> মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুনযির বিন সাওয়ার প্রতি—
>
> তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক! আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি যিনি একক আর যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় এবং আমি তাঁর রাসূল।
>
> আমি তোমাকে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যে উপদেশ গ্রহণ করে, সে তার নিজেরই উপকার করে থাকে। যে ব্যক্তি আমার দূতদের কথা শ্রবণ করে এবং তাদের নির্দেশনা অনুসারে চলে, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই সাথে সদ্ব্যবহার করে। আমার

www.pathagar.com

দূতেরা তোমার কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং তুমি তোমার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যে সুপারিশ করেছো, তা তারা মঞ্জুর করেছে। সূতরাং মুসলমানদের তাদের সেই সম্পদ, বিত্ত-বৈভবসহ তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও—যে সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যারা ত্রুটি করেছে, তাদের ত্রুটি আমি মাফ করে দিচ্ছি, তুমিও তাদের মাফ করে দাও। যতোদিন তুমি সৎপথে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত তোমার সাবেক পদেই তোমাকে বহাল রাখা হবে—তোমাকে আমরা পদচ্যুত করবো না। আর যারা ইহুদী অথবা অগ্নিউপাসকরূপেই থাকতে চায়—তাদের অবশ্যই জিযিয়া কর দিতে হবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

মুনযির ইবনে সাওয়ার কাছে আর একটি চিঠি

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ-এর পক্ষ হতে মুনযির ইবনে সাওয়া-এর প্রতি—

আপনাকে সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি। যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারপর আমি আপনাকে মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কেননা, যে উপদেশ গ্রহণ করে সে নিজের জন্যই উপদেশ গ্রহণ করে। যে আমার দূতদের আনুগত্য করবে এবং তাদের নির্দেশ মেনে

www.pathagar.com

চলবে সে আমারই আনুগত্য করলো। যে আমাদের শুভ কামনা করলো সে আমারই শুভ কামনা করলো। আমার দূতগণ আপনার সদগুণের প্রশংসা করেছে। আমি আপনাকে আপনার সম্প্রদায়ের সুপারিশকারী (নেতা) বানালাম। সুতরাং মুসলমানরা যার অধিকার নিয়ে মুসলমান হয়েছে তা তাদের অধিকারে ছেড়ে দিন। আমি অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনি তাদের আবেদন মনযুর করবেন। আপনি যতোদিন সুষ্ঠু নীতিতে থাকবেন আমরা কখনো আপনাকে আপনার দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করবো না। যারা ইহুদী ধর্ম বা মাজুসী ধর্মে বহাল থাকবে তাদের জিযিয়া দিতে হবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

মুনযিরকে প্রেরিত আর একটি চিঠি

মুনযির ইবনে সাওয়ার প্রতি—

তারপর, আমার দূতগণ আপনার প্রশংসা করেছে। যতোদিন আপনি সঠিক থাকবেন, আমার আচরণও আপনার সঙ্গে সঠিক থাকবে এবং আমি আপনার কাজের যোগ্য প্রতিদান দিবো। আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শুভ কামনা করে যাবেন। ওয়াস্সালামু আলাইকা।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

নবী (সা.) বরাবরে মুনযিরের চিঠি

তারপর, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

বাহরাইনবাসীদের প্রতি আপনার চিঠি আমি পাঠ করেছি। (আমি আপনার চিঠি বাহরাইনবাসীদের পাঠ করে শুনিয়েছি) তাদের অনেকে ইসলাম পছন্দ করেছে এবং তা তাদের মনঃপুত হওয়ায় তা তা গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ তা পছন্দ করেনি। আমার এলাকায় কিছু মাজুসী (অগ্নি উপাসক) ও কিছু ইয়াহুদি আছে। তাদের সম্পর্কে আপনার আদেশ কী?

মুনযিরের কাছে রাসূল (সা.)-এর চিঠি

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মুনযির ইবনে সাওয়ার প্রতি—

আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। হামদ ও ছানার পর, আপনার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে এবং তার বিষয়বস্তু শুনেছি। যারা আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলার অভিমুখী হবে এবং আমাদের জবাই করা পশু খাবে। তারা হবে সেই মুসলিম যারা আমাদের ন্যায় অধিকার ভোগ করবে এবং আমাদের ন্যায় কর্তব্য পালন করবে। যারা তা না করবে তারা এক দীনারের সমমূল্যের মু'আফিরী (জিযইয়া) দিবে। ওয়াস্‌সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুক।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

ওমান রাজ্যদ্বয়ের নামে রসূললুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জুলন্দি পুত্রদ্বয় জায়ফর ও আবদের প্রতি—

শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি যে হেদায়াত অনুসরণ করেছে। আমি তোমাদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে। আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল। যাতে করে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সতর্ক করে দেই এবং অগ্রাহ্যকারীদের উপর আল্লাহ্‌র দলিল পূর্ণ হয়ে যায়। তোমরা দু'জন যদি ইসলাম গ্রহণ করে না নাও, তবে জেনে রাখো, তোমাদের রাজত্ব টিকবে না। আমার সৈন্যরা তোমাদের রাজ্যে ঢুকে পড়বে এবং তোমাদের রাজ্যে আমার নবুওয়তের নিদর্শন অচিরেই প্রকাশিত হবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

এ চিঠি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল হযরত আমর ইবনুল আ'স-এর উপর। চিঠির প্রাপক আবদের সাথে আমরের পিতা আ'সের বন্ধুত্ব ছিল। তাই আমর সর্বপ্রথম চিঠি নিয়ে আবদের ওখানে যান। আমর ইবনুল আ'স-এর ভাষায় :

আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি নিয়ে ওমান গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ্‌র (আবদের) সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইনি ছিলেন সর্দার এবং তাঁর ভাইয়ের তুলনায় নম্র প্রকৃতির। আমি তাঁকে জানালাম যে, 'আমি আসূলুল্লাহ্‌র দূত হিসেবে আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে এসেছি।' আবদুল্লাহ্ বললেন, 'আমার ভাই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের মালিক তিনিই। আমি তোমাকে তাঁর দরবারে পৌঁছিয়ে দেবো। আগে বলো, তুমি কিসের দাওয়াত নিয়ে এসেছো?' আমর ইবনুল

www.pathagar.com

আ'স (রা.) বললেন, 'আমি লা-শরিক আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে এসেছি। উপরন্তু এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

আবদ : আমর! তুমি হচ্ছো তোমাদের কওমের সর্দারের পুত্র। আচ্ছা বলো দেখি, তোমার পিতা এ ব্যাপারে কী করেছেন? কেননা, আমরা তাঁকে আমাদের আদর্শরূপে ধরে নিতে পারি।

আমর : তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেননি। হায়, যদি তিনি ঈমান আনয়ন করতেন! যদি তাঁর (রাসূলের) সত্যতায় ঈমান এনে মৃত্যুবরণ করতেন, তাহলে কতোই না ভালো হতো! আমিও তারই (বাবার) মতের অনুসারী ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরম দয়ায় আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন।

আবদ : তুমি কবে থেকে মুহাম্মদের অনুসারী হয়েছো?

আমর : অল্প কিছুদিন আগে থেকে।

আবদ : কোথায় তুমি এ নবধর্মে দীক্ষিত হলে?

আমর : হাবশা অধিপতি নাজ্জাশীর দরবারে। হ্যাঁ, আর তিনিও তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আবদ : তার প্রজাসাধারণ এতে তার সাথে কী আচরণ করলো?

আমর : তাঁকে তারা পূর্বের মতোই বাদশাহ হিসেবে বহাল রেখেছে এবং তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আবদ : (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বিশপ পাদ্রীরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

আমর : হ্যাঁ।

আবদ : দেখো আমর! তুমি কী বলছো? একটু ভেবে চিন্তে কথা বলো! মানুষের পক্ষে মিথ্যা বলার চাইতে জঘন্য ও অপমানজনক আর কিছুই হতে পারে না।

আমর : আমি একটুও মিথ্যা বলছি না এবং ইসলামে তা বৈধও নয়।

আবদ : তাতে হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া কী হলো? তিনি কি নাজ্জাশীর এ ধর্মান্তর গ্রহণের কথা জানতে পেরেছেন?

আমর : হ্যাঁ।

আবদ : তুমি কেমন করে একথা বলছো?

www.pathagar.com

আমর : নাজ্জাশী তো হিরাক্লিয়াসকে রীতিমত কর দিয়ে চলতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এবার এক দিরহাম কর চাইলেও আমি তা দেবো না।

একথা হিরাক্লিয়াসের কানেও পৌঁছেছে! তাঁর ভাই বনাক তাকে লক্ষ্য করে বললো, 'এ কেমন কথা, নাজ্জাশী রোম দরবারের এক সামান্য গোলাম, তার মুখে এতোবড় কথা! আবার সে জাঁহাপনার ধর্মের জলাঞ্জলি দিয়েছে!'

তখন হিরাক্লিয়াস বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? সে তার নিজের জন্যে একটা ধর্ম বেছে নিয়েছে এবং তাতে সে দীক্ষিত হয়েছে। আমার তাতে কী করবার আছে? কসম আল্লাহ্‌র, এ সাম্রাজ্যের মায়া যদি আমি কাটাতে পারতাম, তবে আমিও নাজ্জাশীর মতোই করতাম।'

আবদ : দেখো আমর, এসব কী বলছো তুমি?

আমর : কসম আল্লাহ্‌র! আমি ঠিকই বলছি।

আবদ : আচ্ছা এবার বলো দেখি, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা.) কী কী কাজ করতে বলেন, আর কী কী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন?

আমর : তিনি নিষেধ করেন ব্যাভিচার ও মদ্যপান করতে, দেবদেবী ও ক্রুশের পূজা করতে।

আবদ : কতো উত্তমই না তাঁর দাওয়াত! হায়, যদি আমার ভাই আমার সাথে একমত হতো! তাহলে আমরা দু'জন একত্রে তাঁর দরবারে পৌঁছে ঈমান আনয়ন করতাম! আমি বুঝতে পারছি, আমার ভাই যদি এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন আর দুনিয়ার মোহেই ভুলে থাকেন, তবে তার রাজ্যের পক্ষেও তা ক্ষতিকর হবে।

আমর : তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে এ রাজ্যের শাসক হিসেবে স্বীকার করে নেবেন। তিনি শুধু এতোটুকু করবেন যে, এখানকার ধনীদের কাছ থেকে যাকাত ও উশুল করিয়ে এখানকার গরীবদের মধ্যে তা বিতরণ করিয়ে দেবেন।

আবদ : এ তো অতি উত্তম কথা! কিন্তু যাকাত বলতে তুমি কী বুঝাচ্ছো?

আমর ইবনুল আ'স (রা.) তখন তাঁকে যাকাতের মাসআলাগুলো বললেন। যখন তিনি বললেন যে, উটের উপরও যাকাত আছে, তখন আবদ বললো : তিনি কি আমাদের পোষা জন্তুরও যাকাত দিতে বলবেন? ওগুলো তো নিজে নিজেই তৃণলতা খেয়ে জীবন ধারণ করে, নিজে নিজেই পানি পান করে!

www.pathagar.com

আমর : হ্যাঁ, উটেরও যাকাত আদায় করা হবে।

আবদ : দূর দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার স্বজাতির লোকজন এ নির্দেশ কতোটুকু পালন করবে, আমি তা বলতে পারছি না।

আমর ইবনুল আ'স বেশ কয়েকদিন আবদের ওখানেই ছিলেন। আবদ প্রতিদিন তাঁর ভাইয়ের কাছে আগন্তুকের কথাবার্তা ও গতিবিধির রিপোর্ট পাঠাতে থাকেন। অবশেষে একদিন বাদশাহ্ তাঁকে রাজদরবারে তলব করলেন। শান্ত্রীরা তাঁর দু'বাহু ধরে রাজদরবারে তাঁকে নিয়ে হাজির করলো। বাদশাহ্ বললেন, 'ছেড়ে দাও!'

শান্ত্রীরা তাঁকে ছেড়ে দিলো। তিনি এবার বসতে উদ্যত হলেন। শান্ত্রীরা তাঁকে সাবধান করে দিলো, 'এটা রাজদরবার। জাঁহাপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়।'

তারা বাদশাহ্র নির্দেশ লাভের জন্যে তাঁর দিকে তাকালো। বাদশাহ বললেন : 'ওকে বলো, তাঁর কী বক্তব্য আছে তা বলতে।'

আমর ইবনুল আ'স রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মোহরাঙ্কিত চিঠিখানা দিলেন। জায়ফর মোহর ভেঙ্গে চিঠিটি খুললেন। তারপর চিঠিটি পড়ে তাঁর ভাইকে দিলেন। ভাই (অর্থাৎ আবদ)-ও তা পড়লেন। আমর ইবনুল আ'স লক্ষ্য করলেন যে, ভাইটিই বরং অধিকতর নম্র মনের অধিকারী।

বাদশাহ্ এবার জিজ্ঞেস করলেন : কুরাইশরা এ ব্যাপারে কতোটুকু কী করেছে? আমর ইবনুল আ'স বললেন : ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই এখন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর এছাড়া এখন আর তাদের গত্যন্তরও নেই।

বাদশাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ সা.)-এর সাথে আর কারা রয়েছে?

আমর : আর রয়েছে তাঁর ঐসব সহচর—যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সর্বস্ব ত্যাগ করে তারা আল্লাহ্র নবীকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত ভেবে চিন্তে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা যাঁচাই করে তারা তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করেছেন।

বাদশাহ : আচ্ছা, আগামীকাল তুমি পুনরায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো!

পরদিন আমর ইবনুল আ'স প্রথম বাদশাহ্র ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি জানালেন : আমাদের রাজত্বের যদি কোনো ক্ষতি না হয় তবে বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

আমর ইবনুল আ'স আবার বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

বাদশাহ্ : আমি এ ব্যাপারে অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম। দেখো, আমি যদি এমন এক ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করে নেই, যার সৈন্যদল আমার সীমান্তেও পৌঁছেনি, তবে গোটা আরবের লোক আমাকে কাপুরুষ ও দুর্বল বিবেচনা করবে। অথচ আমার রাজ্যে যদি তার বাহিনী এসে হানা দেয়, তবে তাদের এমনি একটা ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে যা ইতোপূর্বে আর কোনোদিন হয়নি।

আমর : বেশ ভালো কথা, তাহলে আগামীকালই আমি মদীনা চলে যাচ্ছি। আপনাদের ব্যাপারে আপনারা যা ভালো মনে করেন, তাই করুন।

বাদশাহ : না, কাল পর্যন্ত তুমি থাকো! দেখা যাক, কী করা যায়! পরদিন বাদশাহ্ লোক পাঠিয়ে তাঁকে দরবারে ডাকালেন এবং উভয় ভাই-ই কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। (যাদুল মা'আদ, হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম)

সিরিয়ার গভর্ণর হারিছ বিন আবু শামিরকে রাসূল (সা.)-এর চিঠি

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দূত শুজা বিন ওয়াব আল আসাদী (রা.) দামেশকে গিয়ে হারিসের কাছে চিঠি হস্তান্তর করেন। চিঠি পড়ে হারিস ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং সে চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে গর্জে উঠে। সাথে সাথে তার উজীরকে অবিলম্বে মদীনা আক্রমণের জন্য সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। অপরদিকে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করে রোমক সম্রাটের কাছে চিঠি পাঠান। হিরাক্লিয়াস এ ব্যাপারে তাকে বারণ করায় সে যুদ্ধযাত্রা হতে বিরত থাকে।

হযরত শুজা বর্ণনা করেন, দামেশকে অবস্থানকালে বাদশাহ্‌র অভ্যর্থনা কক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মুরীর সাথে আমার কয়েকদিন একসাথে থাকার সুযোগ হয়। লোকটি ছিল রোমান বংশোদ্ভূত। একদিন সে আমার কাছে আমাদের নবী করীম (সা.) সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলো। আমি তাকে তাঁর বিবরণ শুনালাম। তার মনে বিরাট একটা পরিবর্তন সূচিত হলো। আবেগভরা কণ্ঠে সে আমাকে বললো, 'তুমি আমাকে তাঁর সম্পর্কে যা যা বললে, ইঞ্জিল কিতাবে আগমনকারী নবীর লক্ষ্যণাদীর সাথে হুবহু মিলে যায়। আমরা তো তাঁরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।

www.pathagar.com

আমি সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম এবং সত্যতার সাক্ষ্য দিলাম। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কাউকেও এখনো কিছু বলো না, আমার আশঙ্কা হয়, গভর্নর হারিস তা আঁচ করতে পারলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।

হযরত শুজার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মুরী তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়িত করেন এবং তাকে উপঢৌকনাদি দিয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে আমার সালাম দিবেন এবং বলবেন যে, আমি তাঁর দ্বীনের অনুসারী।'

হারিছের চিঠি যখন হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছলো তখন দূত দিহইয়া কালবী (রা.) (হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরিত দূত) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হিরাক্লিয়াসের পক্ষ হতে হারিসের প্রতি যুদ্ধযাত্রা নিষেধাজ্ঞাসূচক চিঠি আসার পর হারিস দূতকে ডেকে বললো, 'আপনি কবে দেশে ফিরছেন?' হযরত শুজা বললেন, 'আগামীকাল।' হারিস তাকে একশত মিছকাল মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দিলেন। হযরত শুজা মদীনা এসে হারিসের জবাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে জানালে তিনি বললেন, তার রাজত্ব অচিরেই ধ্বংস হবে। মুরীর সালাম গ্রহণ করে তিনি বলেন, 'সে সত্য সত্যই ঈমান এনেছে।' (আল মিছবাহুল মুদী)

হারিসের নির্দেশক্রমে মদীনা আক্রমণের জন্য যে বাহিনী প্রস্তুত করা হয়, মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে (৬৩০ খ্রি.) স্বয়ং হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে ঐ বাহিনীই যুদ্ধের পাঁয়তারা শুরু করে। গাসসানী বাদশাহ্‌র হুংকার এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি ছিল মদীনার জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ।

অবশেষে ১৪ হিজরী (৬৩৫ খ্রি.) সিরিয়ার গাসসানী শাসনের অবসান ঘটে। (মাকতুবাতে নববী)

www.pathagar.com

শুজা বিন ওয়াব আল আসাদী (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর প্রেরিত চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হারিস বিন শিমরের প্রতি—

সত্য পথের যে অনুসারী তার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে এক লা-শরীক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছি। আপনি যদি ঈমান আনেন, তবে আপনার রাজ্য বহাল থাকবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

ইয়ামামার বাদশাহ্ হুযার নিকট মহানবী (সা.)-এর চিঠি

ইয়ামামার বাদশাহ্ হুযার কাছে হযরত নবী করীম (সা.) এই মর্মে চিঠি দেন :

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুযার প্রতি—

যে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। নিশ্চয়ই জানেন, অবিলম্বে সমস্ত বিশ্বে আমার দ্বীন প্রচারিত হবে। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আপনার রাজত্ব আপনারই হাতে থাকবে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

এ চিঠিটি বহন করে নিয়ে যান হযরত সলীত (রা.)। হুযা চিঠির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। এমনকি চিঠির বাহক সলীতকে তার নিজের পাশে বসান। প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে রাসূল (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তারপর রাসূল (সা.)-এর চিঠির জবাবে লিখেন :

> আপনি আমাকে যে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, নিঃসন্দেহ তা উত্তম ধর্ম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার একটি শর্ত আছে। আমি আমার স্বজাতির মধ্যে একজন শ্রেষ্ট কবি ও বাগ্মী হিসেবে সুপরিচিত। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই আমাকে সমীহ করে। আরবরা তো আমাকে তাদের পীরই মনে করে থাকে। সমগ্র আরব রাজ্য দু'ভাগ করে তার একভাগ যদি আপনি আমাকে প্রদান করেন তবেই আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। নতুবা আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার করবো না।

সলীত এ উত্তর নিয়ে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে দিলেন। নবী (সা.) বললেন,

> 'আমি তাকে একবিন্দু জমিও দান করবো না, অচিরেই সে তার বিত্তবৈভবসহ আল্লাহ্র গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

'মাদারজিনু নবুওতে' আছে, এক বছর পর যখন নবী করীম (সা.) মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় ফিরলেন, তখন জিবরাঈল (আ.) এসে খবর দিলো যে, বেদ্বীন হুযা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে তা জানিয়ে দেন এবং বলেন যে, হুযার স্থলে এমন একজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে যে নবুওয়াতের দাবি করবে। সত্যিই এর কিছুদিন পরেই ইয়ামামায় ভণ্ড নবী মুসায়লামার আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতকালে এ ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয় এবং ওহশীর (রা.) [হযরত ওহশী রা. হচ্ছেন হিন্দার ক্রীতদাস এবং ওহুদের যুদ্ধে হযরত আমীর হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী] হাতে মুসায়লামার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়। (তাওয়ারীখে মোহাম্মদী)

www.pathagar.com

বলকারের বাদশা ফরোয়ার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি

বলকার ছিল রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রদেশ। যার গভর্নর ছিল ফারওয়া বিন আমর আল জুযামী। ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠিসহ সবখানে দূত প্রেরণ করা হয়েছে—এ সংবাদ শুনে তা জানার জন্য তার কৌতূহলের সীমা ছিল না। লোক মারফত এ নতুন নবীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন পূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে চিঠি পাঠান।

হে আল্লাহর রাসূল—দ্বীনের পয়গম্বর!

আমি সর্বান্তকরণে আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি। শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে আমি আপনাকে রাসূল হিসেবে চিনতে পেরেছি। আমাদের নবী হযরত ঈসা (আ.) শেষ যুগে আপনার শুভাগমনের সুসমাচার দিয়ে গেছেন। তিনি সেই শেষ যুগের নবীর যেসব পরিচয় বর্ণনা করে গেছেন, আপনার মধ্যে আমি সেসব আলামত লক্ষ্য করছি। নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী।

ইতি—

ফারওয়ার, বলকারে বাদশাহ্

এ চিঠি লিখে তিনি মাসঊদ নামক দূতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে প্রেরণ করলেন। সাথে পাঠালেন একটি ঘোড়া, একটি গাধা, একটি সাদা রঙের উট, সোনা-রূপা, বর্শা-জামাসহ বহুমূল্য উপঢৌকন সম্ভার। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সৌজন্যমূলক আচরণে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর প্রেরিত এ উপহার সামগ্রি সাহাবীগণের মধ্যে ভাগবণ্টন করে দিয়ে হযরত বেলালকে ডেকে রাজদূতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং আতিথ্য প্রদানের আদেশ দিলেন। হযরত বেলাল (রা.) অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ রাজদূতকে পাঁচশত রৌপ্যনির্মিত দিরহামসহ চিঠির জবাব দিয়ে বলকানে পাঠালেন :

www.pathagar.com

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলকানের অধিপতি ফারওয়ার প্রতি—

আপনার দূত আপনার উপহার সামগ্রিসহ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আপনি যে হেদায়েত গ্রহণ করেছেন এজন্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সর্বদা সৎকাজ করবেন। হালাল খাবার গ্রহণ করবেন। সর্বদা মালের যাকাত আদায় করবেন এবং সর্বদা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন করবেন। (তাবাকাত)

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে যখন ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছে তখন হিরাক্লিয়াস তাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। কারাবন্দি অবস্থায় কবিতা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন এভাবে—

হে প্রেয়সী সালমা!

নিজেকে আর সমর্পণ করো না কারো সহবাসে

আবু কুবায়শা

বন্ধুদের সাথে যায় না কাটা অবসর রসনা

তাতো তুমি সম্যক অবগত।

আমি মরে গেলে তোমরা হারাবে তোমাদের এক ভাইকে

আর যদি বেঁচে যাই তবে দেখবে আমার মর্যাদা কতো!

তেজস্বিতা, বীরত্ব ও আঁখি তার যতোটুকু অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারে কোনো যুবক।

তার সর্বোত্তম সবকিছুর সমাহারই তো ঘটিয়েছিলাম নিজের মধ্যে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস পুনরায় তাকে দরবারে হাজির করতে নির্দেশ দিলেন। ফারওয়ার দরবারে হাজির হলে সম্রাট তাকে মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করে আবার স্বধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানালো। রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলো। জবাবে ফারওয়ার বললো, আমি কখনো মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বীন হতে বিচ্যুত হবো না। আপনি জানেন যে, ঈসা (আ.) তাঁর সুসমাচার দিয়ে গেছেন, কিন্তু রাজত্ব হারাবার ভয়ে আপনি তা মেনে নিতে পারছেন না। কোনোভাবেই যখন তাকে ধর্মচ্যুত করা গেলো না, তখন তাঁকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করার জন্য ফিলিস্তিনের ইকরা জলাশয়ের তীরে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি গেয়ে উঠলেন—

সালমার নিকট কি পৌঁছেছে এ বার্তা যে,

তার স্বামী ইকরা জলাশয়ের তীরে

এমন একটা উটনীর পিঠে সওয়ার

যার মায়ের ওপর কোনোদিন উপগত হয়নি

কোনো নর উট।

আর তার হস্তপদ এক এক করে

কেটে ফেলা হয়েছে কাস্তের দ্বারা। (মিসবাহুল মুদী)

কী নৃশংসভাবে হাত পা কেটে তাকে শূলে চড়ানো হয়, তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে তার এ অন্তিম কবিতায়। শূলে আরোহনের পর মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে পরম আবেগ সহকারে তিনি বলেন—

মুসলমানদের সর্দারদের পৌঁছে দিও বার্তা আমার

মাওলার তরে দিনু সঁপি আস্তি এবং হস্তি আমার।

www.pathagar.com

রোমের পোপকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি

হযরত নবী করীম (সা.) রোমের পোপদের কাছেও একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ,

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

সালাম তার প্রতি, যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে। আমি বিশ্বাস করি—মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র রূহ এবং তাঁরই হুকুম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সতী সাধ্বী নারী মরিয়ম-এর প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। আমি আল্লাহ্‌তে এবং তাঁর সেসব বিধানের প্রতি বিশ্বাস করি—যা আমার প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের পরিজনের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যা হযরত মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, তাতেও আমি বিশ্বাস পোষণ করি। আল্লাহ্‌র রাসূলগণের মধ্যে আমরা প্রভেদ করি না (সব রাসূলকেই রাসূল হিসেবে বিশ্বাস ও সম্মান করি)। আমরা মুসলিম—আল্লাহ্‌তে আত্মনিবেদিত। সালাম তাঁর প্রতি—যে হেদায়াত অনুসরণ করে।

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

যে যুগসন্ধিক্ষণে এ চিঠি রোমের পোপ ও রোম সম্রাট কায়সারের নামে পাঠানো হয়, ঈসায়ী ধর্মে তখন চরম মানসিক নৈরাজ্য চলছিল। খ্রিস্টান জাতি তখন আর একজাতি নেই। বরং নানা ফের্কা ও নানা দলে-উপদলে শতধা বিভক্ত। তাদের গীর্জা পর্যন্ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যীশু খ্রিস্টকে খোদা বানিয়ে নেয়ার দরুণই এ বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়। যা এখনো বর্তমান।

www.pathagar.com

উক্ত চিঠিতে রাসূল (সা.) ঈসা (আ.)কে আল্লাহ্‌র রূহ্ ও হুকুম এবং মরিয়ম (আ.)কে সতী-সাধ্বী বলে উল্লেখ করেন। সাথে সাথে সমস্ত নবীগণের প্রতি নাযিলকৃত বিধানগুলোর প্রতি স্বীয় আস্থার কথাও ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহুদীরা এসবের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। বিশেষত বিবি মরিয়মের প্রতি তারা জঘন্য অপবাদ আরোপ করতো। তাঁর মোকাবেলায় মুসলমানদের এ বিশ্বাস ছিল খ্রিস্টানদের জন্য অত্যন্ত প্রীতিকর।

এটা সে সময়ের কথা—যখন মুহাম্মদ (সা.) ইহুদী কবীলাগুলোকে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইয়াসরিব ও খায়বর থেকে উচ্ছেদ করে দেশান্তরিত করে দেন। এজন্যে তখন তারা ক্ষোভে কিড়মিড় করছিল। তাদের নেতারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফিরছিলো। ইহুদীদের দিনরাত একই চিন্তা, কী করে রোম দরবার ও খ্রিস্টান জাতিকে ক্ষেপিয়ে মদীনার ওপর আক্রমণ করিয়ে দেয়া যায়। আবু আমের রাহেব নামে এক কুচক্রী ইহুদী এজেন্ট নিজেকে খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিতো। সে খ্রিস্টান পুরোহিত ও বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত সবখানে ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে সব সময় অপপ্রচার করে বেড়াতো। মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ.) ও বিবি মরিয়মের ব্যাপারে অবমাননাকর কথাবার্তা বলে থাকেন বলে প্রচার করে খ্রিস্টান জাতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। এমনি পরিস্থিতিতে রোমের পোপদের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্ত চিঠিটি এ ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটায়। (সাইয়ারা ডাইজেস্ট, লাহোর, রাসূল সংখ্যা)

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে আবু সুফিয়ানের চিঠি

খন্দকের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান কুরাইশ তথা সম্মিলিত কাফির বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে লিখেন :

তোমার নামে হে আল্লাহ্!

লাত ও উযযা এবং উসাফ, নাইলা ও হুবল দেবতার কসম, আমি সদলবলে তোমার দিকে অভিযান পরিচালনা করি। আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাদেরকে সমূলে উৎখাত না করে ফিরবো না। এসে দেখলাম, আমাদের সাথে সম্মুখ সমরে তুমি অনীহাগ্রস্থ, খানা-খন্দক ও পরিখাদি খনন করে রেখেছো। যদি জানতে পারতাম, কে তোমাকে এগুলো শিক্ষা দিলো। এখন তোমাদের নিকট হতে ফিরে চলে যাচ্ছি। আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য ওহুদের মতো আরেকটি যুদ্ধ রয়ে গেছে যেদিন আমরা আমাদের নারীদেরকে সাহায্য করবো।

আবু সুফিয়ানের চিঠির জবাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে আবু সুফিয়ান বিন হারবের প্রতি—

অতঃপর সমাচার এই যে, তোমার চিঠি আমার নিকট পৌঁছেছে। আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমার ধোকায় নিমজ্জিত থাকা অনেক পুরাতন ব্যাপার (নতুন কিছু নয়)। আর তুমি যে উল্লেখ করেছো, তুমি সদলবলে আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছো এবং আমাদের সম্পূর্ণ উৎখাত না করে ফিরে যেতে তুমি চাও না। তা একমাত্র আল্লাহ্র কাজ, তোমার এবং তাঁর মধ্যে তিনিই অন্তরায় সৃষ্টি করে দিবেন। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন তুমি লাত ও উযযার নামটি পর্যন্ত মুখে নিতে পারবে না। আর তোমার প্রশ্ন, কে আমাকে এসব শিখায়? (তার জবাব হলো) আমরা যে পরিখা খনন করেছি আল্লাহ্ যখন তোমার ও তোমার সাথীদের

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনিই আমাদের অন্তরে এর গুণ সঞ্চার করে দিলেন। নিঃসন্দেহে এমন একদিন আসবে যেদিন (লাত, উযযা) ইসাফ, নায়েলা ও হুবল-এর মূর্তিগুলো চুরমার করে দেয়া হবে। আমি তোমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। (ইবনে হিশাম)

(সীল মোহর)
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর চুক্তি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান

মদিনা সনদপত্র

ইতিহাসে মদিনার সনদ মূলত একটি চুক্তি। এ চুক্তি সম্পাদিত হয় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাথে। তাদের অধিকার সংরক্ষণ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণী সম্বলিত একটি অনন্য দলিল।

ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ এই দলিলের উপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন, আলোচনা করেছেন। তারা এই দলিলকে 'মদিনার সনদ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মন্টোগোমারি ওয়াট তাঁর 'মুহাম্মদ অ্যাট মদিনা' গ্রন্থে এ দলিলকে The Constitution of Madina অর্থাৎ 'মদিনার সংবিধান' বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ছিল মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রাথমিক সংবিধান। এর মধ্য দিয়ে মদিনা একটি রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

কত সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?

রাসূল (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর ধারাবাহিকভাবে কুবার মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা, মদিনার সনদ সম্পাদন এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে হিজরতের প্রথম বছরেই সম্পাদন করেন।

ঐতিহাসিকভাবে রাসূল (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মদিনার কুবা পল্লীতে পৌঁছান। এটা ছিল ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর, মতান্তরে ২২, ২৪ ও ২৯ সেপ্টেম্বর।

তাই এ চুক্তি সম্পাদিত হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে অথবা ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে।

www.pathagar.com

চুক্তির অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী

রাসূল (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন মোটামুটি চার শ্রেণীর জনগোষ্ঠী মদিনায় বসবাস করছিল। এই চার শ্রেণী হলো :

ক. মদিনার অধিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী।

খ. মদিনায় হিজরত করে আসা কুরাইশ, অকুরাইশ, আরব, অনারব।

গ. মদিনায় বসবাসকারী ইহুদী জনগোষ্ঠী। এদের একটি গোত্র ছিলো বহিরাগত।

ঘ. মদিনার আদিবাসী মুশরিক জনগোষ্ঠী।

রাসূল (সা.) এসব জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা দিয়ে মদিনা চুক্তির মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। উল্লেখ্য এ চুক্তিতে মদিনার কোনো ভৌগোলিক সীমা উল্লেখ নেই। (বিশ্বনবীর চুক্তি ও ভাষণ, আবদুস শহীদ নাসিম)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

০১. এটি (আল্লাহ্‌র রাসূল) নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে কুরাইশের মু'মিন মুসলিম এবং ইয়াসরিব (মদীনাবাসী) ও তাদের অনুগামী হয়ে যারা তাদের সংগে যুক্ত হবে ও তাদের সংগে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

০২. (পৃথিবীর) অন্য মানুষদের বিপরীতে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি।

০৩. কুরাইশ মুহাজিররা তাদের নিবাসে (স্বতন্ত্র মহল্লায়), তারা পরস্পরের দিয়াত বহন করবে এবং মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফ ও সঙ্গত পন্থায় তারা তাদের বিপদগ্রস্তদের (ও বন্দিদের) মুক্তিপণের ব্যবস্থা করবে।

০৪. বনু আওফ তাদের নিজস্ব নিবাসে; তারা তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ পরস্পর বহন করবে এবং তাদের উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে সঙ্গত রূপে ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

০৫. বনুল হারিছ (ইবনুল খায়রাজ) তাদের নিবাসে; তারা তাদের পূর্ববর্তী নিয়মে পরস্পরের দিয়াত বহন করবে। প্রত্যেক উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে যথানিয়মে ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

www.pathagar.com

০৬. বনু সাঈদা তাদের নিজস্ব নিবাসে; তারা পূর্ববর্তী (নিয়মে) পরস্পরের দিয়াত বহন করবে এবং প্রত্যেক উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে যথানিয়মে ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

০৭. বনু জুশম তাদের নিবাসে, তারা তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ পরস্পর (যথানিয়মে) বহন করবে এবং মু'মিনদের মধ্যে যথানিয়মে ও ইনসাফের ভিত্তিতে প্রত্যেক উপগোত্র তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

০৮. বনু নাজ্জার তাদের নিবাস; তারা তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ পরস্পর বহন করবে এবং প্রত্যেক উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে যথানিয়মে ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

০৯. বনু আমর ইবনে আওফ তাদের নিবাসে; তারা তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ পরস্পর বহন করবে এবং প্রত্যেক উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে যথা নিয়মে ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

১০. বনু নাবীত তাদের নিবাসে; তারা তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ পরস্পর বহন করবে এবং প্রত্যেক উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে যথা নিয়মে ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

১১. বনুল আওস তাদের নিবাসে; তারা তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ পরস্পর বহন করবে এবং প্রত্যেক উপগোত্র মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফ ও সঙ্গত নিয়মের ভিত্তিতে তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিবে।

১২. (ক) মুক্তিপণ ও রক্তপণের (দিয়াতের) ব্যাপারে মু'মিনরা পরস্পর হতে সহায়হীন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তরূপ পরিত্যক্ত হবে না।

(খ) কোনো মু'মিন অন্য কোনো মু'মিনকে বাদ দিয়ে তার মাওলা (মিত্র)-এর সংগে মিত্রাবন্ধ হবে না।

১৩. মু'মিন মুত্তাকীদের হাত সম্মিলিত হাত হবে এমন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে, তাদের মধ্য থেকে অত্যাচার করবে এবং জুলুমবাজির মহড়া দেখাবে, অথবা পাপাচার, উৎপীড়ন ও মু'মিনদের মধ্যে অশান্তি বিস্তারের প্রয়াস পাবে তাদের হাত সম্মিলিত হবে—যদিও সে তাদের কারো সন্তান হয়।

১৪. কোনো মু'মিন কোনো কাফিরের ব্যাপারে কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো মু'মিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফিরকে সাহায্য করবে না।

www.pathagar.com

১৫. ইহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের অনুগামী হবে তারা সাহায্য ও সহমর্মিতা পাবে। তারা নির্যাতিত হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না।

১৬. আল্লাহ্‌র (নামে প্রদত্ত) যিম্মা একক যিম্মা, তাদের সাধারণ ব্যক্তি ও সবাইকে বাধ্য করতে পারবে। মু'মিনরা অন্য লোকদের বিপরীতে পরস্পরের মিত্র হবে।

১৭. মু'মিনদের আপোষ-নিষ্পত্তি (সন্ধি) হবে ঐক্যবদ্ধ। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের ব্যাপারে সমতা ও পারস্পরিক ইনসাফের ভিত্তি ব্যতীত কোনো মু'মিন অন্য মু'মিনকে বাদ দিয়ে কারো সংগে সন্ধিবদ্ধ হবে না।

১৮. আমাদের যে কোনো সহযোদ্ধা দল পরস্পরের অনুবর্তী হবে।

১৯. আল্লাহ্‌র পথে মু'মিনদের রক্তের দায়ের ক্ষেত্রে মু'মিনরা একে অপরের দায় প্রত্যর্পণ করবে।

২০. (ক) মু'মিন মুত্তাকীরা হবে সুন্দরতম ও সঠিকতম জীবনধারা।

(খ) কোনো মুশরিক কোনো কুরাইশীর সম্পদ ও জীবনের আশ্রয় দিবে না এবং তার ও মু'মিনের মধ্যে কোনো অন্তরায় হবে না।

২১. যে ব্যক্তি প্রকাশ্য অন্যায় করে কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে তাতে অবশ্যই তার প্রতি কিসাসের বিধান হবে, যদি না নিহতের অভিভাবকরা (দিয়াত গ্রহণে) সম্মত হয়। মু'মিনরা তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত হবে এবং তাদের জন্য তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ব্যতীত কিছু বৈধ হবে না।

২২. যে কোনো মু'মিন এ দলিলের বিষয়গুলো স্বীকারোক্তি দিবে এবং আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করবে তার জন্য কোনো সন্ন্যাসীকে সাহায্য করা অথবা আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না। যে কেউ তাকে সাহায্য করবে অথবা আশ্রয় দিবে তার ওপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র লা'নত ও ক্রোধ এবং তার কোনো ফরয ও নফল (ইবাদত) গ্রহণ করা হবে না।

২৩. তোমাদের মধ্যে এর ভিতরের কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ্ ও মুহাম্মদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৪. ইহুদীরা মু'মিনদের সংগে ব্যয় নির্বাহে অংশগ্রহণ করবে—যতোদিন তারা যুদ্ধরত থাকবে।

২৫. বনু আওফের ইহুদীরা মুসলমানদের সংগে একটি স্বতন্ত্র দল। ইহুদীদের

www.pathagar.com

জন্য তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম—তাদের নিজেদের ও তাদের মিত্রদের জন্য এ বিধান। কিন্তু যে জুলুম করবে অথবা পাপ করবে সে নিজেকে ও তার পরিবারকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিবে।

২৬. বনু নাজ্জার-এর ইহুদীদের জন্যও বনু আওফের ইহুদীদের অনুরূপ অধিকার।

২৭. বনুল হারিছের ইহুদীদের জন্যও বনু আওফের ইহুদীদের অনুরূপ বিধান।

২৮. বনু সাঈদার ইহুদীদের জন্যও বনু আওফের ইহুদীদের অনুরূপ বিধান।

২৯. বনু জুশমের ইহুদীদের জন্যও বনু আওফ ইহুদীদের অনুরূপ বিধান।

৩০. বনু আওফ ইহুদীদের জন্যও বনু আওফ ইহুদীদের অনুরূপ বিধান।

৩১. বনু ছা'লাবর ইহুদীদের জন্যও বনু আওফ ইহুদীদের অনুরূপ; কিন্তু যে জুলুম করবে ও পাপ করবে সে নিজেকে ও তার পরিবারকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

৩২. জাফনা (উপগোত্র)-এর সা'লাবারাই উপগোত্র এবং তাদের সমতুল্য।

৩৩. বনু শুতায়বা-এর জন্য ও বনু আওফ ইহুদীদের অনুরূপ। পূণ্য ও পাক (কখনো) এক নয়।

৩৪. সা'লাবার মাওলার (মিত্ররা)-ও তাদের সমতুল্য।

৩৫. ইহুদীদের অন্তরঙ্গরাও (ঘনিষ্ঠ চুক্তিবদ্ধ) তাদেরই সমান।

৩৬. (ক) তাদের কেউ মুহাম্মদের অনুমতি ব্যতীত বের হবে না।

(খ) তাদের কারো প্রতি কোনো যখমের প্রতিশোধ গ্রহণে বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে না। যে দুঃসাহস দেখাবে সে নিজের ও তার পরিবারের ব্যাপারেই দুঃসাহস দেখাবে। কিন্তু যে জুলুম করবে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক পূর্ণময় অংশে আছেন।

৩৭. ইহুদীরা তাদের অংশের ব্যয় নির্বাহ করবে। মুসলমানরা তাদের অংশের ব্যয় নির্বাহ করবে। এ চুক্তিপত্রের পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে ইহুদী মুসলমানরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক হবে কল্যাণ কামনা, শুভকামনা ও পূণ্যভিত্তিক, পাপাচারভিত্তিক নয়।

৩৮. ইহুদীরা মু'মিনদের সংগে ব্যয় নির্বাহ করবে যতোদিন তারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।

www.pathagar.com

৩৯. ইয়াসরিব (মদীনা)-এর অভ্যন্তর অঞ্চল এ চুক্তিপত্রের পদক্ষেপগুলোর জন্য 'পবিত্র' সংরক্ষিত বিবেচিত হবে।

৪০. প্রতিবেশী আশ্রিতরা মূল ব্যক্তিদের ন্যায়; ক্ষতির শিকার হবে না এবং পাপও করবে না।

৪১. সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তার অধিকর্তা ব্যতীত আশ্রয়ক্ষেত্র বানানো যাবে না।

৪২. এ সনদের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কোনো অঘটন বা বিরোধ দেখা দিলে, যাতে অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা হয়—তবে তা আল্লাহ্‌র (আইন) ও (তাঁর প্রতিনিধি) আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে প্রত্যানিত হবে। আল্লাহ্ এ সনদের সর্বাধিক সংযমপূর্ণ (তাকওয়া পূর্ণ) ও সর্বাধিক পুণ্যময় অবস্থানে আছেন।

৪৩. কুরাইশ তাদের সাহায্যকারী কাউকে আশ্রয় (নিরাপত্তা) দেয়া যাবে না।

৪৪. ইয়াসরীব (মদীনা) আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে।

৪৫. মুসলমানরা কোনো সন্ধিতে আবদ্ধ হলে এবং তাতে 'আচ্ছাদিত' হলে এবং তার দিকে তাদের (ইহুদীদের) আহ্বান করা হলে তারাও, তাতে সন্ধিবদ্ধ হবে এবং তাতে আচ্ছাদিত হবে। এমনিভাবে তারা অনুরূপ কোনো বিষয়ের আহ্বান জানালে মু'মিনদের কাছেও তাদের অনুরূপ প্রাপ্য হবে—কিন্তু যারা দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (তাদের ব্যপারে নয়।)

৪৬. প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর দায়িত্বে তাদের দিককার প্রান্তের অংশ।

৪৭. আওসের ইহুদীরা—তাদের মিত্ররা ও তারা নিজেরা এ সনদের পক্ষগুলোর পক্ষ হতে একান্ত সহৃদয়তার ভিত্তিতে এ সনদের অধিকারীদের সমান অধিকার ও দায়িত্বে। পূণ্য পাপের বিপরীত; যে কোনো উপার্জক তার নিজের জন্যই উপার্জন করবে। (একজনের অপরাধের দায় অন্যজন নিবে না) আল্লাহ্ এ সনদের সত্যতম ও পূণ্যতম অংশের সঙ্গে আছেন।

৪৮. এ চুক্তিপত্র কোনো যালিম ও অপরাধীর জন্য অন্তরায় হবে না। যে ঘরের বাইরে বের হবে অথবা যে বসে থাকবে সে মদীনায় নিরাপদ; কিন্তু যে জুলুম করবে ও অপরাধ করবে সে নিরাপদ নয়। যে পূণ্যবান হবে। মুত্তাকী হবে আল্লাহ্ তার 'প্রতিবেশী' (আশ্রয়দাতা) এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও।

www.pathagar.com

মহাবিজয়ের সুসংবাদ : হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র

কুরাইশদের সাথে রাসূল (সা.)-এর প্রথম যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলা এ চুক্তিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চুক্তি সম্পাদনের পর মদিনায় ফেরার পথে মহান রাব্বুল আলামিন ওহির মাধ্যমে রাসূল (সা.)কে জানিয়ে দেন :

> নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বিজয় দিয়েছি এক সুস্পষ্ট বিজয়। যেনো আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ, যেনো তিনি তোমার প্রতি পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামতসমূহ আর পরিচালিত করেন তোমাকে সিরাতুল মুসতাকিমের উপর এবং যেনো আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেন এক অপ্রতিরোধ্য সাহায্য। (সূরা ফাত্হ, আয়াত ১-৩)

কোন প্রেক্ষাপটে এ চুক্তি ?

বিদ্রোহ, চুক্তিভঙ্গ এবং বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নির্বাসিত ইহুদীরা যখন খাইবর, তাইমা ও ওয়াদিউল কুরাতে গিয়ে নিজেদের আখড়া গড়ে তোলে, তখন মদিনা একসাথে দুই শত্রুর সম্মুখীন হয়। কুরাইশ ও ইহুদীদের ঐক্য বিপুল সংখ্যক আগ্রাসী সৈন্যকে মদিনার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। খন্দক যুদ্ধ থেকে ভালোয় ভালোয় উত্তীর্ণ হবার পর রাসূল (সা.) এই দুই শত্রুর ঐক্য ভাঙ্গার দিকে নযর দেন।

রাসূল (সা.) অত্যন্ত নির্ভুলভাবে অনুমান করেন, এই দুই শত্রুর মধ্যে খাইবরের ইহুদীদের আখড়া এক আঘাতে তছনছ করে দেয়া সম্ভব। আর সেই সাথে মক্কার কুরাইশদের সহজেই সন্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। রাসূল (সা.) দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে মক্কায় খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ পাঠিয়ে সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের

www.pathagar.com

মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এ কারণে আবু সুফিয়ান বলেছিল, এখন মুহাম্মদ আমাদের লোকদের এভাবে বিপথগামী করতে চাইছে।

রাসূল (সা.) মক্কার কুরাইশদের জানিয়ে দিতে চাইলেন, হারাম শরীফের উপর মুসলমানদেরও অধিকার রয়েছে, সে অধিকারের কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য হজ্ব ও উমরা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বপ্নে দেখলেন, 'তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করছেন, বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করছেন এবং তাদের কেউ মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউবা চুল ছেঁটে নিয়েছেন।' এটা ছিল স্বপ্নযোগে রাসূল (সা.)-এর উপর আল্লাহ্র নির্দেশ। তাই রাসূল (সা.) এ কাজ সম্পাদন করা খুবই জরুরি মনে করলেন।

হিজরী ৬ষ্ঠ, মুতাবেক ফেব্রুয়ারি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ। কোনো রকম যুদ্ধ-বিগ্রহে না জড়িয়ে রাসূল (সা.) উমরা পালনের নিয়ত করলেন। ঘোষণা দিলেন যারা স্বেচ্ছায় যেতে যায়, তারা যেনো প্রস্তুতি নেয়। চৌদ্দশ' মতান্তরে পনের শ' সাহাবী নিয়ে হজ্ব ও উমরার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করলেন। মদিনার শাসনভার দিলেন নুমায়লা বিন আবদুল্লাহ্ লাইসির উপর।

'যুল-হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছে সবাই উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে নেয়। মক্কাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। তারা দেখলো এ কাফেলা লড়াইয়ের জন্য যাত্রা করেনি। কোনো যুদ্ধ সামগ্রি তাদের সাথে নেই। মক্কার কুরাইশরা খুবই বেকায়দায় পড়লো। রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীদের যদি বিনা বাধায় হজ্ব ও উমরা করতে দেয় তাহলে কুরাইশদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বলে কিছু থাকে না। গোটা আরব বিশ্বের কাছে কুরাইশদের মাথা নিচু হয়ে যাবে। লোকজন বলবে, মুহাম্মদের ভয়ে কুরাইশরা ভীত হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে যদি তাদের বাঁধা দেয়া হয়, তাহলে আরব বিশ্ব বলবে, এটা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, জাহিলিয়াত যুগে পবিত্র কাবা যিয়ারত করার অধিকার সবারই ছিল। যে কোনো কাফেলাই হজ্ব ও উমরার ইহরাম বেঁধে নির্বিঘ্নে হজ্ব ও উমরা করতে পারতো। এমনকি এ সময় কোনো কোনো গোত্রের সাথে, অন্য গোত্রের শত্রুতা থাকলেও বাঁধা দেয়া হতো না। তৎকালীন সময়ে এটাই ছিল সর্বজনস্বীকৃত প্রচলিত আইন।

কুরাইশরা মহাদ্বিধায় পড়ে গেলো। মদিনার এ কাফেলার উপর হামলা করলে, আরব বিশ্বে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। আরব গোত্ররা মনে করবে, কুরাইশরা খানায়ে

www.pathagar.com

কাবার মালিক হয়ে গেছে। মদিনার কাফেলাকে বাঁধা দিলে, ভবিষ্যতে যে অন্যান্য আরব গোত্রদের কাফেলাগুলোকে বাঁধা দিবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়? ফলে কা'বার মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হবে। আর কাবার মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হওয়ার সমস্ত দায় তখন আমাদের ঘাড়েই পড়বে।

শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের জাহেলী আবেগ ও মানসিকতাই বিজয়ী হলো। নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য, যে কোনো মূল্যে মদিনার কাফেলাকে শহরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

পথিমধ্যে রাসূল (সা.) কুরাইশদের প্রতিরোধের কথা জেনে যান। বশির বিন সুফিয়ান নামক জনৈক খুজায়ী গোয়েন্দা উসফান নামক স্থানে এসে জানায়, কুরাইশরা প্রতিরোধের আয়োজন করছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, মুহাম্মদকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। মদিনার কাফেলাকে বাঁধা দেয়ার জন্য খালেদ বিন ওলিদ একদল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কুরাউল গামীম পর্যন্ত এসেছে। তাদের এ আগ্রাসী আয়োজনের কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন :

> এ হচ্ছে কুরাইশদের দুর্ভাগ্য! ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা যদি মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াতো এবং আমাকে সমগ্র আরববাসীর সাথে বোঝাপড়া করতে একলা ছেড়ে দিতো, তাহলে তাদের কী অসুবিধা ছিল? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দিতো, তাহলে তাদের আশাই পূরণ হতো। আর যদি আমি জয়লাভ করতাম, তাহলে তারা ইচ্ছা করলে সবাইকে নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারতো। নচেৎ তাদের শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো। তারা যদি আমাকে এ সুযোগ না দেয়, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে যে মহাসত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা দিয়ে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাবো, হয় এই মহাসত্য বিজয়ী হবে, নচেৎ আমার মাথা কাটা যাবে। (সীরাতুন নববী, আবদুল মালেক ইবনে হিশাম)

কুরাইশদের পক্ষ থেকে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফি আসে। সে রাসূল (সা.)কে মক্কা প্রবেশের সংকল্প থেকে বিরত রাখা ও কুরাইশ নেতাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেয়। রাসূল (সা.) বলেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা শুধুমাত্র হজ্ব ও উমরা সম্পাদন করে চলে যাবো। উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের যা বললেন :

> আমি কায়সার, কিসরা এবং নাজ্জাসির দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

শপথ! আমি মুহাম্মদের সঙ্গী-সাথীদেরকে মুহাম্মদের প্রতি যেমন নিবেদিত প্রাণ দেখেছি, তেমন দৃশ্য বড় বড় বাদশাহ্‌র দরবারেও দেখিনি। এদের অবস্থা হলো, মুহাম্মদ অযু করলে তারা এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়তে দেয় না, সবাই তা নিজেদের শরীরে ও কাপড়ে মেখে নেয়। এখন চিন্তা করে দেখো, তোমরা কার মোকাবেলা করতে যাচ্ছো?

দূতদের আসা-যাওয়া ও আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়েই কুরাইশরা গোপনে রাসূল (সা.)-এর শিবিরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে সাহাবাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের ধৈর্য্য ও মুহাম্মদ (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির কাছে কুরাইশদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কুরাইশদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল রাত্রিবেলায় এসে মুসলমানদের তাঁবুতে পাথর নিক্ষেপ ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবায়ে কেরামরা তাদের সবাইকে বন্দি করে রাসূল (সা.)-এর কাছে হাজির করেন। রাসূল (সা.) তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন। এরপর আরো একদিন ৮০ জনের একটি দল এসে আকস্মিক হামলা চালায়। তাদেরকেও সাহাবায়ে কেরামরা বন্দি করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির করেন। রাসূল (সা.) এবারেও সবাইকে ছেড়ে দিলেন। এভাবে কুরাইশদের প্রতিটি ধূর্তামি ও অপকৌশলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

অবশেষে রাসূল (সা.) হযরত উসমান (রা.)কে দূত হিসেবে মক্কায় কুরাইশ নেতাদের কাছে পাঠালেন। হযরত উসমান (রা.) কুরাইশ নেতাদের জানিয়ে দেন, আমরা শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে কুরবানির পশু সাথে নিয়ে এসেছি। বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও কুরবানি করে আমরা ফিরে যাবো।

কিন্তু কুরাইশ নেতারা তো রাজি হলোই না, উল্টো হযরত উসমান (রা.)কে মক্কায় আটকে রাখলো। এদিকে মুসলিম শিবিরে রটে গেলো হযরত উসমান (রা.)কে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর ফিরে না আসায় মুসলমানরা নিশ্চিত হলো যে, খবর সত্য। এখন আর সংযম প্রদর্শনের অবকাশ থাকলো না। যে কোনো মূল্যে এ হত্যার প্রতিশোধ মুসলমানরা না নিয়ে ছাড়বে না। সাহাবায়ে কেরামরা সবাই এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধে মৃত্যু হলেও পিছু হটবেন না। কোনো যুদ্ধের সরঞ্জাম ছাড়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাত্র চৌদ্দশ' সাহাবী দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত হয়ে যান। অপরদিকে আরব গোত্রগুলো চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে মুসলমানদের। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? তাই এ শপথ ইসলামের ইতিহাসে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর :

অবশেষে কুরাইশরা বিশিষ্ট কূটনীতিক সুহায়েল বিন আমরকে পাঠায়। তাকে দেখেই রাসূল (সা.) বুঝতে পারেন, তারা সন্ধির জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। শর্ত নিয়ে উভয় পক্ষে জরুরি কথাবার্তা হয়। অবশেষে চুক্তি লেখার জন্য হযরত আলী (রা.)-এর ডাক পড়ে।

এমন নাজুক মুহূর্তে চুক্তি লেখা হচ্ছিলো যে, কথায় কথায় উত্তেজনা সৃষ্টির উপক্রম হচ্ছিলো। চুক্তির শুরুতে যখন রাসূল (সা.) 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখার নির্দেশ দিলেন, তখন সুহায়েল বললো, 'রহমান রহীম' আবার কী? আমাদের নিয়ম অনুসারে শুধু 'বিছ্‌মিকা আল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ্ তোমার নামে) লেখা হোক। রাসূল (সা.) তার দাবি মেনে নেন। এরপর বলেন, লেখো :

> 'নিম্নলিখিত চুক্তি আল্লাহ্‌র আসূল মুহাম্মদ ও সুহায়েল বিন আমরের মধ্যে সম্পাদিত হলো।'

সুহায়েল আপত্তি তুলে বললো, 'আমি যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র আসূল হিসেবে মেনেই নিই, তাহলে আপনার সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ কীসের? আপনি শুধু নিজের নাম ও নিজের বাপের নাম লিখান।'

রাসূল (সা.) তার এ দাবিও মেনে নেন। হযরত আলী 'আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ' লিখে ফেলেছেন। এখন 'আল্লাহ্‌র রাসূল' শব্দটা কেটে দেয়া তার কাছে মারাত্মক বেআদবী হবে ভেবে কাটতে পারেননি। রাসূল (সা.) কাগজটা নিয়ে নিজের হাতে ঐ কথাটা কেটে দেন এবং তার পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখে দেন।

আবু জুনদুলের উপস্থিতি :

যখন সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক এমন সময় কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েলের পুত্র আবু জুনদুল শেকল পড়া অবস্থায় হুদায়বিয়ায় উপস্থিত হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চরম নির্যাতনের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। আবু জুনদুল সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সা.)-এর কাছে নিজেকে পেশ করলো। জুনদুলের পিতা বললো, প্রস্তাবিত শর্তানুসারে আবু জুনদুলই প্রথম ব্যক্তি, যাকে আপনারা ফেরত পাঠাতে বাধ্য। রাসূল (সা.) বললেন, এখনো তো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। সুতরাং, আবু জুনদুলের ব্যাপারটি এই চুক্তির আওতামুক্ত থাকতে দাও। সুহায়েল বললো, না, তাহলে আর কোনো আপোষ হবে না। রাসূল (সা.) অত্যন্ত

www.pathagar.com

কোমল ভাষায় বুঝিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ওকে আমার খাতিরে আমার সাথে মদিনায় যেতে দাও।' সুহায়েল তা মানলো না। বাধ্য হয়ে রাসূল (সা.) বৃহত্তর স্বার্থে এটাও মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এবার জুনদুল সমবেত মুসলমানদের সম্বোধন করে বললো : 'মুসলিম ভাইয়েরা, তোমরা আমাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছো, অথচ ওরা আমাকে ঈমান থেকে ফেরানোর জন্যে আমার উপর যে কী অপরিসীম নির্যাতন চালিয়েছে তা তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখলে।'

আবু জুনদুলের এ আবেদনে, পরিবেশ পাল্টে গেলো। চরম উত্তেজনা দেখা দিলো মুসলিম শিবিরে। দয়ার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন চরম ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে কোমল ভাষায় আবু জুনদুলকে বললেন,

> 'আমরা চুক্তিতে একটা কথা স্বীকার করে নিয়েছি। এখন চুক্তি ভঙ্গ করতে পারি না। তোমার ও অন্যান্য মজলুমদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা একটা মুক্তির পথ বের করে দেবেন। একটু ধৈর্য্য ধরো'।

এদিকে মুসলমানদের অস্থিরতা ও উত্তেজনা ক্রমেই চরম আকার ধারণ করলো। হযরত উমর (রা.)'র ন্যায় সাহাবীকেও দিশেহারা করে তুললো।

এটা হযরত উমর (রা.)-এর ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছিলো না। সত্যের প্রতি সীমাহীন দরদ ও ইসলামের আভিজাত্য তাকে অস্থির করে তুললো। এ অস্থিরতা নিয়েই তিনি প্রথমে হযরত আবু বকরের সাথে কথা বলেন। পরে তিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে নিম্নোক্ত আলোচনা করেন :

উমর (রা.) : হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল নন?

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) : অবশ্যি আমি আল্লাহ্র রাসূল।

উমর : তাহলে আমরা কি মুসলিম নই?

রাসূল (সা.) : কেনো নও?

উমর : তবে তারা কি মুশরিক নয়?

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) : কেনো নয়?

উমর : তাহলে আমরা ইসলামের ব্যাপারে তাদের কাছে নতি স্বীকার করে চুক্তি করবো কেনো?

রাসূল (সা.) : আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি তাঁর কোনো হুকুম অমান্য করিনি। আল্লাহ্ও আমাকে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

www.pathagar.com

উমর (রা.) এই পর্যায়ে এসে চুপ হয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ভাগাবেগ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শান্ত হলো না। কিন্তু চুক্তি লেখা হলে এবং তাতে উমর সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিয়ে আনুগত্যের এক অবিস্মরণীয় নজির স্থাপন করলেন। শর্তগুলোর ব্যাপারে মন সন্তুষ্ট না হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না—এই মনোভাবটাই তিনি তুলে ধরেন স্বাক্ষর করার মাধ্যমে।

সন্ধিচুক্তি শেষ করে রাসূল (সা.) সাহাবীদের বললেন, এখানেই কুরবানি করে মাথা মুড়ে ফেলো এবং ইহরাম শেষ করো। কিন্তু কেউই নিজ জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। রাসূল (সা.) তিনবার আদেশ দিলেন। কিন্তু দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা সাহাবীদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তারা আপন আপন জায়গা থেকে একটুও নড়াচড়া পর্যন্ত করলো না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিচ্ছেন, অথচ সাহাবায়ে কেরামরা কেউই আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছে না, এটা রাসূল (সা.)-এর গোটা নবুওতী জিন্দেগীতে আর কখনো ঘটেনি। এতে রাসূল (সা.) খুবই দুঃখ পেলেন। ফিরে এলেন নিজ তাঁবুতে। মনের কষ্টের কথা তুলে ধরলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে। উম্মে সালমা (রা.) বললেন :

> 'আপনি চুপচাপ গিয়ে নিজের উট কুরবানি করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে নিজের মাথা মুড়ে ফেলুন। তাহলে, সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে অনুসরণ করবে এবং বুঝবে, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা পরিবর্তিত হবার নয়।'

তাই করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে এরূপ করতে দেখে, একে একে সব সাহাবা মাথা মুড়ে কিংবা চুল ছেটে নেন, ইহরাম থেকে বেরিয়ে আসেন।

সন্ধির শর্তাবলী :

১। হে আল্লাহ্ তোমার নামে।

২। এটি সুহায়ল ইবন আমরের সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র সন্ধিপত্র।

৩। তারা দু'জন দশ বছরের জন্য মানুষদের হতে যুদ্ধ রহিত করার সন্ধি করলেন। এ সময়ে লোকেরা নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরকে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে।

www.pathagar.com

৪। এ শর্তে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সংগীদের কেউ হজ্ব বা উমরা করার জন্য অথবা আল্লাহ্‌র দেয়া রুজির সন্ধানে মক্কায় আগমন করলে সে তার জীবন ও সম্পদে নিরাপদ থাকবে এবং কুরাইশের কেউ আল্লাহ্‌র দেয়া রুজির সন্ধানে মিসর অথবা সিরিয়া (শাম) যাওয়ার পথে মদীনায় আসলে সে তার জীবন ও সম্পদে নিরাপদ থাকবে।

৫। এ শর্তে যে, কুরাইশের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহম্মাদের কাছে চলে এলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফেরত পাঠাবেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে যারা আছেন তাদের কেউ কুরাইশের কাছে গেলে তারা তাকে তার কাছে ফেরত পাঠাবে না।

৬। আমাদের মাঝে থাকবে মুখবন্ধ থলে (আবদ্ধ তীরদান); কোনো চৌর্যবৃত্তি নয়, কোনো বিশ্বাসভঙ্গ নয়।

৭। যারা মুহাম্মদের চুক্তি ও অংগীকারভুক্ত হওয়া পছন্দ করবে তারা তার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং যারা কুরাইশের সঙ্গে চুক্তি ও অংগীকারভুক্ত হওয়া পছন্দ করবে তারা তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে। ধারাটি সিদ্ধান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুযা'আর লোকেরা দাঁড়িয়ে বললো, 'আমরা মুহাম্মদের চুক্তি ও অঙ্গীকারে আছি' এবং বনু বকরের লোকেরা দাঁড়িয়ে বললো, 'আমরা কুরাইশের চুক্তি অঙ্গীকারে আছি।'

৮। এ বছর তুমি আমাদের এখান হতে ফিরে চলে যাবে, আমাদের উপেক্ষা করে মক্কায় প্রবেশ করবে না। আগামী বছর আমরা তোমাকে জায়গা ছেড়ে দিবো। তুমি সঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে এবং তিন দিন অবস্থান করবে। তোমার সঙ্গে থাকবে আরোহী পথচারীর স্বাভাবিক অস্ত্র (যোদ্ধাদের অস্ত্র নয়); তরবারিগুলো থাকবে কোষবদ্ধ। এ শর্ত পালন না করে তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে না।

৯। আর এ 'হাদী' পশুগুলো আমাদের উপস্থিতি ক্ষেত্রে এগুলোকে তোমরা নিয়ে যাবে না।

১০। মুসলমান পুরুষেরা ও মুশরিক পুরুষেরা এ সন্ধির সাক্ষী হলো। আবু বকর সিদ্দিক, ওমর বিন খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবন আওফ; আবদুল্লাহ্ ইবন সাহল ইবনে আমর, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস, মাহমুদ ইবন মাসলামা; মিকরায ইবন হাফস (মুশরিকদের পক্ষ হতে) এবং আলী ইবন আবী তালিব যিনি এর লেখক।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর ভাষণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ

হযরত ইবনে কুতাইবা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভাষণসমূহ অনুসন্ধান করে দেখেছি, তাতে অধিকাংশের সূচনা এভাবে পেয়েছি :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখছি এবং তাঁর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথহারা করেন তাকে পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

আবার কোনো কোনো ভাষণের শুরুতে আছে—

আল্লাহর বান্দারা! আমি তোমাদের বিশেষ আদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার—তাকওয়া অবলম্বনের এবং তোমাদের উদ্বুদ্ধ করছি তাঁর আনুগত্যের প্রতি।

সব খুতবার সূচনাতেই আছে 'হামদ' আলহামদুলিল্লাহ্ দিয়ে। ব্যতিক্রম শুধু ঈদের খুতবা, তার সূচনা হয়েছে তাকবীর—আল্লাহু আকবার দিয়ে।

রাসূল হিসেবে প্রথম ও প্রকাশ্য ভাষণ

নবুয়ত লাভের প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে ইসলামের দাওয়াত ও সম্প্রসারণের কাজ চালিয়ে যান। যখন মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসল—

'আর (হে মুহাম্মদ) তোমার নিকটতর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকদের সতর্ক করো।' —সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ২১৪

www.pathagar.com

আয়াত নাযিল হওয়ার পর বিশ্বনবী (সা.) প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বানের জন্য প্রথমে তাঁর নিজ বংশ ও স্বজাতির, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরববাসীর এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্ববাসীর মুখোমুখি হলেন।

আয়াতের নির্দেশনানুসারে রাসূল (সা.) নিজ বাড়িতে ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি বনু হাশিম, বনু আবদুল মুত্তালিব ও বনু আবদে মানাফের কিছু লোককে দাওয়াত দেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাসিরের মতে সেখানে আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ জন।

রসূল (সা.)-এর আয়োজনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে চাচা আবু লাহাব বললেন, দেখো বাবা এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের কেউ তোমার চাচা, কেউ তোমার চাচাতো ভাই। মুর্খের মতো তোমার বাপ-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে বা ধর্ম পরিত্যাগের কথা বলো না। মনে রেখো তোমার কওম সমগ্র আরব বিশ্বের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে না। তুমি যা করছো তা থেকে তোমাকে বিরত রাখার অধিকার তোমার বংশের লোকদের আছে। তুমি যে পথে অগ্রসর হতে চলেছো, তাতে করে গোটা কুরাইশ তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাকি আরবরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তখন তোমার খান্দান ও তোমার বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

আবু লাহাবের কথা শুনে রাসূল (সা.) সেবারের মতো নিজের অভিমত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকলেন। এ ঘটনার অল্প কিছুকাল পরে সুযোগ মতো আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে, আবু তালিব, হামযা, আব্বাসসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। ভোজসভা শেষে রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম এবং প্রকাশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণটি প্রদান করেন :

আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন—

ان الرائد لا يكذب اهله - والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم - والله الذى لا اله الا هو انى لرسول الله اليكم خاصة والى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون باالاحسان احسانا وباسوء سؤا وانها الجنة ابدا او النار ابدا -

www.pathagar.com

'(পানি সন্ধানের কাফেলার) অগ্রবর্তী দূত, তার আপনজনদের সাথে কখনো মিথ্যা বলে না। আল্লাহর কসম! সব মানুষের সাথে মিথ্যা বললেও আমি তোমাদের সাথে মিথ্যা বলতাম না। সব মানুষকে প্রতারণা করলেও আমি তোমাদের সাথে প্রতারণা করতাম না। সে আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি ও সাধারণভাবে বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহর রাসূল। তোমরা যেভাবে ঘুমাও সেভাবেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং যেভাবে জেগে ওঠো সেভাবেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তোমরা যা কিছু করো তোমাদের কাছে তার হিসাব নেয়া হবে। ভালোর বিনিময়ে তোমাদের ভালো এবং মন্দের বদলে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। পরিণাম হবে, হয় স্থায়ী জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম।' (ইবনে আছীর)

এটাই বিশ্ব নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকাশ্য মজলিসে ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাষণ।

আবু তালিবের সহযোগিতার আশ্বাস

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আবু তালিব বললেন :

'তোমার উপদেশ খুবই উত্তম। তোমার বক্তব্য আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। তোমাকে সাহায্য করাও কর্তব্য বলে মনে করি।

তবে আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাই না। তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়, তুমি তা করতে থাকো। আমি তোমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও হিফাযতের দায়িত্ব পালন করবো।'

এ সময় আবু লাহাব আবু তালিবকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে :

'আল্লাহর কসম, এ বড় মন্দ কথা। অন্য কেউ তার হাত ধরার আগেই তুমি তার হাত চেপে ধরো। তাকে সামনে বাড়তে দিও না।'

আবু তালিব বলেন : 'আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ওর হিফাযত করে যাবো।'

www.pathagar.com

কিশোর আলীর দৃপ্ত ঘোষণা

অনুষ্ঠানে আবু তালিব ছাড়া কেউই রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতকে সমর্থন করেনি। তবে এ অনুষ্ঠানে কিশোর আলী ইবনে আবু তালিবও উপস্থিত ছিলেন। একেবারেই কিশোর বয়সের ছিলেন তিনি। তিনি সাহসের সাথে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাহায্যকারী। আমি আপনার বন্ধুদের বন্ধু, আর আপনার শত্রুদের শত্রু।'

আলীর কথায় বড়োরা হেসে উঠে। তারা রাসূল (সা.)-এর আহ্বান তো গ্রহণ করেইনি, উপরন্তু অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে।

সূত্র : বালাযুরি : আনসাবুল আশরাফ। ইবনে কাসির : তারিখুল কামিল, ইবনে হিশাম : সিরাতুন নববী। মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল : হায়াতু মুহাম্মদ, বিশ্বনবীর চুক্তি ও ভাষণ : আবদুস শহীদ নাসিম।

সাফা পাহাড়ে উঠে বিপদের ঘোষণা

এরপর রাসূল (সা.) দাওয়াতি কাজকে আরো ব্যাপকতর করার জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। এবার রাসূল (সা.) গোটা কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাছে নিজের আহ্বান পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন প্রত্যুষে তিনি কা'বার পাশে অবস্থিত সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করে উচ্চস্বরে লোকদের ডাকতে থাকেন। 'ইয়া সাবাহা! ইয়া মা'শারা কুরাইশ...।' অর্থাৎ 'বিপদ, বিপদ হে কুরাইশ! হে কা'ব লুইর বংশধরেরা! হে মুত্তালিবের বংশধরেরা! বিপদ, বিপদ!'

জাহেলি আরবের সাত সকালে এক গোত্র আরেক গোত্রের উপর আক্রমণ করতো। আর আক্রান্ত গোত্রের কেউ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে 'ইয়া সাবাহা' বলে গোত্রের সবাইকে বিপদ মোকাবেলার জন্যে আহ্বান জানাতো। এই আহব্বান শুনামাত্র সব লোক আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসতো। তখন আহ্বানকারী সবাইকে ঘটনা খুলে বলে তা প্রতিহত করার জন্যে এগিয়ে আসতে বলতো।

রাসূল (সা.)-এর এ আহ্বান শুনামাত্র প্রতিটি ঘর থেকে লোকেরা বেরিয়ে আসতে থাকে। যে আসতে পারেনি, সে কাউকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠায়। সব লোক সমবেত হয়। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে কোথায় কী বিপদ ঘটলো তা

www.pathagar.com

শুনার জন্যে। এবার আল্লাহর নবী সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন :

'আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের অপর পাশে একটি হানাদার অশ্ববাহিনী তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?'

জনতার পক্ষ থেকে সমস্বরে ধ্বনিত হলো, 'হ্যাঁ'। তারা আরো বললো : 'আমরা অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করি। কারণ, আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। তুমি সব সময়ই সত্য কথা বলছো।'

সবার কাছে এ স্বীকৃতি আদায় করে রাসূল (সা.) উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে সেই ঐতিহাসিক মর্মস্পর্শী এই ভাষণ দান করেন। ভাষণদানকালে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি মধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। যার অর্থ 'তুমি তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করো।' এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুরু করেন তাঁর ভাষণ :

يا بنى فلان ، يا بنى فلان ، يا بنى فلان ، يا بنى عبد مناف ، يا بنى عبد المطلب - ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقى؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا - فقال يا بنى مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بنى عبد شمس انقذوا انفسكم من النار - يا بنى عبد مناف انقذوا انفسكم من النار - يا بنى هاشم انقذوا انفسكم من النار - يا بنى عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار - يا فاطمة انقذى نفسك من النار - فانى لا املك لكم من الله شيئا- غير ان لكم رحما سابلها ببلالها - وفى رواية يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بنى عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب - لا املك لكم من الله شيئا - سلونى من مالى ما شئتم - يا معشر قريش ، اشتروا انفسكم من الله - لا اغنى عنكم من الله شيئا - انى نذير لكم بين يدى عذاب شديد - انما مثلى ومثلكم كمثل رجل راى العدو فانطلق يربا اهله - فخشى ان يسبقوه - فجعل يهتف يا صباحه -

www.pathagar.com

'হে অমুকের ছেলে অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে আবদে মানাফের ছেলেরা, হে আবদুল মোত্তালেবের বংশধর—(সবাই যখন রাসূলের (সা.) দিকে দৃষ্টি দেয় তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন) প্রথমে বলো, আমি যদি তোমাদের খবর দেই, এ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে একটি অশ্বারোহী বাহিনী ধেয়ে আসছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

সবাই (সমস্বরে) জবাব দিলো—

'হ্যাঁ, আমরা আপনাকে সত্যবাদী মনে করি, (কেননা) আজ পর্যন্ত আপনি মিথ্যা বলেছেন এ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।'

এবার রাসূল (সা.) বললেন,

'হে কা'ব বিন লুওয়াইয়ের বংশধর, তোমরা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, হে মোররা বিন কাবের বংশধর, তোমরাও তোমাদের দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে শামসের সন্তানেরা! তোমরাও তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশের লোকেরা, তোমরা তোমাদের নিজেদের দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে বনু হাশেমের লোকেরা! জাহান্নামের আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। হে বনী আবদুল মোত্তালেব, তোমরা তোমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা, তুমিও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কেননা, তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে কোনোকিছু করার ক্ষমতা আমি রাখি না। হ্যাঁ, (দুনিয়াবী) আত্মীয়তা সেটা অবশ্যই আমি রক্ষা করবো।'

অপর এক রেওয়াতে রয়েছে,

'হে ফাতেমা বিন মুহাম্মদ! হে আমার (শ্রদ্ধেয়) সফিয়া বিন আবদুল মোত্তালেব, হে বনী আবদুল মোত্তালেব, হে আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব, আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে কোনোকিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। তোমরা আমার কাছ থেকে আমার সম্পদের যা ইচ্ছা চেয়ে নিতে পারো। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের বিক্রি করে দাও। আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। আমি কেবল কঠিন শাস্তির সতর্ককারী হিসেবেই

www.pathagar.com

তোমাদের কাছে এসেছি। আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো এতোটুকু, যেমন কোনো লোক শত্রু দেখে চুপ করে তার পরিবারের লোকদের হুঁশিয়ার করে, সে তাদের রক্ষার জন্যে হেদায়েত করার উদ্দেশ্যে দৌড়ে তাদের কাছে যায়, কিন্তু মনে এ ভয় থাকে, আমার খবর পৌঁছানোর আগে না আবার শত্রুপক্ষ তাদের ওপর হামলা করে বসে। সে জন্যে সে রাস্তায় চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে থাকে আর বলতে থাকে, হে বিপদগ্রস্ত ভাইয়েরা, তোমরা হুঁশিয়ার, তোমরা সাবধান!'

একথা শুনে (কাফের সর্দার) আবু লাহাব বললো,

'তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি ধ্বংস হও। এ জন্যেই কি তুমি আমাদের ডেকে একত্র করেছো! তারপর আবু লাহাব দাঁড়িয়ে গেলো। এ প্রেক্ষিতে সূরা লাহাব নাযিল হয়।'

সূত্র : আহম, বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ি। বর্ণনা : ইবনে আব্বাস (রা.), আয়েশা (রা.), আবু হুরাইরা (রা.)।

মদীনা মুনাওয়ারায় প্রদত্ত প্রথম খুতবা

মহানবী (সা.) মদীনায় প্রবেশের পর মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন :

اما بعد ـ ايها الناس فقدموا لانفسكم ـ تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ـ ثم يقول له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجب دونه ـ الم ياتك رسولى فبلغك واتيك ومالا وافضلت عليك ـ فما قدمت لنفسك ـ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ـ ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ـ فمن استطاع ان يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ـ ومن لم يجد فبكلمة طيبة فانها تجزى الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف ـ والسلام عليكم ورحمة الله ـ

www.pathagar.com

হামদ ও ছানার পর,

'হে মানুষেরা! নিজেদের জন্য আগাম পাঠিয়ে দাও! জেনে রাখ—আল্লাহর কসম! তোমাদের প্রত্যেকেই অচেতন হবে এবং তার মেষপাল রেখে যাবে রাখালবিহীন করে। তারপর তার প্রতিপালক তাকে বলবেন—যেখানে কোনো দোভাষী থাকবে না এবং তার সামনে অন্তরায় হয়ে কোনো প্রহরী থাকবে না। তোমার কাছে কি আমার রাসূল এসে পৌঁছিয়ে দেয়নি? আমি কি তোমাকে সম্পদ দেইনি এবং তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি? অতএব, তুমি নিজের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছ? সে তখন ডানে এবং বামে দৃষ্টি দিবে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না এবং সামনে দৃষ্টি দিয়ে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যে তার মুখমণ্ডল আগুন হতে বাঁচাতে পারে—একটি খুরমার টুকরা দিয়ে হলেও সে যেন তা করে। যে তাতে সমর্থ্য নয় সে উত্তম বাক্য দিয়ে করবে। কেননা, সওয়াবের বিনিময় দেয়া হবে দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও পত্রাবলী)

মদীনায় আদায়কৃত প্রথম জুম'আয় রাসূল (সা.)-এর ভাষণ

الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واستهديه واؤمن به ولا اكفره واعادى من يكفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الاجل ـ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا ـ

واوصيكم بتقوى الله فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم ان يحضه على الاخرة وان يامره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله ولا افضل من ذلك نصيحة ولا افضل من ذلك ذكرا وان تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه ـ عون صدق على ما تبغون من امر الاخرة ـ ومن يصلح الذى بينه

www.pathagar.com

وبين الله من امره فى السر العلانية لا ينوى بذالك الا وجه الله يكن له ذكرا فى عاجل امره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء الى ما قدم - وما كان من سوى ذالك - يود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا - ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد - والذى صدق قوله وانجز وعده لا خلف لذلك فانه يقول عز و جل ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد فاتقوا الله فى عاجل امركم واجله فى السر والعلانية ، فانه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا - ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما ، وان تقوى الله يوقى مقته ويقى عقوبته ويوقى سخطه - وان تقوى الله يبض الوجوه ويرضى الرب ويرفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تقرطوا فى جنب الله قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فاحسنوا كما احسن الله اليكم وعادوا اعداءه وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وسمكم المسلمين - ليهلك من هلك عن بينة ولا قوة الا بالله - فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم - فانه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس ذالك بان الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه الله اكبر لا قوة الا بالله العظيم -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করছি, তাঁর কাছে হিদায়াত কামনা করছি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখছি, তাঁর সঙ্গে কুফরী করছি না, যারা তাঁকে অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে শত্রুতা ঘোষণা করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেনো ইলাহ নেই। তিনি একক লা-শরীক এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত, আলো ও উপদেশবাণী দিয়ে—রাসূল আগমনের বিরতির পরে, ইলমের স্বল্পতার সময়ে, মানুষের পথহারা হওয়া, সময়ের বিচ্ছিন্নতা, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া ও মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার সময়। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে সুপথ পেল এবং যে তাঁদের অবাধ্য হলো সে পথ হারাল, শিথীলতা দেখাল এবং দূর-দূরান্তের ভ্রান্তিতে পতিত হলো।

www.pathagar.com

আমি তোমাদের অসিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার। কেননা, কোনো মুসলমানকে কোনো মুসলমানের উত্তম অসিয়ত হচ্ছে তাকে আখিরাতের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা ও তাকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়া। সুতরাং আল্লাহ্ যে তাঁর নিজ সত্ত্বা সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করেছেন সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর। এর চেয়ে উত্তম কোনো নসীহত নেই। এর চেয়ে উত্তম কোনো উপদেশ নেই। আল্লাহর তাকওয়া, আল্লাহকে ভয় করা তার জন্যই সাব্যস্ত যে প্রকম্পিত হয়ে ও তার প্রতিপালকের প্রতি ভয় নিয়ে আমল করে। আখিরাতের কাম্য বিষয়ে সহায়তাই প্রকৃত সহায়তা। যে প্রকাশ্যে ও গোপনে তার নিজের ও তার প্রতিপালকের মধ্যকার সম্বন্ধ শুধরে নেয় এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তার জন্য নগদেও (দুনিয়াতে) উত্তম স্মরণ হবে এবং মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য তা হতে সঞ্চিত ভাণ্ডার—যখন মানুষ আগাম পাঠানো বিষয়ের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হবে। আর যা এর ব্যতিক্রম হবে—বাসনা করবে, হায় যদি; তার মধ্যে ও তার অবস্থার মধ্যে সুদূর ব্যবধান থাকতো! আল্লাহ্ তো তোমাদের তাঁর নিজের সম্বন্ধে সতর্ক করেন। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি মমতাময়, যে তাঁর কথাকে সত্যে পরিণত করে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তার কোনো ব্যতিক্রম ব্যত্যয় নেই। আমি বান্দাদের প্রতি সামান্য যুলুমকারী নই, সুতরাং 'নগদে ও বাকিতে' দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে সে বিরাট সফলতা অর্জন করে। আল্লাহর তাকওয়া তাঁর ক্রোধ হতে রক্ষা করে, তার শাস্তি হতে রক্ষা করে এবং তার অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করে। আল্লাহর তাকওয়া মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দেয়, প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে এবং মর্যাদা উন্নীত করে। তোমাদের প্রাপ্য তোমরা নিয়ে নাও, আল্লাহর অংশে ঘাটতি ঘটিয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর কিতাব শিখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের কাছে তাঁর পথের বিবরণ দিয়েছেন যাতে তিনি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের (পৃথক করে) জেনে নিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যেমনভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরাও সেভাবে সৎকর্ম কর, তাঁর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ কর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর—জিহাদের পূর্ণ দাবি মিটিয়ে। তিনিই তোমাদের চয়ন করেছেন এবং তোমাদের মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন। যাতে যে ধ্বংস হওয়ার সে প্রমাণসহ ধ্বংস হয় এবং বেঁচে থাকার সে প্রমাণসহ বেঁচে থাকে। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো কিছুর ক্ষমতা নেই। সুতরাং অধিক পরিমাণ আল্লাহর যিকির কর। আজকের পরের দিনের জন্য কাজ করে যাও। কেননা, যে তার নিজের ও আল্লাহ্ পাকের মধ্যকার সম্বন্ধ সুষ্ঠু করে। আল্লাহ্ তার জন্য ও মানুষের মধ্যকার ব্যাপারগুলোতে যথেষ্ট হয়ে যান। এর কারণ, মানুষের ওপর আল্লাহর ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত চলে যায়। তারা আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আল্লাহ্ মানুষের ওপর অধিকার রাখে। মানুষেরা তাঁর ওপর অধিকার রাখে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান আল্লাহর ক্ষমতা ব্যতীত কোনো ক্ষমতা নেই। (তাবারী)

বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর ভাষণ

মুষ্টিমেয় মুসলমানদের মোকাবেলায় গোটা আরবের কুফরী শক্তি সংঘবদ্ধ। এই স্বল্পসংখ্যক মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সকলকে সারিবদ্ধভাবে মোতায়েন করে রাসূল (সা.) মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সর্বপ্রথম মহান রাব্বুল আলামীনের হামদ ও ছানা পাঠের পর বলেন,

اما بعد فانى احثكم على ما حثكم الله عز و جل ـ وانهكم عما نهاكم الله عنه ـ فانه جل وعلا عظيم شأنه يأمر الحق ويحب الصدق ـ ويعطى على الخير اهله اعلى منازلهم عنده ، به يذكرون وبه يتفاضلون ـ انكم قد اصبحتم بمنزل من منازل الحق ، لا يقبل فيه الله من احد الا ما ابتغى فيه وجهه ـ وان الصبر فى مواطن البأس مما يفرج الله عز و جل به الهم وينجى من الغم ـ وتدركون النجاة فى الاخرة فيكم نبى الله يحذكم ويأمركم ـ فاستحيوا اليوم ان يطلع الله تعالى على شيئ من امركم يمقتكم عليه ـ فانه تعالى يقول : لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ـ انظروا الذى امركم به من كتابه ـ واراكم من اياته ـ واعزكم بعد الذلة ـ فاستمسكوا به يرض ربكم عنكم ـ واسئلوا ربكم فى هذا الموطن امرا تستوجبوا الذى وعدكم به من رحمة ومغفرة ـ فان وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد ـ وانما انا وانتم بالله الحى القيوم الذى

www.pathagar.com

اليه لجأنا وبه اعتصمنا - وعليه توكلنا واليه المصير - يغفر الله لنا وللمسلمين - (سيرة الحلبية وغيره)

অতঃপর (হে সৈনিকেরা!) আজ আমি তোমাদের সেই উৎসাহই দেবো যে উৎসাহ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দিয়েছেন। অনুরূপ সে জিনিসের ব্যাপারে তোমাদের নিষেধ করবো যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেছেন। কেননা মহান আল্লাহ—যাঁর শান বিশাল, যিনি একমাত্র সত্যের আদেশ দেন। তিনি সত্যকে ভালোবাসেন, আর কল্যাণধর্মী কাজের কর্মীদের নিজের কাছে অনেক বড় মর্যাদা দান করেন। আল্লাহর দানে তারা স্মরণীয়। শোনো! হকের মনযিলগুলোর মধ্যে আজ এক মনযিলে তোমরা কদম রাখলে। এখানে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যা করবে তা তিনি কবুল করবেন। (শোন) বিপদের জায়গায় ধৈর্য্য এমন একটি কাজ, যার বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা দুশ্চিন্তা লাঘব করে দেন এবং দুঃখ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তোমরা এর দ্বারা আখেরাতে নাজাত পাবে। শোনো! তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নবী উপস্থিত আছেন। যিনি তোমাদেরকে সতর্ক করছেন আবার তোমাদের আদেশও করছেন। আজ তোমরা লজ্জা করে চলো। তোমাদের থেকে যেন এমন কোনো ত্রুটিমূলক কাজ আল্লাহর কাছে প্রকাশ না পায়, যার কারণে তিনি তোমাদের ওপর রাগ করবেন। কেননা আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের নিজেদের ওপর নিজেদের ক্রোধের চেয়ে আল্লাহর ক্রোধ অনেক মারাত্মক। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের যে আদেশ দিয়েছেন তার দিকে নযর রাখো। তোমাদেরকে তাঁর যে নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন তা খেয়াল রাখো। অসম্মানের পর তিনি তোমাদেরকে ইযযত দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর খুশি হবেন। (যুদ্ধের) এই স্থানে তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে নির্দেশনা চাও। যে রহমত আর মাগফিরাতের ওয়াদা তিনি তোমাদের সাথে করেছেন সে ডাকে তোমরা সাড়া দাও। কেননা আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি সত্য। অবশ্যই তাঁর আযাব বড় কঠিন। আমি নিজে এবং তোমরাও সবাই সেই চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর সাথেই আছি। যাঁর কাছে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। যাঁকে আমরা শক্তভাবে ধরেছি, যাঁর ওপর আমরা নির্ভরশীল হয়েছি এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের এবং সব মুসলমানকে ক্ষমা করুন। (সীরাতে হালাবিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ)

www.pathagar.com

বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তি দানবীর হাতেম তা'ঈর পুত্র আদী ইবনে হাতেমের উদ্দেশে রাসূল (সা.)-এর ভাষণ

ইয়েমেনে হাতেম তা'ঈ নামে এক বিখ্যাত দানবীর ছিলেন। এই কিংবদন্তি দানবীরের কথা এখনো মানুষের মুখে মুখে। এই হাতেম তা'ঈর পুত্র আদী ইবনে হাতেম (রা.) বলেন, আমার অন্তর রাসূল (সা.) থেকে একদম বিগড়ে গিয়েছিলো। কারণ রাসূল (সা.)-এর সেনাপতিত্বে আমার গোত্রের মূর্তিগুলো ভেঙে দেয়া হয়। আমি এ খবর আমার গোলামের কাছে শুনি। এরপর আমি আমার উন্নত জাতের উট ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়া (শাম)-এ চলে যাই। আমার বোন এখানে থেকে যাওয়ায়, মুসলিম বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলে রাসূল (সা.)এর কাছে হাজির করা হয়। আমার বোন বললো, আমি বনী তা'ঈ গোত্রের বিশিষ্ট দাতা হাতেম তা'ঈর কন্যা। হে মুহাম্মদ! আমি বৃদ্ধ, গরিব ও নিঃস্ব, আপনি আমাকে দয়া করুন, আমাকে মুক্তি দিন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তার এ আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দিলেন। মুক্তি পেয়ে সে আবারো আবেদন করলো হে আল্লাহর রাসূল আদী ছাড়া আমার আর কোনো ওয়ারিশ নেই। সে আমাকে ফেলে সিরিয়ায় পালিয়ে গেছে। আপনি আমাকে মেহেরবানী করে, কিছু পথখরচ ও সওয়ারী দিন এবং আমার ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। রাসূল (সা.) তার আবেদন গ্রহণ করেন, তাকে সফরের সব প্রয়োজনীয় সামগ্রি দিয়ে সসম্মানে তার ভাইয়ের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। সে তার ভাইয়ের কাছে এসে বলে, মুহাম্মদের মহানুভবতা আমার পিতার মহানুভবতাকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। রাসূল (সা.)-এর সুন্দর ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের কথা শুনে আদী ইবনে হাতেমের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। এমন মহান ব্যক্তিকে নিজ চোখে দেখার জন্য চলে যাই রাসূল (সা.)-এর দরবারে। এ সময় তিনি মসজিদে ছিলেন। আমি ছিলাম তার শত্রু। তিনি আমাকে কোনো নিরাপত্তা দেননি। তাঁর আমার মাঝে কোনো চিঠির আদান-প্রদানও হয়নি। তারপরও তিনি আমাকে গ্রেফতার না করে হাত ধরলেন এবং নিরাপত্তা দিলেন। এমন সময় একটি বৃদ্ধ একটি শিশুকে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথে আমার একটা কাজ আছে। সাথে সাথে রাসূল (সা.) তার সাথে গেলেন এবং প্রয়োজনীয় কাজটি সেরে দিলেন। এ ঘটনা দেখার পর তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা ও সম্মান পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। আমি

www.pathagar.com

নিশ্চিত বুঝতে পারলাম তিনি আল্লাহর রাসূল। তা নাহলে গোটা আরব জাহানের শাসক হয়েও তিনি কী করে এই সাধারণ এক বৃদ্ধের কাজ করে দেন। এটা ছিল সে সমাজে একটি অসম্ভব বিষয়। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে নজর দিয়ে, আমি নিশ্চিত হলাম, তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। কেননা, তাঁর ঘরে কোন দামি খাট বা পালংক নেই। আমি তার পাশে বসলে, তিনি আমার উদ্দেশে যে ভাষণটি দেন তা নিম্নরূপ :

حمد الله واثنى عليه ثم قال : ما يفرك؟ ايفرك ان تقول لا اله الا الله؟ فهل تعلم من اله سوى الله؟ قال قلت لا ـ قال ثم تكلم ساعة ثم قال: انما تفر ان يقال الله اكبر ـ وهل تعلم شيئا اكبر من الله؟ قال قلت لا ـ قال فان اليهود مغضوب عليهم وان النصرى ضالون ـ قال فقلت انى حنيف مسلم ـ قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا ـ (زاد المعاد)

'(প্রথমে) তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, তুমি কোন্ জিনিস থেকে পালাচ্ছো? কলেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' বলা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো? তুমি কি জানো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ আছে? আমি বললাম (অবশ্যই) নেই। এরপর কিছুক্ষণ অন্যান্য কথা বলেন। তারপর বলেন, 'আল্লাহু আকবর' বলতে হবে, সে জন্যেই কি তুমি ভেগে যাচ্ছো? তোমার জানা মতে আল্লাহ্ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ আছে কি? বর্ণনাকারী আদী বলেন, আমি আবার বললাম, নেই। তারপর তিনি বললেন, শোনো! ইহুদীরা অভিশপ্ত, আর খ্রিস্টানরা পথভ্রষ্ট। হযরত আদী (রা.) বলেন, আমি তখন ঝটপট বলে ফেললাম, আমি একজন খালেস মুসলমান। আমি দেখতে পেলাম, একথা শুনেই রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে গেলো।' (যাদুল মা'আদ)

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিনের কঠিন বিবরণসহ রাসূল (সা.)-এর ভাষণ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। যাতে খেয়ানতের (আত্মসাৎ) শাস্তি সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রাখেন এবং খেয়ানত যে এক মস্ত বড় পাপ, গুরুত্ব সহকারে তা আলোচনা করেন। এরপর তিনি বলেন :

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمة وعظم امره حتى قال - لا الفين احدكم يجيئ يوم القيمة على رقبته بعير له رغاء - فيقول يا رسول الله اغثنى فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك - لا الفين احدكم يجيئ يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء - يقول يا رسول الله اغثنى - فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك - لا الفين احدكم يجيئ يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح - فيقول يا رسول الله اغثنى - فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك - لا الفين احدكم يجيئ يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق - فيقول يا رسول الله اغثنى - فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك - لا الفين احدكم يجيئ يوم القيامة على رقبته صامت - فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك - (رواه البخارى ومسلم)

'হে লোক সকল! আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তার ঘাড়ের ওপর উট সওয়ার হয়ে থাকবে আর সে উচ্চ স্বরে চিৎকার করতে থাকবে এবং সে আমার কাছে এসে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি (সাফ) বলে দেবো, আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না। আমি তো দুনিয়াতে তোমার কাছে আল্লাহর কথা পৌঁছে দিয়েছিলাম। এ অবস্থায় আমি যেন তোমাদের কাউকে না পাই, সে কেয়ামতের দিন আমার কাছে আসবে আর তার ঘাড়ের ওপর ঘোড়া সওয়ার হয়ে হ্রেসা ধ্বনি করবে, আর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলবে হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি

www.pathagar.com

স্পষ্ট জানিয়ে দেবো, এখানে আমার কোনো এখতিয়ার নেই। আমি তো একথা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায়ও পেতে চাই না, তার ঘাড়ে বকরী চড়বে, আর তা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে থাকবে। সে আমাকে দেখে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলে দেবো, আমি তোমার কোনোই উপকার করতে পারবো না। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সাবধান করেছিলাম। আমি তোমাদের কাউকে এ অবস্থায়ও দেখতে চাই না, তার ঘাড়ে আরেকজন মানুষ সওয়ার হয়ে থাকবে এবং সে চীৎকার করে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলবো, আমি তোমার কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। আমি আগেই তোমাকে এসব জানিয়ে এসেছি। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে চাই না, তাকে ঘাড়ে ছেঁড়া কাপড় পেঁচিয়ে হাযির করা হবে। সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলবো, তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো তোমাকে (দুনিয়াতেই) সব জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে কেয়ামতের দিন এ অবস্থায় উপস্থিত দেখতে চাই না, তার গর্দানে অলংকার আটকে থাকবে, আর সে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলবো, তোমার জন্যে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। কেননা আমি সবকিছুই তোমাদের (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। (এখানে যারা খেয়ানত করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে সেটা বস্তু রূপ ধারণ করে তার ঘাড়ে সওয়ার হবে এবং সে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে শাস্তিতে নিপতিত হবে, এদিকে ওদিকে ইতস্তত ঘুরতে থাকবে। কোথাও থেকে সে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

দাজ্জালের চরিত্র সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেন। এ খুতবায় তিনি আমাদের যে কথাগুলো বেশি বেশি করে বলেছেন তা ছিলো দাজ্জাল সম্পর্কে এবং তিনি আমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল (সা.) বললেন :

www.pathagar.com

যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করলেন তখন থেকে যমীনে দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ফেতনা ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা যতো নবী পাঠিয়েছেন, সবাই তাদের নিজ নিজ উম্মতদের দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমি সর্বশেষ নবী, আর তোমরা হলে আখেরী উম্মত। তোমাদের মধ্যে অবশ্যই দাজ্জাল আসবে। যদি আমি তোমাদের মধ্যে থাকতেই সে আসে তবে আমি সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার সাথে বুঝাপড়া করবো। যদি আমার পরে আসে তবে প্রত্যেকের উচিত হবে নিজ নিজ প্রচেষ্টায় তাকে প্রতিহত করা। তোমাদের মধ্যে প্রতিটি মুসলমানের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন আমার খলিফা। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে বের হবে এবং খুব দ্রুত ডানে বামে ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে। হে আল্লাহর বান্দারা! স্থির পদক্ষেপে নিরাপদে থাকো। এসো, আমি তোমাদের সেই দাজ্জালের পরিচয় বলে দেবো। আমার পূর্বে কোনো নবীই (তার উম্মতদের) সে রকম বর্ণনা দেননি। সে প্রথমেই দাবি করে বলবে, আমি একজন নবী। তোমরা জেনে রেখো, আমি (মুহাম্মদের) পর আর কোনো নবী আসবে না। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে সে বলবে, 'আমিই তোমাদের রব'। কিন্তু (আমি তোমাদের বলে যাচ্ছি) মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা কেউই আল্লাহকে দেখতে পাবে না। হ্যাঁ, তার আরো কিছু কথা শোনো। সে হবে এক চোখ কানা। অথচ তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলা একচোখ কানা নন। (দাজ্জালের অপর এক নিদর্শন হলো) তার দু'চোখের মধ্যখানে অর্থাৎ কপালে 'কাফের' লেখা থাকবে। যা শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিনই পড়তে পারবে। শোনো! তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নামই হলো জান্নাত এবং তার জান্নাতই হলো জাহান্নাম। তোমাদের যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে সে যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহাফ-এর প্রথম দশ আয়াত পড়ে নেয়, তখন সাথে সাথে তার জাহান্নামের আগুন ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক হয়ে যাবে, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ওপর হয়েছিলো। দাজ্জালের আর এক ফেতনার নিদর্শন হলো, সে এক গ্রাম্য লোককে বলবে, তুমি কী দেখতে চাও, আমি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেবো? তাতে কি তুমি আমাকে তোমার 'রব' হিসেবে মানবে? গ্রাম্য লোকটি বলবে, হ্যাঁ, মানবো। তখন শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ ধরে তার সামনে এসে উপস্থিত হয়ে বলবে, হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি একে মেনে নাও, এ-ই তোমার রব। তার অন্য একটি নিদর্শন হলো, সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তারপর করাত দিয়ে চিরে দু'টুকরা করে ফেলবে। তারপর অন্যদের বলবে, আমার এই বান্দার দিকে তাকাও। আমি তাকে এখন জীবিত করে দেবো। তোমরা বলো, জীবিত হয়ে সে কি আর ভাববে, আমি ছাড়া

www.pathagar.com

তার আর কোনো রব আছে? আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে জীবিত করে দেবেন। তারপর এ খবিস তাকে বলবে, এবার বলো তোমার রব কে? লোকটি বলবে, আমার রব তো আল্লাহ। তুমি আল্লাহর দুশমন। তুমি তো দাজ্জাল। আল্লাহর কসম! আজ তোমার ব্যাপারে আমার যে চাক্ষুষ জ্ঞান হলো, ইতোপূর্বে তা আমার ছিল না। আবুল হাসান তানাফেসী, পর্যায়ক্রমে মোহারেবী, ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওয়ালীদ আল ওয়াসসাফী, আতিয়া হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর সনদে রেওয়াত করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, হে লোকেরা! আমার উম্মতের মধ্যে এ লোকই সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী। আল্লাহর কসম! এরই কথা শুনে আমি ভেবেছি, তিনি হয়তো হযরত ওমর (রা.) হবেন, কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তার পথে চলে যান, অর্থাৎ তার শাহাদাতের পর এই ধারণাও দূর হয়ে যায়। মোহারেবী (র.) বলেন, এরপর আমরা পুনরায় আবু রাফে'র হাদীসের বর্ণনার দিকে ফিরে যাই। তিনি বলেছেন, হে লোকেরা! দাজ্জালের বড়ো ফেতনাগুলোর মধ্যে এটাও একটা, সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করলে আকাশ বৃষ্টি দেবে। যমীনকে ফসল উৎপন্ন করতে আদেশ করলে যমীন ফসল উৎপন্ন করবে। তার আর একটি ফেতনা এ হবে, সে একটা গোত্রের কাছে যাবে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে, ফলে তাদের সব গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। তার আর একটি ফেতনা হলো, সে অন্য একটি গোত্রের কাছে যাবে, তারা তাকে বিশ্বাস করবে। এরপর দাজ্জাল আকাশকে বৃষ্টি দিতে আদেশ করবে, আকাশ বৃষ্টি দেবে। যমীনকে ফসল উৎপাদন করতে আদেশ দিলে যমীন উৎপাদন করবে। ওইদিন থেকে তাদের গৃহপালিত পশুগুলো পূর্বের চেয়ে মোটাতাজা, সবল, চওড়া নিতম্ববিশিষ্ট এবং দুধে পরিপূর্ণ হবে। পৃথিবীর কোনো স্থান অবশিষ্ট থাকবে না, তার বিচরণ হবে সর্বত্রই। সবখানেই তার বিজয় হবে, কিন্তু সে কোনো গিরিপথ দিয়েও মক্কা মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না। (এদিকে যে পথেই সে যেতে চাইবে) তাকে সে পথেই চকচকে তলোয়ার হাতে ফেরেশতাদের সম্মুখীন হতে হবে। (অবশেষে সে ব্যর্থমনোরথ হয়ে মদীনা শরীফের অদূরে) লাল পাহাড়ের পাশে যেখানে শক্ত কঠিন ও বিকট শব্দে যমীন ভেঙ্গে পড়ে, সেখানে তার শিবির গড়ে তুলবে। সে সময় মদীনায় তিনবার ভূমিকম্প হবে। ভূমিকম্পের ভয়ে সেখানে কোনো মোনাফেক নারী-পুরুষ থাকতে পারবে না। তারা দৌড়ে পালিয়ে যাবে। কামারের হাঁপর যেভাবে লোহার জং পরিষ্কার করে, সেভাবে মদীনা শরীফকেও দুষ্কর্ম থেকে পরিষ্কার করা হবে। সে জন্যে সেদিনের নামই হবে ইয়াওমুস খালাস। অর্থাৎ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার দিন। এ কথা শুনে হযরত উম্মে শোরায়ক বিনতে আবুল আকব (রা.) প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)!

www.pathagar.com

তাহলে সেদিন আরবরা কোথায় যাবে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, সেদিন তাদের সংখ্যা খুবই কম হবে। তাদের অধিকাংশই বায়তুল মাকদিসে চলে যাবে। তাদের ইমাম হবেন দ্বীনদার সালেহ মহান এক ব্যক্তি। তাদের এই ইমাম ফজরের নামাজ পড়ানোর জন্যে সামনে এগিয়ে যাবেন। ইতোমধ্যে হযরত ঈসা বিন মারইয়াম (আ.) অবতরণ করবেন। তখন এ ইমাম পেছনে চলে আসতে চাইবেন, যেন হযরত ঈসা (আ.) সামনে গিয়ে নামাজ পড়ান, কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) তার দু'হাত ইমামের দু'কাঁধের মধ্যখানে রেখে বলবেন, তুমিই এগিয়ে গিয়ে নামাজ পড়াও। কেননা নামাজের একামত দেয়া হয়েছে তোমারই উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের ইমাম অর্থাৎ নেক লোকটিই তাদের নামাজ পড়াবেন। নামাজ শেষে ইমাম যখন চলে যাবেন, তখন হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, তোমরা শহরের গেট খুলে দাও। তার কথামতো শহরের গেট খুলে দেয়া হবে। তার পেছনেই থাকবে দাজ্জাল। তার সাথে ৭০ হাজার ইহুদী সৈন্য থাকবে। প্রতিটি ইহুদী থাকবে তরবারি সজ্জিত। দাজ্জালের দৃষ্টি যখন আল্লাহ্ তা'আলার নবীর প্রতি পড়বে, তখন সে গলতে থাকবে, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। এবার সে পালাতে থাকবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, (হে আল্লাহর দুশমন)! আমি তোমাকে মাত্র একটি আঘাত করবো। তুমি কিছুতেই আমার সে আঘাত থেকে বাঁচতে পারবে না। তারপর লুদ নামক স্থানের পূর্বদিকের গেটে তিনি তাকে ধরে হত্যা করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা ইহুদীদের পতন ঘটাবেন। এরপর আল্লাহর যে কোনো সৃষ্ট বস্তুর আড়ালে কোনো ইহুদী লুকিয়ে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা সে বস্তুকে বাকশক্তি দিবেন—চাই সেটা পাথর, গাছ, প্রাচীর বা কোনো প্রাণী যাই হোক। তারা ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা, এই একজন ইহুদী এখানে লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা করো, কিন্তু বাবুল গাছ একথা বলবে না, কেননা এটা ইহুদীদের গাছ। রাসূল (সা.) বলেছেন, এখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর মেয়াদ হবে চল্লিশ বছর। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, এরমধ্যে এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান। অন্য আর এক বছর হবে এক মাসের সমান, আর বাকি দিন হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। মানুষ শহরের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অপর দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ওই ছোটো দিনগুলোতে নামাজ পড়বো কীভাবে? জবাবে তিনি বললেন, বড় দিনে যেভাবে একটা অনুমান করে নামাজ পড়তে, সেভাবেই ওই ছোটো দিনগুলোতেও আনুমানিক সময় নির্ধারণ করে নামাজ পড়বে। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, শোনো, হযরত ঈসা (আ.) আমার উম্মতের ন্যায়বিচারক, ন্যায়পরায়ণ ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ নির্মূল করবেন, শূয়োর হত্যা করবেন, জিযিয়া উঠিয়ে দেবেন,

www.pathagar.com

সদকা ত্যাগ করবেন। কারো উট বকরী লালন-পালন করার দরকার পড়বে না। যমীন থেকে হিংসা হানাহানি উঠে যাবে। সমস্ত জংলী জন্তু জানোয়ার তাদের জংলী আচরণ ভুলে যাবে। এমনকি শিশুরা সাপের মুখে হাত দেবে, কিন্তু সাপ তার ক্ষতি করবে না। মেয়ে শিশুরা সিংহ তাড়াবে, কিন্তু সে তার ক্ষতি করবে না। বাঘ, ভেড়া ও বকরীর পালের মধ্যে নেকড়ে বাঘ কুকুরের পালের মতো ঘুরতে থাকবে। গোটা পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ থাকবে, যেমন পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে। গোটা দুনিয়ায় একই কলেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) থাকবে। একমাত্র এক আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করা হবে। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুরাইশদের থেকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া হবে। এই দুনিয়া রূপার বড় থালার মতো হবে। যমীন হযরত আদম (আ.)-এর যুগের মতো ফসল উৎপন্ন করতে থাকবে। এক ছড়া আঙ্গুর একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। এক সম্প্রদায়ের জন্য একটা আনার যথেষ্ট হবে। ঘোড়া সামান্য দেরহামে অর্থাৎ যেনতেন মূল্যে বিক্রি হবে। লোকেরা জানতে চাইলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! ঘোড়ার মূল্য এতো সস্তা হওয়ার কারণ কী? জবাবে তিনি বললেন, আর কখনও যুদ্ধের প্রয়োজনে তার পিঠে আরোহণ করতে হবে না। প্রশ্ন করা হলো, ষাঁড়ের মূল্য বেশি হবে কেন? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, তখন গোটা দুনিয়ায় চাষবাস বেড়ে যাবে, সে কারণে। দাজ্জাল আসার পূর্বে তিন বছর ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তাতে দুনিয়ার মানুষ ক্ষুধার কারণে খুব কষ্ট পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে প্রথম বছর তার এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ রাখতে আদেশ করবেন। যমীনকে আদেশ করবেন তার এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখতে। এরপর দ্বিতীয়বার আকাশকে আদেশ দেবেন, ফলে সে তার দুই-তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ রাখবে। যমীনকে আদেশ করবেন, তার দু'-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখতে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় বছর আকাশকে আদেশ করবেন, তার সব বৃষ্টি বন্ধ রাখতে, ফলে এক বিন্দু বৃষ্টিও নামবে না। যমীনকে আদেশ করবেন, তাকে তার সব উৎপাদন বন্ধ রাখতে, ফলে কোনো সবুজ উদ্ভিদ গজাবে না। এ সময় খুরবিশিষ্ট সব পশু মারা যাবে। তবে যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা বাঁচিয়ে রাখতে চান শুধু সেগুলোই বেঁচে থাকবে। রাসূল (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, ওই সময় মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, তাহলীল অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর, তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, তাহমীদ অর্থাৎ 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে বেঁচে থাকবে, এটাই তাদের খাদ্যের কাজ দেবে। (ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

দাজ্জাল সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর আরও একটি ভাষণ

হযরত নাওয়াস বিন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ভোর বেলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (আমাদের সাথে) দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি তার আওয়ায কখনো বড়ো করেন, কখনো আবার কিছুটা হাল্কা স্বরে কথা বলেন। যার কারণে আমরা মনে করলাম, দাজ্জাল হয় তো পাশের খেজুর বাগানেই রয়েছে। এরপর সন্ধ্যার সময় আমরা রাসূলের (সা.) কাছে আসলে তিনি আমাদের চেহারায় (দাজ্জাল আতঙ্কের) চিহ্ন দেখতে পেয়ে জানতে চান, তোমাদের কী হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন। কণ্ঠস্বর কখনও উঁচু করেছেন কখনও নিচু করেছেন; ফলে আমরা মনে করেছি, সে বুঝি পাশের খেজুর বাগানেই অবস্থান করছে। তিনি বললেন, তোমাদের নিয়ে তো দাজ্জালের চেয়ে বেশি ভয় হচ্ছে অন্য ব্যাপারে। আমি তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি নিজেই তাকে পরাস্ত করবো, আর যদি দাজ্জাল বের হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তবে প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আমার খলিফা হবেন। (এবার দাজ্জালের পরিচয় শোনো)!

> 'দাজ্জাল হবে কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট এক যুবক, যার এক চোখ কানা হবে, যেমন তোমাদের মধ্যে আবদুল ওযযা বিন কাতনের মতো। যদি তোমাদের মধ্যে কারো সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পড়ে নেয়। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হবে এবং ডানে বামে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর পথে তোমরা অটল থাকো। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, সে পৃথিবীতে কতোদিন পর্যন্ত থাকবে? রাসূল (সা.) বললেন, ৪০ দিন। এ চল্লিশ দিনের একদিন এক বছরের সমান হবে, আর একদিন হবে এক মাসের সমান। বাকি দিনগুলো তোমাদের এসব সাধারণ দিনের সমান হবে।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—

> 'হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি একদিনের অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথেষ্ট হবে?'

www.pathagar.com

তিনি বললেন—

'না; বরং সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে নামায পড়ে নেবে।'

আমরা বললাম—

'হে আল্লাহর রাসূল! তার গতি কেমন হবে?'

আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন—

'বেগবান বাতাস যেভাবে মেঘমালা তাড়িয়ে নিয়ে যায় তার গতি হবে তেমন। সে এক জাতির কাছে পৌঁছে তাদের দাওয়াত দেবে। তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে। সে তাদের বৃষ্টি দিতে আদেশ করবে। তখন তার হুকুমে আসমান বৃষ্টি দেবে। যমীনকে আদেশ করবে, ফলে যমীন ফসল উৎপন্ন করবে। সন্ধ্যায় যখন পশুরা ঘরে ফিরবে তখন তাদের খুব মোটা তাজা দেখাবে, যেগুলো ইতোপূর্বে দুর্বল ছিলো। তাদের ওলানে (স্তনে) অনেক দুধ দেখা যাবে এবং নিতম্ব হবে প্রশস্ত। তারপর সে এক কওমের কাছে যাবে, তাদেরও তার খোদায়ীর দিকে দাওয়াত দেবে, কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাদের থেকে ফেরত আসবে, কিন্তু ওসব লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে। তাদের হাতে সম্পদ বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর দাজ্জাল অনুর্বর যমীনের কাছে গমন করে তাকে বলবে, তুমি তোমার ভাণ্ডার খুলে দাও। তারপর এর ধনভাণ্ডার তার পেছনে এমনভাবে চলতে থাকবে যেমন মধুমক্ষী সর্দারের পেছনে অপর মক্ষীরা চলে। এরপর দাজ্জাল এক টগবগে যুবককে ডেকে এনে তরবারির আঘাতে দু'টুকরো করে তীরের নিশানা পরিমাণ দূরত্বে নিক্ষেপ করবে। তারপর সে (তার নাম ধরে) ডাক দেবে, যুবকটি চলে আসবে। তার চেহারা চমকাতে থাকবে এবং সে হাসতে থাকবে। এমনি এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়াম পুত্র ঈসা (আ.)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে সাদা মিনারের কাছে দুটি জাফরানী রংয়ের চাদর পরে দু' ফেরেশতার ডানার ওপর নিজের দু'হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা ঝুঁকাবেন তখন পানির ফোঁটা পড়তে থাকবে। যখন মাথা ওঠাবেন তখন মনে হবে যেন সেখানে রূপার দানার মতো মণিমাণিক্য ঝরে পড়ছে। যে কাফেরের গায়ে তার নিশ্বাস লাগবে সে-ই মৃত্যুবরণ করবে। (এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয়), তার দৃষ্টি যেখানে পৌঁছবে তার

www.pathagar.com

নিঃশ্বাসও সেখানে গিয়ে লাগবে। তিনি দাজ্জালের সন্ধান করবেন। এরপর হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে কিছু লোক আসবে, যাদের দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারা মাসেহ করে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদার কথা শোনাবেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে ওহী পাঠাবেন, 'আমি আমার সে বান্দাদের এখন বের করলাম যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। অতএব তুমি আমার (মুসলমান) বান্দাদের তুর পাহাড়ের দিকে নিয়ে একত্র করো।' এবার আল্লাহ্ তায়ালা ইয়াজুজ মাজুজকে পাঠাবেন। তারা সব উঁচু স্থান (পাহাড়, টিলা) থেকে লাফ দিয়ে বের হবে। তাদের প্রথম দল তাবারিয়া নদী অতিক্রমকালে সেখানকার সব পানি পান করে ফেলবে। পরবর্তী দল সেখান দিয়ে যাবার সময় বলবে, হয়তো কোনো যামানায় এখানে পানি ছিলো। আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) এবং তার সহযোগীরা আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। তাদের কাছে কোনো পানাহার সামগ্রীই থাকবে না। তখন তাদের কাছে একটি ষাঁড়ের মাথা ১শ' দিনারের চেয়েও উত্তম হবে। যেমন তোমাদের কাছে বর্তমানে ১০০ দিনারের মূল্য বেশি। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর সাথীরা আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজের ঘাড়ে এক প্রকারের রোগ জীবাণু সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে তারা সবাই একই ব্যক্তির মৃত্যুর মতো মারা যাবে। এরপর হযরত ঈসা (আ.) তার সাথীদের নিয়ে যমীনের মূল অংশে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু যমীনে অবস্থান করার মতো এক বিঘত পরিমাণ স্থানও পাবেন না। কেননা সর্বত্র ইয়াজুজ মাজুজের পঁচা দুর্গন্ধময় লাশের স্তূপ হয়ে আছে। এরপর হযরত ঈসা (আ.) এবং তার সাহাবীরা আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। (দু'আর পর) আল্লাহ্ তা'আলা উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট পাখী (শকুন) প্রেরণ করবেন। এরপর এসব পাখী এসে তাদের লাশ উঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে চান সেখানে ফেলে দেবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা কাঁচা পাকা সব ঘরবাড়িতে বর্ষিত হবে। বৃষ্টি গোটা যমীন পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে পিচ্ছিল যমীনের মতো করে দেবে এবং (আল্লাহর তরফ থেকে) যমীনকে হুকুম করা হবে, 'হে যমীন, তোমার ফল উৎপাদন করো এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে আনো।' সেদিন একটি আনার ফল একদল লোক (পেট ভরে) খেতে পারবে এবং তার

www.pathagar.com

ছালের নিচে তারা ছায়া নেবে। দুগ্ধবতী পশুর ওলানে এতো পরিমাণ বরকত হবে, একটি উটের দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি গাভীর দুধ গোটা সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যে যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ এক ঘরের সবার জন্যে যথেষ্ট হবে। এমন অবস্থা চলতে থাকবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা আকস্মিকভাবে যমীনে সুগন্ধময় বাতাস ছড়িয়ে দেবেন, যা মুমিনদের বগলের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাতেই সব মুমিন মুসলমানদের রূহ কবয হয়ে যাবে। এরপর যমীনে খারাপ লোকেরা অবস্থান করবে। যারা গাধার মতো নিজেদের মধ্যে হানাহানি করতে থাকবে সর্বশেষে এদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।' (মুসলিম)

কবরের আযাব সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর একটি ভাষণ

হযরত বারা বিন আযের (রা.) বলেন, এক আনসার সাহাবী (রা.) ইন্তেকাল করেন। আমরা তাকে জানাযা দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছি। রাসূল (সা.) আমাদের সাথে ছিলেন। কবরস্থানের কাছে পৌঁছার পর দেখি, এখনও কবর প্রস্তুত হয়নি। এ সময় রাসূল (সা.) সেখানে বসে পড়েন। আমরাও রাসূলের (সা.) চারপাশে বসে পড়লাম। আমরা একেবারে খামোশ এবং নীরব ছিলাম, কেউ কোনো টু শব্দ করিনি। যেন সবার মাথার ওপর পাখি বসে আছে। রাসূল (সা.)-এর হাতে একটি কাঠি ছিলো। তা দিয়ে তিনি যমীনে আঁকছিলেন, আর মাথা নিচু করে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললেন,

'হে লোকসকল! কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।'

দু'তিনবার তিনি এ কথা বলেন এবং এই ভাষণ প্রদান করেন—

'লোকেরা যখন (মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে) ফিরে আসে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হবে—বলো, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে?'

www.pathagar.com

অন্য এক রেওয়াতে রয়েছে—

> 'মৃত ব্যক্তির কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবেন, তারা হলেন মুনকার ও নাকীর। তারা তাকে বসাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, তোমার রব কে? লোকটি বলবে, আমার রব আল্লাহ্ তা'আলা। তাকে আবার প্রশ্ন করা হবে, তোমার দ্বীন কী? জবাবে সে বলবে, আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এরপর তাকে তারা জিজ্ঞেস করবেন, এ লোকটি কে? যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে। জবাবে সে বলবে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল (সা.)। ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞেস করবেন—এটা তুমি কিভাবে জানতে পারলে? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার ওপর ঈমান এনেছি এবং তা সত্য বলে স্বীকার করেছি।'

অন্য এক রেওয়াতে কিছু বেশি কথা রয়েছে। (সে বক্তব্য হচ্ছে), আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও সাচ্চা ঈমান এবং মজবুত কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এ সময় আসমান থেকে ঘোষণা করা হবে, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। তার জন্যে জান্নাতী ফরাশ বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও। তার জন্যে জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দাও। তারপর (জান্নাতের দিকের দরজা খুলে দেয়া হলে) জান্নাতের বাতাস খুশবু ইত্যাদি তার কাছে আসতে থাকবে। আর যতোদূর চোখ যায় তার কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর (কষ্টের) বিবরণ তুলে ধরে রাসূল (সা.) বলেন,

> 'কবরে যখন রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা মুনকার নাকীর আসবেন। তারা তাকে বসাবেন। এরপর প্রশ্ন করবেন, তোমার রব কে? সে বলবে—হায়! আমি তো জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলবে, আহা! আমি তো জানি না। তারপর তাকে বলা হবে, এ লোকটির ব্যাপারে তুমি কী বলো, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। সে বলবে, হায়, আমি এও জানি না।

এ সময় আকাশ থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলবেন—

> 'এ লোক মিথ্যুক। তার জন্যে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামী লেবাস পরিয়ে দাও। তার জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে দাও।'

তারপর জাহান্নামের আগুনের তাপ এবং ভাঁপ তার শরীরে লাগতে থাকবে। তার

www.pathagar.com

কবর সংকুচিত হয়ে যাবে। এমনকি তার ডান পাশের হাড় বাম পাশে এবং বাম পাশের হাড় ডান পাশে ঢুকে পড়বে। অন্য বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তারপর তার কবরে একজন ফিরিশতাকে নিয়োগ করা হবে। সে হবে বোবা এবং কালা (কানে শোনে না)। তার হাতে লোহার হাতুড়ি থাকবে। যদি সে হাতুড়ি দুনিয়ার কোনো পাহাড়ের ওপর মারা হয়, তবে পাহাড় চূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হবে। তা দিয়ে ফেরেশতা তাকে প্রহার করবে। যার চিৎকার মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া সবাই শুনতে পাবে। যদিও হাতুড়ির আঘাতে সে চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে; কিন্তু পরক্ষণেই তাতে আবার রূহ ফিরে আসবে।' (আবু দাউদ, বায়হাকী)

কিয়ামতের ভয়াবহ নিদর্শনগুলোর উপর রাসূল (সা.)-এর ভাষণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন। এরপর কাবার দরজার শেকল ধরেন (এবং খুতবা দেন)। খুবতায় তিনি বলেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদের কিয়ামতের আলামতগুলোর কথা কি বলবো না? এরপর হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, অবশ্যই আপনি এরশাদ করুন। তারপর রাসূল (সা.) বললেন, কিয়ামতের নিদর্শনের তালিকা রয়েছে— ১. নামায বিনষ্ট করা, ২. প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়া, ৩. সম্পদশালীকে সম্পদের কারণে সম্মান করা। একথা শুনে হযরত সালমান (রা.) (অবাক বিস্ময়ে) জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কি এরকমেই হবে! নবী (সা.) বলেছেন, হ্যাঁ, সালমান! ওই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ রকমেই হবে। আরও শোনো! সে সময় ৪. যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ৫. গণীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালকে নিজের মাল মনে করা হবে, ৬. মিথ্যাবাদীদের সত্যবাদী মনে করা হবে, ৭. সত্যবাদীদের মিথ্যুক মনে করা হবে, ৮. খেয়ানতকারীদের মনে করা হবে বড় বিশ্বস্ত, ৯. আমানতদারদের খেয়ানতকারী মনে করা হবে, ১০. আর রুয়াইবাযারা বক্তব্য দান করবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লহ (সা.) রুয়াইবাযা কারা? জবাবে তিনি বললেন, তারা এমন লোক যারা (ভালো করে) কথা বলতে পারে না, ১১. দশজন অংশীদারের মধ্যে একজন, নয়জন অংশীদারের কথা অস্বীকার

www.pathagar.com

করবে। ১২. ইসলাম চলে যাবে, থাকবে শুধু নামটাই, ১৩. কুরআন চলে যাবে, থাকবে শুধু কুরআনের অক্ষরগুলো, ১৪. কুরআন স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করা হবে, ১৫. আমার উম্মতের পুরুষেরা বেশি মোটা হবে, ১৬. সলাপরামর্শ করবে দাসীদের সাথে ১৭. কম বয়সী লোকেরা মিম্বরে বসে খুতবা দেবে, ১৮. নারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করা হবে, ১৯. এ সময় মসজিদগুলো সব জাঁকজমকপূর্ণ হবে, যেমনিভাবে গির্জা এবং অন্যান্য উপাসনালয়গুলো জাঁকজমকপূর্ণ হয়, ২০. মিনার উঁচু হবে, ২১. কঠিন প্রবৃত্তি, নানা মতবাদ ও বিদ্বেষ পরিপূর্ণ অন্তরের লোকদের দ্বারা নামাযের কাতারসমূহ বেশি পূর্ণ থাকবে। হযরত সালমান (রা.) (অবাক বিস্ময়ে) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ রকমই কি হবে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই, হে সালমান! সেই আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ রকমই হবে। ২২. যে সমাজে মুমিন ব্যক্তি দাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিগণিত হবে। মুমিনের মন দুঃখ আর কষ্টে গলে যেতে থাকবে, যেমন লবণ পানির মধ্যে গলে যায়। কেননা তারা আল্লাহর নাফরমানী দেখতে পাবে অথচ সংশোধন করার কোনো শক্তি তাদের থাকবে না, ২৩. পুরুষে পুরুষে কামভাব চরিতার্থ করবে, ২৪. নারী নারীর সাথে কামভাব চরিতার্থ করবে, ২৫. বালকের ওপর খারাপ নজর এমনভাবে পড়বে, যেমনভাবে কুমারী যুবতী মেয়েদের ওপর পড়ে, ২৬. হে সালমান! এ সময় ফাসেক লোক সমাজের নেতা হবে, ২৭. তাদের মন্ত্রীরাও হবে বদমাশ ধরনের লোক, ২৮. আমীন অর্থাৎ আমানতের দায়িত্বে নিযুক্ত লোকেরা খেয়ানত করতে থাকবে, ২৯. তারা নামায বিনষ্ট করে দেবে, ৩০. নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করবে। আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তাদের এ যুগ তোমরা যদি দেখতে পাও তবে তোমরা নিজেদের নামাজ ঠিক সময়ে পড়ে নেবে। ৩১. হে সালমান! এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এমনকিছু বন্দি লোক আসবে যাদের শরীর মানুষের শরীরের মতোই হবে, কিন্তু তাদের অন্তর হবে শয়তানের মতো, ৩২. তারা ছোটদের প্রতি স্নেহ করবে না, ৩৩. বড়দের সম্মান করবে না, ৩৪. হে সালমান! এ সময় লোকেরা হজ্ব পালন করবে, তবে তাদের বাদশাহরা হজ্ব করবে প্রমোদ বিহারের মতো। অর্থাৎ তাশামা এবং আনন্দ ফূর্তির জন্য হজ্ব করবে, ৩৫. তাদের ধনী লোকেরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হজ্ব করবে, ৩৬. মিসকীনরা হজ্ব করবে ভিক্ষা করার জন্য, ৩৭. ক্বারীরা হজ্জ করবে রিয়া প্রকাশ এবং সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে। হযরত সালমান (রা.) আর ধৈর্য না রাখতে পেরে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এ রকমই হবে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ। হ্যাঁ, অবশ্যই এ রকম হবে! ৩৮. মিথ্যার প্রসার ঘটবে, ৩৯. এমন তারকা প্রকাশ পাবে যার লেজ আছে, অর্থাৎ ধূমকেতু নযরে পড়বে, ৪০. নারীরা তাদের স্বামীর সাথে যৌথ ব্যবসা পরিচালনা

www.pathagar.com

করবে, ৪১. কাছে কাছে অর্থাৎ ঘন ঘন বাজার হবে। সালমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, ঘন ঘন বাজার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তিনি বলেন, বাজারে মন্দা বেশি এবং লাভ কম হবে, ৪২. হে সালমান! সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা এমন বাতাস প্রেরণ করবেন যার মধ্যে হলুদ সাপ থাকবে। এ সাপ জাতির আলেমদের আগে দংশন করবে। কেননা তারা অন্যায় দেখেও এর প্রতিবাদ করেনি। হযরত সালমান (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন হবে? জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ (কিয়ামতের পূর্বে নিকটবর্তী সময়ে এসব সংঘটিত হবে)। কসম সেই আল্লাহর যিনি মুহাম্মদকে সত্য সহকারে নবী করে পাঠিয়েছেন। (ইবনে মারদুওয়ায়হ এবং ইমাম সূয়ুতী (রহ.) তার দুররুল মানসূর কিতাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণে জান্নাতের বর্ণনা

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (সা.)-এর খেদমতে সবাই একত্র হয়েছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য পেশ করেন। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

اتانى جبريل وفى يده كالمرأة البيضاء ـ فى وسطها كالنكتة السوداء ـ قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا يوم الجمعة يعرض عليك ربك ليكون لك عيدا ولامتك من بعدك قلت يا جبريل فما هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة وهى تقوم فى يوم الجمعة وهو سيد ايام الدنيا ـ ونحن ندعوه فى الجنة يوم المزيد ـ قلت يا جبريل ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال لان الله

عز و جل اتخذ فى الجنة واديا افيح من مسك ابيض ـ فاذا كان يوم الجمعة ينزل ربنا على كرسى الى ذالك الوادى ـ وقد حف العرش بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسى من نور ثم يأذن لاهل الغرفات فيقولون يخوضون كثائب المسك الى الركب عليهم اسورة الذهب

www.pathagar.com

والفضة وثياب السندس والحرير - حتى ينتهوا الى ذالك الوادى فاذا اطمانوا فيه جلوسا بعث الله عز و جل عليهم ريحا يقال لها المشيرة فثارت ينابيع المسك الابيض فى وجوههم وثيابهم - وهم يومئذ جرد مرد مكحلون ابناء ثلاث وثلاثين يضرب جمالهم الى سراهم على صورة ادم يوم خلقه الله عز و جل فينادى رب العزة تبارك و تعالى رضوان وهو خازن الجنة فيقول يا رضوان ارفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هيؤوا له سجدا فيناديهم عز و جل بصوت ارفعوا رءوسكم - فانما كانت العبادة فى الدنيا وانتم اليوم فى دار الجزاء سلونى ما شئتم - فانا ربكم الذى صدصقتم وعدى واتتممت عليكم تعمنى فهذا محل كرامتى فسلونى ما شئتم فيقولون ربنا واى خير لم تفعله بنا؟ الست الذى امنتنا على سكرات الموت؟ وانست منا الوحشة فى ظلمات القبور؟ وامنت روعتنا عند النفخة فى الصور؟ الست اقلتنا عثراتنا؟ وسترت علينا القبيح من فعلنا؟ وثبت على جسر جهنم اقدامنا؟ الست الذى ادنيتنا فى جوارك؟ واسمعتنا من لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك؟ فاى خير لم تفعله بنا؟ ويعود عز و جل فيسألهم بصورته فيقول انا ربكم الذى صدقتكم وعدى واتممت عليكم تعمتى فسلونى - فيقولون نسالك رضاك - فيقول رضاى عنكم اقلتكم عثراتكم - وسترت عليكم القبيح من اموركم - واذنيت منى جواركم واسمعتكم لذاذة منطقى وتجليت لكم بنورى فهذا محل كرامتى فسلونى فيسئلونه حتى تنتهى مسالتهم - ثم يقول عز و جل سلونى فيسئلونه حتى تنتهى رغبتهم - ثم يقول عز و جل سلونى فيقولون رضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ويزيد زهرة الجنة مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر - ويكون كذلك حتى مقدار تفرقهم من الجمعة - قال انس فقلت بابى وامى يا رسول الله

www.pathagar.com

صلى الله عليه وسلم وما مقدار تفرقهم؟ قال كقدر الجمعة الى الجمعة - قال يحمل عرش ربنا العليون معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لاهل الغرفات فيعودون الى غرفهم - وهم غرفتان زمردتان خضروان - اليسوا الى شيئ اشوق منهم الى يوم الجمعة لينظروا الى ربهم وليزيدهم من فضله وكرامته قال انس سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه احد - (رواه الدار قطنى)

আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) আসেন এবং তার সাথে সাদা আয়নার মতো কিছু একটা ছিলো। এর ঠিক মাঝখানে কী যেন একটি কালো ফোঁটা রয়েছে। আমি প্রশ্ন করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা জুমার দিন। এটি মহান আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন। এটা আপনার জন্যে ও আপনার পরে আপনার উম্মতের জন্যে ঈদের দিন হবে। আমি প্রশ্ন করলাম হে জিবরাঈল! এর ভেতরে কালো দাগ কীসের? তিনি বললেন, এটা একটা সময় (যখন দু'আ কবুল হবে)। জুমার দিনের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা এটি রেখেছেন। এদিন হচ্ছে সব দিনের সরদার। আমরা জান্নাতে এ দিনকে 'ইয়াওমুল মাযীদ' অর্থাৎ বেশি লাভ বা এনামের দিন বলে থাকি। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! কেন আপনারা এ দিনকে 'ইয়াওমুল মাযীদ' বলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে এক বিশাল বিস্তৃত ময়দান তৈরি করেছেন, যা সাদা মেশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত। যখন জুমার দিন আসে তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ময়দানে এক চেয়ারের ওপর নাযিল হন। তাঁর আরশের চারদিকে নূরের মিম্বর থাকে। এ নূরের মিম্বরগুলো মণিমুক্তা খচিত। এ মিম্বরগুলোর আশপাশে নূরানী চেয়ারসমূহ থাকে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা (জান্নাতী) বালাখানার অধিবাসীদের নেমে আসার অনুমতি দেন। তারা তখন মেশকের টিলাসমূহের ওপর দিয়ে হেঁটে আসেন। তাদের পরনে থাকে সোনা রূপার কংকন, মোটা এবং পাতলা রেশমী পোশাক। (চলতে চলতে) তারা ময়দানে এসে আরামের সাথে বসে পড়েন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে 'মশীরা' নামক এক প্রকারের বাতাস প্রেরণ করেন। যে বাতাস তাদের চেহারা এবং কাপড়ে ঐ সাদা মেশকের খুশবু ছড়িয়ে দেয়। তারা সেদিন থাকবে গোঁফ দাড়িবিহীন ও তাদের চোখ হবে সুরমাময়। এরা ৩৩ বছর বয়সের যুবক। তাদের সৌন্দর্য মাথা পর্যন্ত চমকাতে থাকে, তাদের চেহারা হযরত আদম (আ.)-এর মতো। যে আকৃতি দিয়ে আল্লাহ্ হযরত আদমকে (প্রথম) সৃষ্টি করেন। এরপর ইযযতের প্রভু

www.pathagar.com

বরকতময় আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের রেদওয়ান দারোগাকে ডাকেন। তাকে হুকুম করেন, হে রেদওয়ান! আল্লাহ্ এবং তাঁর নেক বান্দাদের মাঝের পর্দা উঠিয়ে দাও। (পর্দা উঠানোর সাথে সাথে) তারা আল্লাহর নূর এবং সৌন্দর্য দেখামাত্র তাঁর সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডেকে বলেন, তোমরা মাথা উঠাও। এবাদতের জায়গা তো ছিল দুনিয়া। এখন তো তোমরা পুরস্কারের জায়গায় এসেছো। তোমরা আমার কাছে যা চাইবে চাও, আমিই তোমাদের রব। আমি আমার ওয়াদা তোমাদের কাছে সত্য করেছি। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করেছি, আর এটা তোমাদের জন্যে আমার সম্মানের স্থান। অতএব তোমাদের যা ইচ্ছে আমার কাছে চাও। জান্নাতীরা জবাবে বলবে, হে আমাদের রব, এমন কোনো ভালো জিনিস আছে যা তুমি আমাদের প্রদান করোনি? তুমি কি আমাদের মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে নিরাপদ রাখোনি? কবরের অন্ধকারে একাকিত্বে আমাদেরকে প্রশান্তিতে রাখোনি? সিংগা ফুঁ দেয়ার সময় (ভয়ানক পরিস্থিতিতে পেরেশানী এবং হতাশা থেকে) তুমি আমাদের নিরাপত্তা দাওনি? তুমি কি আমাদের ভুলত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দাওনি? আমাদের মন্দ কাজগুলো গোপন করে রাখোনি? জাহান্নামের পুলসিরাতের ওপর আমাদের পাগুলো মজবুত করে দাওনি? তোমার সান্নিধ্য আমাদের নসীব করোনি? তোমার কালামের স্বাদে তুমি আমাদের তুষ্ট করোনি? তোমার নূর আমাদের সামনে প্রকাশ করোনি? এমন কোনো কল্যাণ বাকী আছে যা তুমি আমাদের দান করোনি? কিন্তু এরপরও রাব্বুল আলামীন পূর্বের কথায় ফিরবেন এবং আওয়ায করে তাদের জিজ্ঞেস করবেন। এরপর তিনি বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু, আমি আমার ওয়াদা সত্যিই পূরণ করেছি। আমি আমার নেয়ামত তোমাদের পুরোপুরিই দান করেছি। এবার তোমরা আমার কাছে কী চাইবে চাও? তারা বলবে হে আমাদের মালিক, আমরা তোমার রেজামন্দীর প্রত্যাশী। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি খুশি, কেননা আমি তোমাদের ভুলত্রুটি কম আমলে নিয়েছি। আমি তোমাদের দোষত্রুটির ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছি। তোমাদের আমার নিকটবর্তী বানিয়েছি। আমার মুখের কথার মজা তোমাদের শুনিয়েছি। তোমাদের কাছে আমার নূর প্রকাশ করেছি। এটা আমার বুযুর্গীর স্থান (যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি), কিন্তু আমি চাচ্ছি, তোমরা আমার কাছে আরো কিছু চাও। এবার জান্নাতীরা আল্লাহর কাছে চাইবে (আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দান করবেন)। এমনকি তাদের সব চাহিদা পূর্ণ হবে। এরপরও আল্লাহ্ তাদের বলবেন, আমার কাছে চাও, এরপর জান্নাতীরা পুনরায় চাইবে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। এরপর আবারও আল্লাহ্ তাদের বলবেন, আমার কাছে চাও, পাবে। জান্নাতীরা বলবে হে প্রভু! আমরা সন্তুষ্ট, আমরা নিরাপদ, কিন্তু মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা এবার তাদের আরো বেশি অনুগ্রহ অনুকম্পা দেখাবেন এবং জান্নাতের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে দেবেন, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান তার বর্ণনা শোনেনি, এমনকি কোনো মানুষের অন্তরে এর কল্পনাও জাগেনি। এভাবে আলোচনা হতে থাকবে। জান্নাতীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নির্ধারিত সময় হবে এক জুমা থেকে আরেক জুম'আ। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার পিতা মাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার সময় কতটুকু? রাসূল (সা.) বললেন, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এ সময় মহিমান্বিত ফেরেশতারা আমাদের রাব্বুল আলামীনের আরশ উচ্চে তুলে ধরে থাকবেন। যাদের সাথে থাকবেন (অন্যান্য) ফেরেশতা এবং নবী। এরপর জান্নাতীদের অনুমতি দেয়া হবে, তারা নিজ নিজ কক্ষে ফিরে যাবেন। তাদের জন্যে সবুজ জমররদ পাথরের তৈরি দু'টি কক্ষ থাকবে। তাদের কাছে জুমার দিনের চেয়ে আর কোনো জিনিস বেশি আকর্ষণীয় হবে না। তারা শুধু আল্লাহর দীদার লাভের আশায় জুম'আর দিনের অপেক্ষায় থাকবে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের ওপর নিজ অনুগ্রহ অনুকম্পা বাড়িয়ে দেবেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এ বক্তব্য রাসূলের কাছে শুনেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ এবং আমাদের মাঝে আর কেউ ছিল না। (দারে কুতনী)।

ওহুদ যুদ্ধে ইসলামের সৈনিকদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর দেয়া ভাষণ

আল্লাহর রাসূল (সা.) কাফিরদের মোকাবেলায় ইসলামের সৈনিকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

হে লোকেরা! আমি তোমাদের সে বিষয়েই বিশেষ নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্ যে বিষয়ে তাঁর কিতাবে আমাকে আদেশ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের আমল করো এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকো। আজ তোমরা প্রতিদান ও সঞ্চয়ের অবস্থানে রয়েছো। এটা তার জন্য, যে তার কর্তব্য স্মরণে রেখে তার

www.pathagar.com

অন্তরকে সবর ও ইয়াকীন এবং সাধনার মাধ্যমে সুস্থির রাখবে। কেননা, শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের যাতনা কঠিন এবং তাতে ধৈর্য্য ধারণকারীর সংখ্যা অপ্রতুল। তবে যার সুবুদ্ধি তাকে দৃঢ় সংকল্প করে, আল্লাহ্ তাঁর আনুগত্যকারীদের সংগে আছেন এবং শয়তান আছে আল্লাহর অবাধ্যদের সংগে। সুতরাং জিহাদে ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে তোমাদের আমলগুলোর সাফল্য কামনা করো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সন্ধান করো। তিনি তোমাদের যা আদেশ করেছেন তা পালন করা তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আমি তোমাদের কল্যাণের প্রতি অতিশয় আগ্রহী। মতবিরোধ, ঝগড়া-কলহ ও স্থবিরতা অক্ষমতা দুর্বলতার পরিচায়ক এবং এটা এমন বিষয় যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং এর ভিত্তিতে বিজয়ও দান করেন না।

হে লোকেরা! আমার অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে ছিল এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তার সন্ধানে সে হারাম হতে বিরত হলো তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যে মুহাম্মদের প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ্ তাকে দশবার রহমত করবেন ও ফেরেশতারা তাকে দশবার দু'আ করবে। যে সুন্দর কাজ করবে আল্লাহ্র কাছে তার বিনিময় দুনিয়ায় নগদে অথবা বিলম্বে আখিরাতে সাব্যস্ত হবে। যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য জুম'আ-র দিনে জুম'আ ফরয। তবে শিশু, নারী, অসুস্থ কিংবা দাস হলে (এর ব্যতিক্রম)। যে ব্যক্তি জুম'আ হতে বেপরোয়া হবে আল্লাহ্ও তার ব্যাপারে বেপরোয়া হবেন। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ।

তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়ার যতো আমল আমি জানি আমি তা সবই তোমাদের আদেশ করেছি। তোমাদেরকে জাহান্নামের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার যতো আমলের কথা আমার জানা আছে তা সবই আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। রূহুল আমীন জিবরীল আমার অন্তরে 'ফুঁকে' দিয়েছে যে, কোনো মানুষ কখনো মারা যাবে না যতোক্ষণ না সে তার সর্বশেষ রিযক পূর্ণভাবে আদায় করে না নেয়। যার কিছুই কমানো হবে না যদিও তা বিলম্বিত হয়। সুতরাং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করো এবং রিযক সন্ধানে সংক্ষিপ্ত (স্বাভাবিক) পন্থা অবলম্বন করো। রিযিকের বিলম্ব যেনো তোমাদের প্রতিপালকের অবাধ্য হয়ে অন্বেষণে তোমাদের প্ররোচিত না করে। কেননা, আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তাঁর আনুগত্য ব্যতীত তা আহরণ করা যায় না। হালাল ও হারাম তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তবে এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় আছে, আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। যে তা বর্জন করবে, সে তার সম্ভ্রম ও

www.pathagar.com

দ্বীনের হিফাযত করবে। আর যে তাতে পতিত হবে, সে হবে খাসভূমির আশেপাশে চারণকারী রাখালের ন্যায়, যার খাসভূমিতে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। যে কোনো রাজার খাসভূমি থাকে। জেনে রাখো আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়গুলোই তাঁর খাসভূমি। মু'মিন জামাআতের সংগে একজন মুমিনের সম্পর্ক দেহের সংগে মাথার সম্পর্কের ন্যায়, মাথা বেদনাক্রান্ত হলে সমগ্র দেহই তার বেদনায় সমব্যাথী হয়। ওয়াস সালামু আলাইকুম, ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সূত্র : রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ও পত্রাবলী বইটি 'জামহারাতু খুতাবিল আরাবু' সূত্র উল্লেখ করেছে।

রাসূল (সা.)-এর অন্যতম ভাষণ

একদিন রাসূল (সা.) আসরের সময় সাহাবীদের আদম সন্তানদের চারিত্রিক ভিন্নতার উপর এক ভাষণে বলেন :

আদম সন্তানদের বিভিন্ন প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। শোনো! তাদের মধ্যে কতক বিলম্বে রাগান্বিত হয়, দ্রুত তাদের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং কতক দ্রুত রাগান্বিত হয়, দ্রুত ঠাণ্ডা হয় এবং কতক দেরিতে রাগান্বিত ও দেরিতে ঠাণ্ডা হয়। দু'দিক সমান সমান। আর তাদের কতক দেরিতে ঠাণ্ডা হয়, দ্রুত ক্রুদ্ধ হয়। শুনে রাখো। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা যারা দেরিতে রাগান্বিত হয় ও দ্রুত ঠাণ্ডা হয় এবং নিকৃষ্ট তারা যারা দ্রুত রাগান্বিত হয় ও দেরিতে ঠাণ্ডা হয়। শোনো! মানুষের মধ্যে কতক এমন যারা (পাওনা) প্রদানে ভালো, তাগাদায়ও ভালো, কতক আদায়ে মন্দ তাগাদায় ভালো এবং কতক তাগাদায় মন্দ, আদায়ে ভালো। দু'দিক সমান সমান। আর কতক আছে প্রদানে মন্দ, তাগাদায়ও মন্দ। শুনে রাখো! এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা যারা আদায়ে ভালো,তাগাদায়ও ভালো এবং নিকৃষ্ট তারা যারা প্রদানে মন্দ, তাগাদায়ও মন্দ। জেনে রাখো, ক্রোধ হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে (আগুনের) অঙ্গার। তোমরা কি তার দু'চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং ঘাড়ের রগগুলো ফুলে ওঠা লক্ষ্য করোনি? সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ অবস্থা অনুভব করবে সে যেনো মাটির সংগে লেগে থাকে। অর্থাৎ নিজ অবস্থানে স্থির থাকে। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়েতে প্রদত্ত রাসূল (সা.) খুতবা

الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه المرغوب فيما عنده - النافذ امره فى سمائه وارضه - الذى خلق الخلق بقدرته وميزهم باحكامه واعزهم بدينه - واكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - ثم ان الله تعالى جعل المصاهرة نسبا لاحقا وامرا مفترضا - ووشح به الارحام والزمه الانام - قال تبارك اسمه وتعالى ذكره - وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا - يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ثم ان ربى امرنى ان ازوج فاطمة من على بن ابى طالب - وقد زوجتها اياه على اربعمائة مثقال فضة - ان رضى بذالك على -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি প্রশংসিত তাঁর নি'আমত গুণে, যিনি উদ্ভাসিত তাঁর ক্ষমতাগুণে, যিনি ভীতিযোগ্য তাঁর আযাবের কারণে এবং যিনি কাম্য তাঁর কাছে যা আছে তার কারণে। যাঁর হুকুম চলে তাঁর আসমানে ও তাঁর যমীনে। যিনি সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত দিয়ে, তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন তাঁর বিধি-বিধান দিয়ে, তাদের সম্মানিত করেছেন তাঁর দ্বীন দিয়ে এবং মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা.)কে দিয়ে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দাম্পত্য সম্বন্ধকে করেছেন চলমান বংশ সূত্র ও অবশ্য করণীয় বিষয়। তা দিয়ে আত্মীয়তার জাল বুনেছেন এবং মানবজাতির জন্য তা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বরকতময় নামের অধিকারী মহান আলোচনার ধারক সত্তা বলেছেন, 'তিনি সে সত্তা যিনি পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এবং তাকে করেছেন বংশ ধারা ও দাম্পত্য ধারা। তোমার প্রতিপালক মহা ক্ষমতাবান। সুতরাং আল্লাহর আদেশ তাঁর ফায়সালা (কাযা) অভিমুখে চলমান হয় এবং প্রত্যেক ফায়সালার নির্ধারিত রূপ (কদর) রয়েছে এবং প্রত্যেক নির্ধারিত বিষয়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখেন, তাঁর কাছে আছে মূল গ্রন্থ।

তারপর আমার প্রতিপালক আলী ইবনে আবু তালিবের সংগে ফাতিমাকে বিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। এখন আমি তাকে তার সংগে চারশ'

www.pathagar.com

মিছকাল রূপার শর্তে বিয়ে দিলাম, যদি আলী তাতে সম্মত থাকে। (জামহারাতু খুতাবিল আরব)

রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পাঁচ দিন পূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

কা'ব বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত প্রিয় রাসূল (সা.) বলেন :

لم يكن نبى والا وله خليل من امته وان خليلى ابو بكر بن ابى قحافة وان الله اتخذ صاحبكم خليلا ، الا وان الامم قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد وانى انهاكم عن ذالك اللهم هل بلغت ثلاث مرات ثم قال اللهم اشهد ثلاث مرات واغمى عليه هنيئة - ثم قال الله ، الله فى ما ملكت ايمانكم اشبعوا بطونهم واكسوا ظهورهم والينوا القول لهم -

কোনো নবীই এমন হন না যার জন্যে তার উম্মতের মাঝে কোনো বন্ধু থাকে না, হ্যাঁ, আমার বন্ধু হচ্ছে, আবু বকর বিন আবি কোহাফা (রা.)। অবশ্যই তোমাদের সাথীকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন।

শোনো, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিলো। সাবধান! আমি তোমাদের এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছি। হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার কথা পৌঁছিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেন। এরপর বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। একথাও তিনি তিনবার বলেন। এরপর কিছুক্ষণের জন্যে রসূল (সা.) হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। যখন (হুঁশ ফিরে আসে) তখন আবার বলেন—দেখো, আমি তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করতে বলছি। শোনো—তাদের পেটে খাবার দিয়ো, তাদের পিঠে কাপড় দিয়ো, তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলো। (তাবারানী)

www.pathagar.com

তাবুকের ময়দানে ২৩ হাজার মুজাহিদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

প্রথমে আল্লাহর রাসূল (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে হামদ ও ছানা পাঠ শেষে বলেন :

ان الحمد لله ـ نحمده ونستعنه ـ من يهده الله فلا مضل له ـ ومن يضلله فلا هادى له ـ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ـ واشهد ان محمداعبده ورسوله ـ اما بعد ـ فان اصدق الحديث كتاب الله ـ واوثق العرى كلمة التقوى ـ وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد ـ واشرف الحديث ذكر الله ـ واحسن القصص هذا القران ـ وخير الامور عوازمها ـ وشر الامور محدثاتها ـ واحسن الهدى هدى الانبياء ـ واشرف الموت قتل الشهداء ـ واعمى العمى الضلالة بعد الهدى ـ وخير الاعمال ما نفع ـ وخير الهدى ما اتبع ـ وشر العمى عمى القلب ـ واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر والهى ـ وشر المعذرة حين يحضر الموت ـ وشر الندامة يوم القيامة ـ ومن الناس من لا يأتى الجمعة الا دبرا ـ منهم من لا يذكر الله الا هجرا ـ ومن اعظم الخطايا اللسان الكذاب ـ وخير الغنى غنى النفس ـ وخير الزاد التقوى ـ ورأس الحكم مخافة الله عز و جل ـ وخير ما وقر فى القلوب اليقين ـ والارتياب من الكفر ـ والنياحة من عمل الجاهلية ـ والغلول من حر جهنم ـ والسكركى من النار ـ والشعر من ابليس والخمر جماع الاثم ـ وشر المأكل مال اليتيم ـ والسعيد من وعظ بغيره ـ والشقى من شقى فى بطن امه ـ وانما يصير احدكم الى موضع اربعة اذرع ـ والامر الى الاخرة ـ وملاك العمل خواتمه ـ وشر الرؤيا ورؤيا الكذب ـ وكل ما هو ات قريب ـ وسباب المؤمن فسوق ـ وقتاله كفر ـ واكل لحمه من معصية الله ـ وحرمة ماله كحكمة دمه ـ ومن يتأل على الله يكذبه ـ ومن يغفر يغفر له ـ ومن يعف يعف الله عنه ـ ومن يكظم الغيظ يأجره الله ـ

www.pathagar.com

ومن يصبر على الرزية يعضه الله - ومن يتبع السمعة يسمع الله به - ومن يتبع السمعة يسمع الله به - ومن يتصبر يضاعف الله له - ومن يعص الله يعذبه الله - واستغفر الله - واستغفر الله - واستغفر الله -

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات- اللهم انصر من نصر الدين ، واجعلنا منهم - واخذل من خذل المسلمين - ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله - ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى - وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى - يعظكم لعلكم تذكرون - اذكروا الله يذكركم - وادعوه يستجب لكم - ولذكر الله اعلى واهم واجل واكبر -

আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে গোমরাহ্ করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হ্যাঁ তোমরা শোনো, সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহ্র কালাম 'কিতাবুল্লাহ্'। তাকওয়ার কালেমা হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত রশি। সবচেয়ে উত্তম মিল্লাত হচ্ছে ইবরাহীমের মিল্লাত। সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে আল্লাহ্র রাসূল (মুহাম্মদ সা.)-এর আদর্শ, উত্তম যিকর হচ্ছে আল্লাহ্র যিকর, সুন্দরতম কাহিনী হচ্ছে এই কুরআন। সবচেয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীনের নামে নতুন কিছু চালু করা। সর্বোত্তম পথ হচ্ছে নবীদের দেখানো পথ। উত্তম মৃত্যু হচ্ছে শহীদের মৃত্যু। বড় অন্ধত্ব হচ্ছে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) হেদায়াত পাওয়ার পরও গোমরাহী বেছে নেয়া। উত্তম আমল হচ্ছে যা উপকার বয়ে আনে। উত্তম হেদায়াত হচ্ছে যার আনুগত্য করা যায়। নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হচ্ছে মরে অন্ধত্ব। (মনে রাখবে) নিচের হাত থেকে ওপরের হাত উত্তম। নিকৃষ্ট ওযর হচ্ছে যা মৃত্যুর সময় পেশ করা হয়। নিকৃষ্ট অনুশোচনা হচ্ছে কিয়ামত দিবসের অনুশোচনা। এমনকিছু লোক আছে যারা খুব দেরি করে জুম'আতে আসে। কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহ্র যিকর করে না, করলেও তা

www.pathagar.com

অল্প পরিমাণে করে। অপরাধের বড় হাতিয়ার হচ্ছে মিথ্যাবাদী জিহ্বা। উত্তম ধনাঢ্যতা হচ্ছে মনের দিক থেকে ধনী হওয়া। উৎকৃষ্ট পুঁজি হচ্ছে তাওয়ার পুঁজি। সব জ্ঞান-প্রজ্ঞার মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। অন্তরে যে জিনিস জমে যায় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে একীন বা বিশ্বাস। (দ্বীনি আকীদা বিশ্বাসে) সংশয় সন্দেহ পোষণ করা কুফরী। মৃতদের জন্যে চিৎকার করে মাতম করা জাহেলী জামানার (কাফেরদের) অভ্যাস। শোনো! আত্মসাৎ হচ্ছে জাহান্নামের উত্তাপ। মাদক সেবন হচ্ছে দোযখের আগুনের দাগ লাগানো, কবিতা (অশ্লীল ও শরীয়তবিরোধী গান, গজল) হচ্ছে ইবলিসের কাজ। (মনে রাখবে) মাদকদ্রব্য সব পাপ পুঞ্জীভূত করে নিয়ে আসে। নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে এতিমের সম্পদ। অর্থাৎ এতিমের সম্পদ যুলুম করে খাওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। ভাগ্যবান বা ভালো মানুষ তো সে, যে অপরের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আর বদনসীব বা খারাপ মানুষ হচ্ছে সে, যে মায়ের পেটে থাকতেই তার দুর্ভাগ্য লিখে দেয়া হয়েছে। হে লোকেরা! (শেষ পর্যন্ত) তোমাদের প্রত্যেককেই চার হাত (সংকীর্ণ অন্ধকার) জায়গায় যেতে হবে। তারপর আসল জীবন হবে আখিরাতে। কর্মের ফলাফল নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর। নিকৃষ্ট স্বপ্ন হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন। অর্থাৎ (না দেখেই বলে ফেলা, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি। এটা বড় কবীরা গুনাহ্)। যা ভবিষ্যতে আসবে তা নিকটবর্তী গণ্য করতে হবে। মুমিনদের গালাগালি করা ফাসেকী এবং তাদের হত্যা করা কুফরী, মুমিনের গোশত খাওয়া অর্থাৎ গীবত করা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর নামান্তর। মুমিনের সম্পদের মর্যাদা তার জীবনের মর্যাদার সমান। যে আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা করবে, তাকে তিনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। যে অপরের দোষ ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন। যে অন্যের ভুল ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে, আল্লাহ্‌ও তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। যে রাগ দমন করে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা সওয়াব দান করবেন। যে বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুরস্কার বা বিনিময় দান করবেন। যে ব্যক্তি (মানুষের) শোনাবার জন্যেই ভালোকিছুর অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'আলাও শুধু তাকে শোনানোর ব্যবস্থা করবে, কোনো সওয়াব সে পাবে না)। যে বেশি বেশি ধৈর্য্য ধারণ করবে সে ধৈর্য্যের সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আরো বাড়িয়ে দান করবেন। যে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই, আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই, আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই।

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্, সব মুমিন মুসলিম নারী-পুরুষকে তুমি ক্ষমা করো। তাদের জীবিতদের এবং মৃত্যদেরও ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি দ্বীনের সাহায্য করেছে তাকে তুমি সাহায্য করো এবং তাদের সাথে আমাদের শামিল করো। যারা মুসলমানদের অপমানিত করেছে তাদের তুমি অপমানিত করো, আর তাদের সাথে আমাদেরকে শামিল করো না। হে আল্লাহ্র বান্দারা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়া করুন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় ইনসাফ ও অনুগ্রহের আদেশ দান করেছেন, আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে বলেছেন এবং অশ্লীল কার্যক্রম, অন্যায় ও সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যেনো তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করো, তিনিও তোমাদের স্মরণ করবেন। তাঁর কাছে দু'আ করো, তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। আল্লাহ্র যিকরই সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ, বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (খোতবাতে মোহাম্মদী, আল কুরআন একাডেমী, লন্ডন)

মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ভাষণ

মক্কা অভিযানের কারণ

খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূল (সা.) নিজের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার আলোকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবেই ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে, এখন থেকে ইনশাআল্লাহ্ আমরাই কুরাইশদের উপর হামলা চালাবো। হুদায়বিয়া চুক্তি সম্পাদনের কারণে কুরাইশরা সরাসরি মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালানো থেকে বিরত থাকে। রাসূল (সা.) এই মহা সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদিনার বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। মদিনার ইহুদীরা ইসলামী শক্তিকে সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে যে গোপন সামরিক কেন্দ্র তৈরি করেছিল, রাসূল (সা.) এই সমস্ত আখড়াগুলোও ধ্বংস করে দেন। এখন মদিনার পরিবেশ অনেকটা নিরাপদ। খন্দকের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই বিরতি সময়ে রাসূল (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের দোর্দণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি

www.pathagar.com

সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। ইসলামের রাজনৈতিক অস্তিত্ব, আরব বিশ্বকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন। আরব বিশ্বও বুঝতে সক্ষম হলো, সত্য ও ন্যায়ের এই উদীয়মান শক্তিকে উৎখাত বা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এখন কুরাইশদের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে চলে আসবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ

বনু বকর ও বনু খুযায়ার মধ্যে পূর্ব শত্রুতার জের অব্যাহত থাকায়, তারা প্রতিশোধ ও পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর থাকতো। বনু বকর গোত্র ছিল কুরাইশদের মিত্র আর বনু খুযায়া ছিল রাসূল (সা.)-এর মিত্র। এদিকে ইসলামী শক্তির ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশের মিত্রশক্তি বনু বকরসহ অন্যান্য গোত্রগুলোর কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য পারস্পরিক শত্রুতার ভেদাভেদ ভুলে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়, পারস্পরিক শত্রুতার আগুন সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলে, বনু খুযায়া গোত্র রাসূল (সা.)-এর সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আর বনু বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পূর্ব শত্রুতার জের কিছুদিন নিরবে কেটে গেলেও, শেষ পর্যন্ত পূর্ব শত্রুতার বারুদের বিস্ফোরণ ঘটলো। বনু বকর এই সন্ধি চুক্তিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে একদিন অতর্কিতভাবে বনু খুযায়া গোত্রের উপর হামলা চালায়। এই আকস্মিক হামলায় বনু খুযায়া গোত্রের কয়েকজন লোক মারা যায়। কুরাইশরা এ হামলায় বনু বকর গোত্রকে ইন্ধন যোগাতে থাকে এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। কুরাইশদের সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে বনু বকর গোত্র তাদের হামলাকে আরো জোরদার করলো। এমনকি তারা হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণকারী বনু খুযায়া গোত্রের লোকদেরকে উপাসনারত অবস্থায়ও ক্ষমা করলো না। এভাবে কুরাইশরা হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তিকে পদদলিত করলো। বনু খুযায়ী গোত্রের আমর ইবনে সালেম রাসূল (সা.)-এর কাছে ফরিয়াদ জানালো। এ অবস্থায় মৈত্রি চুক্তির আলোকে বনু খুযায়া গোত্রকে সাহায্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। রাসূল (সা.) কুরাইশ নেতাদের কাছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য তিনটি দাবি জানালেন।

১. নিহত ব্যক্তিদের জন্য বনু খুযায়া গোত্রকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাও।

www.pathagar.com

২. বনু বকরের সমর্থন পরিহার কর।

৩. প্রথম দুটোর বিকল্প হিসেবে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি বাতিল হবার ঘোষণা দাও।

ইসলামী শক্তির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কুরাইশরা দিশেহারা হয়ে তৃতীয় পথটি বেছে নিলো, অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি বাতিল ঘোষণা করলো।

সন্ধিচুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ

সন্ধিচুক্তি বাতিল ঘোষণা করে কুরাইশরা মহা দুশ্চিন্তায় পড়লো। কারণ, তাদের না আছে সামরিক শক্তি আর না আছে অর্থনৈতিক শক্তি। মুসলমানদের সাথে কয়েকটা যুদ্ধে তাদের মূল্যবান বীর যোদ্ধারা মারা যাওয়ায় সামরিক শক্তির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, আর অর্থনীতির বারোটা বেজে গেছে। মক্কার কুরাইশদের সাহায্যকারী ইহুদী শক্তিও তখন সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে।

অবশেষে মক্কার সবচেয়ে বড় কাফের নেতা আবু সুফিয়ান দিশেহারা হয়ে সন্ধিচুক্তি নবায়নের জন্য মদিনার পথে পাড়ি জমালেন। সেখানে সে এমন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলো, যা সে কল্পনাও করতে পারেনি। নিজের মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবার গৃহে গিয়ে বিছানায় বসতে উদ্যত হলে কন্যা ছুটে এসে বিছানা সরিয়ে নিয়ে বললো, 'আপনি মুশরিক থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাসূলের পবিত্র বিছানায় বসতে পারেন না।'

এরপর আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলো রাসূল (সা.)-এর কাছে। আবু সুফিয়ানের কথায় রাসূল (সা.) কোনো জবাব দিলেন না। তারপর গেলেন আবু বকরের (রা.) কাছে। অনুরোধ করলেন, তিনি যেনো রাসূল (সা.)-এর সন্ধিচুক্তি নবায়নের ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু আবু বকর (রা.)ও তাকে নিরাশ করলেন। এরপর গেলেন হযরত ওমর (রা.)'র কাছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যদি কাঠের টুকরো ছাড়া অন্যকিছু না পাই, তবে সে কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে হলেও তোমাদের সাথে জিহাদ করবো। আবু সুফিয়ান এরপর গেলেন আলী (রা.)'র কাছে, হযরত ফাতেমা (রা.) ও হযরত হাসান (রা.) তখন আলী (রা.)'র সাথে ছিলেন। আবু সুফিয়ান বললো, হে আলী! তোমার সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক সবচেয়ে

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ। আমি একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। যেমন হতাশ হয়ে এসেছি, তেমন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে চাই না। তুমি আমার জন্য মুহাম্মদের কাছে একটু সুপারিশ করো। হযরত আলী (রা.) বললেন, আবু সুফিয়ান! তোমার জন্য আফসোস, রাসূল (সা.) একটা ব্যাপারে সংকল্প করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাঁর সাথে কোনো কথা বলতে পারি না। এরপর আবু সুফিয়ান ফাতেমা (রা.)'র প্রতি তাকিয়ে বললেন, তুমি কি তোমার সন্তানকে এ মর্মে আদেশ করতে পারো, সে লোকদের মধ্যে আশ্রয়দানের ঘোষণা দিয়ে সব সময়ের জন্যে আরবদের সর্দার হবে? হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার এ সন্তান লোকদের মধ্যে আশ্রয়দানের ঘোষণা দেয়ার যোগ্য হয়নি। তাছাড়া রাসূল (সা.)-এর উপস্থিতিতে কেউ আশ্রয় দিতেও পারবে না।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আবু সুফিয়ান দু'চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার দেখলো। এ কঠিন পরিস্থিতিতে আবু সুফিয়ান কম্পিত কণ্ঠে আলী (রা.) কে বললো, আবুল হাসান, আমি লক্ষ্য করছি, বিষয়টি জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই আমাকে একটা উপায় বলে দাও। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমার জন্যে কল্যাণকর কিছু জানি না। তবে তুমি বনু কেনানা গোত্রের নেতা হিসেবে তাদের নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে দাও। এরপর মক্কায় ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান বললো, তুমি কি মনে করো এটা আমার জন্য কল্যাণকর হবে? হযরত আলী (রা.) বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তা মনে করি না। তবে এছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে বলেও মনে হয় না। আবু সুফিয়ান মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করছি। এরপর উটের পিঠে চড়ে মক্কায় চলে গেলো।

মদিনার খবর জানতে কুরাইশ নেতারা আবু সুফিয়ানকে ঘিরে ধরলো। আবু সুফিয়ান বললো, কথা বলেছি, কিন্তু কোনো জবাব মেলেনি। আবু কুহাফার পুত্রের কাছে গেছি, কিন্তু ভালো কিছু পাইনি। ওমর বিন খাত্তাবের কাছে গেছি। তাকে মনে হয়েছে সবচেয়ে কট্টর দুশমন। এরপর আলীর কাছে গেলাম তাকে মনে হয়েছে সবচেয়ে নরম। তিনি আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছেন, আমি সে অনুযায়ী কাজ করেছি। জানি না সেটা কল্যাণকর হবে কিনা? লোকেরা জানতে চাইলো সেটা কী? আবু সুফিয়ান বললো, আলী

www.pathagar.com

পরামর্শ দিয়েছেন, আমি যেনো লোকদের মাঝে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করি, অবশেষে তাই করেছি।

কুরাইশ নেতারা বললো, মুহাম্মদ কি তোমার নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছেন? আবু সুফিয়ান বললো, না তা করেননি। কুরাইশ নেতারা বললো, তোমার সর্বনাশ হোক! আলী তোমার সাথে স্রেফ রসিকতা করেছেন। আবু সুফিয়ান বললো, এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। (আর রাহীকুল মাকতুম)

মক্কা অভিযানের গোপন প্রস্তুতি

রাসূল (সা.) কালবিলম্ব না করে ঘোষণা দিলেন, মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করা হোক। তিনি নিজের ঘরেও অস্ত্র তৈরি করার আদেশ দিলেন। তবে কোথায় এবং কোনদিকে যুদ্ধযাত্রা হবে, সেটা কাউকে জানতে দিলেন না। এমনকি হযরত আয়েশা (রা.)ও তা জানতে পারলেন না। তবে অধিকাংশ লোক মনে করছিল, এবার হয়তো মক্কা আক্রমণ হবে। কেননা এতো বিপুল সৈন্য আর কোথাও নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

এদিকে বদরী সাহাবী হযরত হাতের ইবনে আবি বালতায়া (রা.)'র পরিবার পরিজন মক্কায় কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং কোনো গোত্রই তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়নি। তাই তিনি মক্কা অভিযানের কথা চিঠি লিখে কুরাইশদের জানানোর চেষ্টা করেন। এই চিঠি পৌঁছানোর জন্য অর্থের বিনিময়ে এক মহিলাকে নিয়োগ করেন। মহিলা চিঠিটি খোঁপার ভেতর লুকিয়ে রেখে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ওহী মারফত এই চিঠির খবর জানতে পারেন। তিনি হযরত আলী, হযরত মিকদাদ, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আবু মারসাদ গানাবী (রা.)কে ডেকে বললেন, তোমরা চারজন রওযা খাখে যাও। সেখানে উটের পিঠে আরোহীত এক মহিলাকে পাবে। তার কাছে একটি চিঠি আছে, কুরাইশদের কাছে পাঠানোর জন্যে। এ চার সাহাবী মহিলার পিছু ধাওয়া করে, তাকে গ্রেফতার করলো এবং এই চিঠি উদ্ধারের জন্য ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে উদ্ধার করতে পারলো না। হযরত আলী (রা.) বললো, হয় চিঠি দাও নয়তো তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়বো। মহিলা বললো, আপনারা একটু ঘুড়ে

www.pathagar.com

দাড়ান, আমি চিঠি বের করে দিচ্ছি। এ কথা বলে, মহিলাটি তার খোঁপা থেকে চিঠি বের করে সাহাবীদের দিলো। এ চিঠি নিয়ে তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে চলে আসেন। চিঠিতে মুসলমানদের মক্কা অভিযানের আগাম সংবাদ দেয়া হয়েছিল।

রাসূল (সা.) আবু বালতায়াকে ডেকে বললেন, এটা তুমি কী করেছো? আবু বালতায়া বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমি মুরতাদ হয়ে যাইনি। মক্কায় আমার পরিবার অরক্ষিত রয়েছে। মুহাজিরদের মধ্যে একমাত্র আমার কোনো আত্মীয়স্বজন মক্কায় নেই। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমি এমনটি করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! বালতায়া আমানতের খিয়ানত করেছে, সে মুনাফিক হয়েছে। আপনি অনুমতি দিন, আমি তার শিরশ্ছেদ করি।' রাসূল (সা.) বললেন, দেখো ওমর! সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আগের ও পরের অপরাধ আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

এতোবড় ভুল রাসূল (সা.) এজন্য ক্ষমা করেন যে, আবু বালতায়া (রা.) নিষ্ঠাবান, ঈমানদার ও বদরী সাহাবী ছিলেন। এই পদস্খলনটা ছিল তার মানবীয় দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি।

মক্কার পথে মুসলিম বাহিনী

রাসূল (সা.) ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ১০ রমজান মদিনা থেকে রওনা হলেন। রাসূল (সা.) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অসাধারণ সমরনায়ক হিসেবে এমন পেঁচানো রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলেন যে, কুরাইশ টহলদার পর্যবেক্ষণ বাহিনী ঘুণাক্ষরেও মুসলিম বাহিনীর সন্ধান পেলো না। মুসলিম বাহিনী সবাইকে হতবাক করে মক্কার উপকণ্ঠে গিয়ে শিবির স্থাপন করলো।

রাসূল (সা.) ঘোষণা দিলে প্রত্যেক সৈনিক রাতে নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা আগুন জ্বালায়। আবু সুফিয়ান বিন হাবর, হাকীম বিন হিযাম ও বুদাইল বিন ওয়াকারের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লো। পাহাড়ের উপর থেকে তারা হাজার হজার

www.pathagar.com

চুলা জ্বলতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। ভাবলো কি সর্বনাশ! এতোবড় সেনাবাহিনী চলে এসেছে মক্কার উপকণ্ঠে। হযরত আব্বাস তাদের কাছ দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনি কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আবু সুফিয়ানকে ডাকলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, 'মুহাম্মদ (সা.) আজ তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে চলে এসেছেন। আজ কুরাইশদের উপায় নেই।' আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো, 'এখন বাঁচার উপায় কী?' আব্বাস (রা.) বললেন, 'আমার সাথে আমার খচ্চরের উপর বসে পড়। রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে কথা বলবে।' খচ্চর সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় প্রতি কদমে সৈনিকরা জিজ্ঞেস করলো, 'কে যাচ্ছে?' হযরত আব্বাস নিজের পরিচয় দিতেই পথ ছেড়ে দিতে লাগলো। নিকটে গেলে হযরত ওমর (রা.) দেখে ফেললেন এবং আবু সুফিয়ানকে চিনতে পেরে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'ওহে আবু সুফিয়ান আজ তোমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি'—বলেই হত্যার অনুমতি নেয়ার জন্য রাসূল (সা.)-এর কাছে ছুটে গেলেন। হযরত আব্বাস (রা.) খচ্চর জোরে ছুটিয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছলেন। হযরত ওমর (রা.) আগেই নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, 'আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি।' এ পর্যায়ে রাসূল (সা.)-এর সাথে আবু সুফিয়ানের যে কথাবার্তা হয় তা নিম্নরূপ :

রাসূল (সা.) : কী হে আবু সুফিয়ান, এখনো কি তোমার বিশ্বাস আসেনি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই?

আবু সুফিয়ান : আর কোনো মাবুদ থাকলে, আজ আমাদের রক্ষা করতো।

রাসূল (সা.) : আমি যে আল্লাহ্র রাসূল এ ব্যাপারে কী কোনো সন্দেহ আছে?

আবু সুফিয়ান : এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ আছে।

হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে বুঝতে পেরে বললেন, 'আরে ওসব বাদ দাও, সোজাসুজি ইসলাম গ্রহণ করো।' সকালের মধ্যেই মক্কার প্রধান প্রধান নেতারা পরিস্থিতির চাপে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলো।

এদিকে হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে আবু সুফিয়ানকে একটা পাহাড়ের উপর নিয়ে দাঁড় করালেন। যাতে সে মুসলিম বাহিনীকে এক নজর দেখতে পারে। প্রথমে বনু গেফার, তারপর একে একে জুহায়না, বুযায়েম, সুলায়েম এবং সবার শেষে আনসার বাহিনীগুলো নিজ নিজ পতাকা

www.pathagar.com

বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান প্রতিটি বাহিনীর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। সা'দ বিন উবাদা সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন আর স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে বলছেন, 'আজ তুমুল যুদ্ধের দিন'... 'আজ কা'বার চত্বর উন্মুক্ত করার দিন।' সবার শেষে রাসূল (সা.)কে বহনকারী প্রাণীটি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সামনে যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) পতাকা বহন করে যাচ্ছিলেন ; রাসূল (সা.) যখন সা'দ বিন উবাদার স্লোগান শুনলেন, তখন মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে, তার কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তার ছেলের হাতে অর্পণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'আজকের দিন কা'বার শ্রেষ্ঠত্বের দিন এবং সদাচার ও ওয়াদা পালনের দিন।' একথার মধ্য দিয়েই রাসূল (সা.) বিজয়োৎসবের নীতি স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর বিজয়োৎসব হবে আগাগোড়া দয়া ও ক্ষমার মহিমায় উজ্জ্বল। তারপর ঘোষণা দেয়া হলো : 'যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে এবং অস্ত্র বহন করবে না, তার প্রাণ নিরাপদ। তবে কেউ যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তবে শাস্তি পাবে।'

আবু সুফিয়ান স্বয়ং মক্কায় উচ্চস্বরে এ ঘোষণা দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। তার মুখে রাসূল (সা.)-এর ঘোষণা উচ্চারিত হতে শুনে তার স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎতা তার গোঁফ টেনে ধরে চিল্লাতে চিল্লাতে বললেন, 'হে বনু কিনানা, এই হতভাগাকে মেরে ফেলো। ও কী বলছে?' হিন্দা আবু সুফিয়ানকে গালি দিতে লাগলো। তা শুনে লোকজন সমবেত হলো, আবু সুফিয়ান তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'ওসব কথা বলে আর লাভ হবে না। এখন কারো ক্ষমতা নেই যে, রাসূল (সা.)-এর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে।'

তারপর রাসূল (সা.) শহরে প্রবেশ করলেন, তখন সারা দুনিয়ার বিজয়ীদের ঠিক বিপরীত বিনয়াবনত মস্তকে প্রবেশ করলেন। [মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)]

মসজিদে হারামে প্রবেশ ও মূর্তি অপসারণ

রাসূল (সা.) মুহাজির ও আনসারদের সাথে নিয়ে কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর কা'বা ঘর তাওয়াফ করেন। সে সময় তাঁর হাতে একটি ধনুক ছিলো।

www.pathagar.com

কা'বার আশেপাশে ও ছাদে সে সময় তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিলো। রাসূল (সা.) হাতের ধনুক দিয়ে সেসব মূর্তিকে গুঁতো দিচ্ছিলেন আর উচ্চারণ করছিলেন, 'সত্য এসেছে, অসত্য চলে গেছে, নিশ্চয়ই অসত্য চলে যাওয়ার মতো।' এ সময় রাসূল (সা.) সূরা ফাতাহ আবৃত্তি করছিলেন।

কা'বা ঘরের চাবি

উসমান বিন তালহা ছিলেন কা'বা ঘরের চাবির রক্ষক। ইসলামী আন্দোলনের সূচনালগ্নে রাসূল (সা.) কা'বা গৃহের দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করলে, তালহা তা খুলে দিতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছিলো। অতঃপর রাসূল (সা.) উসমান বিন তালহাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো : 'একদিন এই চাবি আমার নিয়ন্ত্রণে আসবে। আমি যাকে তা দিতে চাইবো, দেবো।' সে সময় বিন তালহা বললো, 'ঐ দিন আসার আগে বোধহয় কুরাইশরা সবাই মারা যাবে।' রাসূল (সা.) বললেন, 'না সেই দিনটা হবে কুরাইশদের জন্য সত্যিকারের সম্মানের দিন।'

রাসূল (সা.) ইচ্ছা করলে, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে এই চাবি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। বললেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত এ চাবি তোমার ও তোমার বংশের হাতেই থাকবে।' চাবি বিন তালহাকে ফিরিয়ে দেয়ার সময় সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রসিকতা করলেন। বিন তালহা বললো, 'নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।' রাসূল (সা.) বললেন, 'আজকের দিন সদাচার ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন।'

কা'বা গৃহে প্রবেশ করে, রাসূল (সা.) দেখতে পেলেন, দেয়ালে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ছবি আঁকা। উভয়ের হাতে জুয়ারীর তীর। এসব ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ কাফেরদের ধ্বংস করুন। এরা উভয়েই আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। তারা কখনো জুয়া খেলেননি। এ সময় নামাজের সময় হয়ে গেলো, রাসূল (সা.) হযরত বিল্লালকে নির্দেশ দিলেন, কা'বার ছাদে উঠে আযান দিতে।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ভাষণ

মসজিদুল হারামে তখন বিপুল জনসমাগম। জনতা নিজেদের ভাগ্যের ফয়সালা শুনতে উদগ্রীব। রাসূল (সা.) তাদের সম্বোধন করে বললেন : 'এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সমস্ত কাফের সৈন্যদেরকে পরাস্ত করেছেন। আজ সব অহঙ্কার, আভিজাত্য, রক্তের সমস্ত দাবি-দাওয়া এবং সব আর্থিক দাবি আমার পায়ের নিচে। তবে কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি সরবরাহের পদগুলো বহাল থাকবে।

'হে কুরাইশ! এখন আল্লাহ্ তোমাদের জাহেলিয়াতের অহঙ্কার ও বংশীয় আভিজাত্যের সব দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা সব মানুষ আদমের বংশধর। আর আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।' অতপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি শুধু এ জন্য যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে কেবল সেই ব্যক্তিই সম্মানিত, যে অধিকতর সৎ ও সংযত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।'

এরপর একটা আইনগত ঘোষণা দিলেন :

'আল্লাহ্ মদের কেনাবেচা হারাম করেছেন।'

তারপর রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন :

'তোমরা কি জানো আমি আজ তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করবো?'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হয়তো সম্ভবত কুরাইশদের চোখের সামনে তাদের কৃত যুলুম, নির্যাতন, নৃশংসতা, হিংস্রতা ও বর্বরতার দুই দশকের চিত্র মনের আয়নায় ভেসে উঠলো। তাদের বিবেক অনুশোচনায় বিদীর্ণ হয়ে চরম অসহায়ত্ব ও অনুতাপে বলে উঠলো :

'একজন মহানুভব ভাই এবং মহানুভব ভ্রাতুস্পুত্রের মতো।'

রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন :

'তোমাদের ওপর আজ আর কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা মুক্ত।' (সিরাতে ইবনে হিশাম ও মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ ও বিদায় হজ্জের ভাষণ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলিয়াতের সব ভ্রান্ত মতবাদ বিলুপ্ত করে তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে সর্বকালের সর্বযুগের জন্য একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দশম হিজরীর শেষার্ধে অনুভব করেন যে, তাঁর পৃথিবীতে অবস্থানের মেয়াদকাল সম্ভবত শেষ হয়ে আসছে। সেজন্য তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে (রা.) ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণকালে বলেছিলেন :

> 'হে মু'আয! সম্ভবত এ বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হয়তো তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে।'

এ কথা শুনে হযরত মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিরবিদায়ে কাঁদতে লাগলেন। (আর রাহীকুল মাখতুম)

তাছাড়া সূরা নাসর নাযিল হওয়ার মধ্য দিয়েও রাসূল (সা.)-এর ওফাতের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, এ সূরা নাযিল হওয়ার পর কোনো এক মজলিসে হযরত ওমর (রা.) সাহাবীদের নিকট এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সাহাবীগণ বিভিন্নজন বিভিন্ন উত্তর দিয়েছিলেন। সে মজলিসে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রা.) দিকে তাকালেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন বিধায় উত্তর দিতে অনেকটা ইতস্তত করছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে অভয় দিয়ে বললেন, নির্দ্বিধায় বলো। তিনি বললেন, হযরত রাসূল (সা.)-এর ওফাতের আভাস এ সূরায় পাওয়া যায়।

মোটকথা, যখন রাসূল (সা.) বুঝতে পারলেন যে, দুনিয়ার মেয়াদকাল সম্ভবত শেষ হয়ে আসছে, তাই তিনি বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের সামনে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র এবং শরীআতের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাছাড়া আল্লাহ্পাক চেয়েছিলেন তাঁর রাসূল ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার ফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাবেন। আল্লাহ্পাকের এরূপ ইচ্ছানুযায়ী রাসূল (সা.) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্ব গমনের ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

ঘোষণা অনুযায়ী আরবের মুসলমানরা দলে দলে মদীনায় এসে সমবেত হতে থাকেন। হাদীস শরীফে আছে : 'ইতোমধ্যে মদীনায় প্রচুর লোকের সমাগম হলো। উপস্থিত জনতার প্রত্যেকেই মনেপ্রাণে কামনা করছিলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হজ্ব সম্পন্ন করবেন ও তিনি যা করবেন তারাও তা করবেন।' (আহম্মদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হজ্বে গমনের সংবাদ সারা আরব জাহানে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে একটা অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, দেশ-দেশান্তর, ধূসর মরুভূমি অতিক্রম করে লোকজন দলে দলে মদীনায় এসে জমায়েত হতে লাগলো। মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কতো লোক সমবেত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা ছিল দুষ্কর। এককথায় এটা ছিল এক জনসমুদ্র। ডানে-বামে, পিছনে-সামনে যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। (নবীয়ে রহমত) রাসূল (সা.) দশম হিজরীর যিলকা'দ মাসের পাঁচদিন বাকি থাকতে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় দশ দিনের কথাও বলা আছে।

প্রত্যেকের হৃদয় মন বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত ও হজ্বব্রত পালনের আনন্দে উদ্বেলিত। যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে একটি খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় তিনি হজ্ব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপস্থিত জনতাকে তালিম দেন। তারপর চার রাকা'আত যুহরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর মাথায় তেল লাগালেন, এবং চিরুনী দিয়ে তা পরিপাটি করলেন। লুঙ্গি পরিধান করলেন এবং গায়ে চাদর জড়ালেন। কুরবানীর পশুকে সাথে নিলেন। যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর সাথে তাঁর বিবিগণও ছিলেন। তিনি মক্কার দিকে চলতে লাগলেন। উপস্থিত জনতাও চলতে লাগলেন। এক সময় তিনি যুল-হুলায়ফা এসে উপস্থিত হলেন। উল্লেখ্য যে, যুলহুলায়ফা মীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। তখনও আসরের নামাজের সময় হয়নি। তিনি দুই রাক'আত আসরের নামাজ আদায় করেছিলেন অর্থাৎ কসর আদায় করেছিলেন। (আর রাহীকুল মাকতুম)

রাত্রী যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবু নির্মাণের আদেশ দেন। তাবু নির্মাণ হলো। তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যুল-হুলায়ফায় রাত্রি যাপন করলেন।

www.pathagar.com

সেখানে তাঁর স্ত্রীরা সবাই ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় নয়জন। পরদিন সকালে তিনি উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন :

> 'এ রাত্রিতে আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক এসে বললেন, এ বরকতময় প্রান্তরে নামাজ আদায় করুন এবং বলুন, হজ্বের মধ্যে উমরাও রয়েছে।' (আর রাহীকুল মাখতুম)

জোহরের নামাজের আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুলহুলায়ফায় অবস্থান করলেন। ইহরামের জন্য তিনি পুনরায় জোহরের নামাজের আগে নতুন করে গোসল করলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেছন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তাঁর মাথা খিতমী ও আশনান (দুই প্রকার ঘাস) দ্বারা ধৌত করলেন।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

তবে হযরত আয়েদ ইবন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে গোসল করেছেন। গোসলের পর হযরত আয়েশা (রা.) নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দেহ মুবারকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : 'হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরামের আগে এবং হালাল হওয়ার জন্য তাঁর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম যাতে মিশক থাকতো।' (মিশকাতুল মাসাবীহ)

এরপর রাসূল (সা.) উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করেন। সে সাথে তিনি সাহাবীদেরকেও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে বললেন। কারণ হযরত জিবরীল (আ.) তাঁকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করার জন্য নির্দেশ দেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত যায়েদ ইবনে আল জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন :

> 'রাসূল (স.) বলেছেন, আমার কাছে হযরত জিবরীল (আ.) এসে বলে গেলেন, আপনার সাথীদেরকে বলুন, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করেন। কেননা তালবিয়া হজ্বের অন্যতম নিদর্শন।' (মিশকাতুল মাসাবীহ)

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের কারণ সম্বন্ধে রাসূল (সা.) বলেন :

> 'যে কোনো মুসলমান তালবিয়া পাঠ করে, তার সাথে তার ডানে-

www.pathagar.com

বামে যাকিছু রয়েছে—পাথর, বৃক্ষ অথবা মাটির টিলা, এমনকি জমির এদিক ঐদিক শেষ সীমানা পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে, সবাই তালবিয়া পাঠ করে থাকে।' (ওয়ালী উদ্দিন আল খতীব)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অব্যাহত গতিতে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সাথে অসংখ্য নর-নারীর সমাগম। পরিধানে সবারই সেলাইবিহীন শুভ্র বস্ত্র, মাথায় এলানো কেশ, মুখে বিশ্বপ্রভুর গুণ কীর্তন লাব্বায়েক, লাব্বায়েক মধুর ধ্বনি। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, দাস-মনিবে কোনো পার্থক্য নেই আজ। আজ সবার পরিধানে একই পোশাক, মুখে একই বাণী। সবারই এক ধ্যান-ধারণা, একই কামনা, একই আশা, একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য। সাম্যের কী হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য মানব মাত্রই যে এক মায়ের সন্তান, সবাই যে ভাই-ভাই—দীর্ঘকাল পর এ মহাসত্য জগত আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। প্রত্যক্ষ করছে মানবতা আজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক হৃদয়স্পর্শী অনুপম দৃশ্যে দৃশ্যমান। আল্লাহ্র কী কুদরত! এ মানুষগুলোই তো কিছুদিন পূর্বে একে অপরের, এমনকি ইসলামেরও ঘোর শত্রু ছিল, লিপ্ত চিল বিভিন্ন দেব-দেবির অর্চনায়। কিন্তু ইসলাম আজ তাদেরকে সুদৃঢ় এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। পৌত্তলিকতার বেদীমূল হতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করেছে। ইসলাম তাদের মন-মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। শিক্ষা দিয়েছে সাম্য-মৈত্রী, প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসা। বিভেদ বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্যের শিক্ষা। ফলে তারা আজ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লৌহ প্রাচীরের মতো সুদৃঢ় ও অজয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন)

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অপার জনসমুদ্র বেষ্টিত হয়ে ধীরে ধীরে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লাব্বায়িকা, লাব্বায়িকা বলে মধুর স্বরে তালবিয়া পাঠ করলে সহস্র কণ্ঠ হতে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতো। পাহাড়-পর্বত, মনোমুগ্ধকর গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠতো। (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর অব্যাহত রাখলেন। পথে রাওহা, ওয়াসায়া প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে এক সময় 'আরজ' নামক স্থানে এসে উপনীত হন। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করলেন। সবাই এসে উপস্থিত হলে রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর মালপত্র বোঝাইকৃত উট যার তত্ত্বাবধানে ছিল—তিনি তখনো এসে তাদের সাথে মিলিত হতে

www.pathagar.com

পারেননি। কিছুক্ষণ পর তিনি উটবিহীন অবস্থায় হাযির হলেন। উটের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানালেন উট হারিয়ে গেছে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) খুবই রেগে গেলেন এবং তাকে প্রহার করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃদু হেসে কেবল এতোটুকু বললেন, দেখো, দেখো, ইহরামকারীর কাজ দেখো। কিন্তু তিনি তাকে প্রহার করতে নিষেধ করলেন না। (আস-সীরাহ্ আল হালাবিয়্যা)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক সময় আবওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে সারেফে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঋতুস্রাব শুরু হয়। তিনি বলেন :

> 'যখন আমরা সারেফ-এ এসে উপনীত হলাম, তখন আমার ঋতুস্রাব শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার কাছে এসে দেখলেন, আমি কাঁদছি। তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছো। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা তো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রেখেছেন। অন্যান্য হাজীরা যা যা করবে তুমিও তাই করবে, কেবল পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না।' (মিশকাতুল মাসাবীহ)

রাসূল (সা.) এক সপ্তাহ সফর শেষে সেখান থেকে যী-তুওয়া নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। দিনটি ছিল দশম হিজরীর যিলহজ্ব মাসের চার তারিখ রবিবার। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এখানে রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন ফজরের নামাজ আদায় করে গোসল করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। যিলহজ্ব মাসের চার তারিখ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় পৌঁছেন। সময়টা ছিল চাশতের সময়। সূর্য তখন অনেক উপরে উঠে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনের সংবাদ শুনে বনী হাশেম গোত্রের বালকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও অধিক মহব্বতের জোশে কাউকে উটনীর সামনে, আবার কাউকে উটনীর পিছনে বসালেন। জাহুনের দিকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ছানিয়াতুর উলিয়ার দিক দিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। মক্কার প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যখন তিনি কা'বা গৃহকে দেখতে পান তখন ভক্তি সহকারে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। দু'য়াটি নিম্নরূপ :

> 'হে আল্লাহ্! শান্তির আপনিই উৎস এবং শান্তি আপনার পক্ষ হতেই। আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তাসহ জীবিত রাখুন। হে

www.pathagar.com

আল্লাহ্! এ ঘরের মান-মর্যাদা ইজ্জত হুরমত ও এর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাজনিত ভয় বৃদ্ধি করুন এবং যারা এ ঘরের হজ্ব ও উমরা করবে তাদের মান-মর্যাদা, ইজ্জত-হুরমত ও মহত্ব বৃদ্ধি করুন।' (আসাহহুস সিয়ার)

রাসূল (সা.) কা'বা শরীফ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের নিকটে এসে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন :

'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।' (২ : ১২৫)

এখানে দুই রাক'আত নামাজ আদায় করেন। এ সময় তিনি মাকামে ইবরাহীমকে কা'বা শরীফ ও নিজের মাঝখানে রাখলেন। নামাজে তিনি যথাক্রমে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করেন। (ইমাম মুসলিম) নামাজ শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবার হাজরে আসওয়াদের নিকট গমন করেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। তারপর সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হন। সাফা পর্বতের কাছে এসে তিনি তিলাওয়াত করেন, 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।' (২ : ১৫৮) সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ করতে লাগলেন। রাসূল (আ.) বলেন : 'আমিও সে স্থান থেকে শুরু করবো যে স্থান থেকে আল্লাহ্ শুরু করেছেন।

অতঃপর তিনি সাফা পর্বতের এতো উপরে আরোহণ করলেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ দেখা যায়। সেখানে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্র একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করলেন :

'এক আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সব বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ করছিলেন। লোকজন তাঁর সাথে সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করছিল। হযরত হাবীবা বিনতে আবু তুজরাহ (রা.) বর্ণনা করেন :

'আমি কুরাইশ গোত্রের মহিলাদের সাথে হযরত আবু হুসাইন

www.pathagar.com

পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখছিলাম। তখন তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করছিলেন। আমি দেখলাম তিনি সাঈ করছেন এবং সাঈ-এর তীব্রতায় তাঁর লুঙ্গি এদিক সেদিক দুলছিল। আর তখন তিনি বলছিলেন, তোমরা সাঈ করো। কেননা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সাঈ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ)

সাফা ও মারওয়ায় সাঈ সমাপ্ত করলে উমরার কার্যাবলী শেষ হয়ে যায়। সেজন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মারওয়ার সাঈ সমাপ্ত করে বললেন,

'যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই তারা ইহরাম ভেঙে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে তারা ইহরাম বহাল রাখবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে হালাল না হওয়াতে অনেক সাহাবী ইহরাম খুলে হালাল হতে অনেকটা ইতস্তত করছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন,

'তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের তুলনায় অধিক আল্লাহ্ভীরু, তোমাদের তুলনায় অধিক সত্যবাদী এবং অধিক পূণ্যবান। যদি আমি কুরবানীর পশু সাথে না আনতাম তবে আমি ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যেতাম। যেমন, তোমরা হালাল হচ্ছো। আর আমার ব্যাপারে যা পরে বুঝেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তা হলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। অতএব তোমরা ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাও।' (ওয়ালীউদ্দীন আল খাতীব)

এরপরও সাহাবীরা ইহরাম খুলে হালাল হচ্ছে না দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অসন্তুষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না, আমি লোকজনের একটা বিষয়ে আদেশ করেছি, কিন্তু তারা তাতে দ্বিধা করেছে। যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে বুঝতাম যা পরে বুঝেছি, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না বরং তা খরিদ করে নিতাম এবং আমিও তাদের মতো হালাল হয়ে যেতাম।' (ওয়ালী উদ্দীন আল খাতীব)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসন্তুষ্টির কথা জানতে পেরে সাহাবীরা হালাল হতে

www.pathagar.com

রাজি হলেন। তবে হালাল কেবল তারাই হলেন যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিল না। আর যারা শুধু উমরার নিয়ত করেছিলেন তাদের কেউ মাথা মুণ্ডন করে, আবার কেউ মাথার চুল ছাঁটিয়ে হালাল হলেন। রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনীরা সবাই হালাল (ইহরামমুক্ত) হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)ও হালাল হয়েছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা.)ও হালাল হয়েছিলেন। কেননা তাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না।

যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিল তারা হালাল হননি; বরং পূর্ববত ইহরাম অবস্থায় রয়ে গেলেন। যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা হলেন : হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), হযরত আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবী। হযরত আলী (রা.) ইয়েমান হতে মক্কায় হজ্ব করতে এসেছিলেন। তার সাথে কুরবানীর পশুও ছিলো। তবে হযরত জাবির (রা.) বলেছেন, হযরত তালহা (রা.) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যতীত অন্য কারও কাছে কুরবানীর পশু ছিলো না। (আসাহহুস সিয়ার)

বিদায় হজ্বের কিছুদিন আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী (রা.)কে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠান। হজ্বের সংবাদ শুনে তিনি একদল মুসলমান সাথে নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হলেন। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি ইহরাম খুলে হালাল হয়েছেন; চুল পরিপাটি করে। চোখে সুরমা লাগিয়ে, সুগন্ধি ব্যবহার করে, রঙিন কাপড় পড়েছেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, এতে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। এটা আমার নিকট ছিল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কারণ জিজ্ঞেস করলে জানালেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে ইহরাম খুলে হালাল হতে আদেশ করেছেন। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছি। (আসাহহুস সিয়ার)

www.pathagar.com

আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ

আজ তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের দ্বীন, পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত এবং তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম ইসলামকে। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তাঁর কাছে তাওবা করছি) এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের মনের কদর্যতা হতে ও আমাদের মন্দ আমল হতে। আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না; তিনি যাকে পথহারা করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাদের ওসীয়্যাত করছি—হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি এবং শুভ সূচনা করছি যা উত্তম তা দিয়ে। তারপর হে লোকেরা! আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। কেননা, আমি জানি না, হয়তো এ বছরের পরে আমার এ স্থানে তোমাদের সংগে আর সাক্ষাৎ হবে কিনা।

হে লোকেরা! তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের প্রতিপালক সমীপে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জন্য হারাম (পবিত্র) তোমাদের এ মাসে ও তোমাদের এ নগরীতে তোমাদের এ দিনটির পবিত্রতার ন্যায়। শোনো! আমি পৌঁছে দিলাম কি? হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থাকো। যার কাছে কোনো আমানত আছে সে তা তার আমানতদাতাকে পৌঁছে দিবে।

www.pathagar.com

জাহিলী যুগের সুদ রহিত হলো। তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে; তোমরাও যুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না, আল্লাহ্ ফায়সালা—আর কোনো সুদ নেই। সর্বাগ্রে শুরু করছি সে সুদ দিয়ে যা আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (পাওনা) সুদ। জাহিলী যুগের সমস্ত খুন (খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার) বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমির ইবন রাবী'আ ইবন হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিবের খুন (এর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার) বাতিল করলাম। কা'বা ঘরের খিদমত ও হাজীদের পানি খাওয়ানো ব্যতীত জাহিলী যুগের ঐতিহ্য অধিকার রহিত।

ইচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা যা (ভারি) লাঠি ও পাথর (ইত্যাদি) দ্বারা করা হয়। তাতে একশ'। যে এর চেয়ে অধিক চাইবে সে জাহিলী সম্প্রদায়ের লোক। আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কি? হে আল্লাহ্!! সাক্ষী থাকুন!

তারপর হে লোকেরা! এ দেশে শয়তানের ইবাদত করা হবে এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে, কিন্তু তার তুষ্টি এই যে, ইবাদত ব্যতীত অন্যসব বিষয়, যাকে তোমাদের আমলের মধ্যে তোমরা তুচ্ছ মনে করো তাতে তার আনুগত্য করা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

'হে লোকেরা! নাসী প্রথা (চার পবিত্র মাসকে বিলম্বিত ও আগে-পরে ঘোষণা দেয়ার জাহিলী প্রথা) কুফরীতে আধিক্য মাত্র। তা দিয়ে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। এক বছর তাকে (কোন মাসকে) তারা হালাল ঘোষণা করে, তাঁর এক বছর তাকে তারা হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ্র হারামকৃত সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য। এভাবে তারা আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করে এবং আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে।'

সময় ঘুরে ফিরে সে অবস্থায় পৌঁছেছে যে অবস্থায় তা ছিল আল্লাহর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিনে। 'মাসের গণনা আল্লাহ্র কাছে আল্লাহ্র কিতাবে যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন হতে বার মাস, যার মধ্যে চার মাস নিষিদ্ধ (পবিত্র)।' পরপর তিন মাস এবং ভিন্ন এক মাস যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ও মুযারীদের রজব যা রয়েছে মুমাদা ও শা'বানের মধ্যে। শোনো! আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কি? হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন!

হে লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের প্রতি অধিকার আছে এবং

www.pathagar.com

তোমাদেরও তাদের প্রতি অধিকার আছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হচ্ছে—তারা তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে তোমাদের শয্যায় স্থান দিবে না, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে তোমাদের অনুমতি ব্যতীত তোমাদের বাড়ি-ঘরে ঢুকতে দিবে না এবং কোনো অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হবে না। যদি তারা তা করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের বাধা দিবে, শয্যায় তাদের বর্জন করবে এবং (প্রয়োজনে) তাদের মারধর করবে, আহত না করে। এতে তারা বিরত (সংশোধিত) হলে এবং তোমাদের আনুগত্য করলে তোমাদের কর্তব্য হবে সংগতরূপে তাদের খোরপোশ দেয়া। নারীদের সংগে ভলো আচরণের আদেশ শুনে নাও। কেননা, তারা তোমাদের কাছে নির্ভরশীল, তারা নিজেদের জন্য কোনোকিছুর অধিকার রাখে না। আর তোমরা তো তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহ্র আমানত সূত্রে এবং তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছো আল্লাহ্র কালিমা দিয়ে। সুতরাং নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো, তাদের প্রতি কল্যাণের ওসিয়ত গ্রহণ করো। শোনো, আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কি? হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন!

হে লোকেরা! মু'মিনরা ভাই ভাই। কোনো মানুষের জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়। শোনো, আমি পৌঁছে দিলাম কী? হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।

সুতরাং তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফির হয়ে গিয়ে একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিয়ো না, আমি তো তোমাদের কাছে এমনকিছু রেখে গেলাম যে, তোমরা তা ধারণ করে থাকলে কিছুতেই পথহারা হবে না—আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত। শোনো, পৌঁছিয়ে দিলাম কী? হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন!

হে লোকেরা! তোমাদের প্রতিপালক একজন, তোমাদের পিতা একজন। তোমরা সবাই আদমের এবং আদম মাটির। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান সে, যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ্ভীরু। তাকওয়া ব্যতীত কোনোকিছুর বলে কোনো আরবের কোনো অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শোনো, আমি পৌঁছিয়ে দিলাম কী? হে আল্লাহ্! আপনি তবে সাক্ষী থাকুন! লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তবে উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে।

'হে লোকেরা! আল্লাহ্ মীরাছে প্রত্যেকের ওয়ারিসের অংশ বন্টন করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন, এখন কোনো ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা জায়েয নয় এবং (পরিত্যক্ত সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশের অধিকের ওসিয়াতও জায়েয নয়। যে নিজেকে তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো সংগে সম্বন্ধিত করবে এবং যে (দাস) নিজেকে তার মাওলা (মুনিব) ব্যতীত অন্যদের মুনীব বানাবে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং সব ফেরেশতা ও সব মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তার ফরজ ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।

তোমাদের কাছে আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। হে লোক সকল, মনে রেখো, আমার পরে আর কেনো নবী নেই। তোমাদের পরে কোনো উম্মত নেই। কাজেই নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, সানন্দ চিত্তে নিজের ধন-সম্পদের যাকাত দিবে, নিজ প্রতিপালকের ঘরে হজ্জ করবে, নিজের শাসকদের আনুগত্য করবে। যদি এরূপ কর, তবে তোমাদের মহান প্রভু তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কী বলবে?

সাহাবীরা বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি পূর্ণাঙ্গ তাবলীগ করেছেন, হক পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, কল্যাণ কামনার হক পুরোপুরি আদায় করেছেন।'

এ কথা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে, লোকদের দিকে ঝুঁকে তিনবার বলেন, 'ইয়া রাব্বুল আলামীন, তুমি সাক্ষী থাকো।'

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম।

ঐতিহাসিক ভাষণ শেষে রসূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন। যার অর্থ :

> 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'

হযরত ওমর (রা.) এ আয়াত শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, 'কাঁদছি এ জন্যে যে, পূর্ণতার

www.pathagar.com

পর তো অপূর্ণতাই শুধু বাকি থাকে। মহান আল্লাহ্ই জানেন, বিশ্বনবীর সে ভাষণ কীভাবে প্রায় দেড় লক্ষাধিক সাহাবী এক ময়দানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছেন। এটাও বিশ্বনবী (সা.)-এর একটি মু'জিযা।

ওফাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সর্বশেষ ভাষণ

ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার কাছে আগমন করলেন। আমি তাঁর কাছে বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাথায় পট্টি বেঁধে রেখেছেন। তিনি বললেন, 'ফযল! আমার হাত ধরো'।

আমি তাঁর হাত ধরে মিম্বারে বসালাম। তিনি বললেন, লোকদের আহ্বান করো! তখন তারা তাঁর কাছে সমবেত হলে তিনি বললেন—

اما بعد ـ ايها الناس فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هو ـ وانه قد دنا منى حقوق من بين اظهاركم فمن كنت جلدت له ظهرا ـ فهذا ظهرى فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا مالى فليوخذ منه ـ ولا يخشى الشحناء من قلبى فانها ليست من شأنى ـ الا وان احبكم الى من اخذ منى حقا ان كان له ـ او حللنى فلقيت ربى وانا طيب النفس وقد ادى ان هذا غير مغن منى حتى اقوم فيكم مرارا ـ

হামদ ও ছানার পর বললেন, 'হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তোমাদের মধ্য থেকে আমার প্রস্থানের সময় কাছে এসে গিয়েছে। সুতরাং আমি কারো পিঠে চাবুকের আঘাত করে থাকলে এ আমার পিঠ রয়েছে, সে যেনো তার বদলা নিয়ে নেয়। আমি কাউকে গালি দিয়ে মর্যাদাহানি করে থাকলে এ আমার মর্যাদা উপস্থিত, সে যেনো তার মর্যাদার বদলা নিয়ে নেয়। আমি কারো সম্পদ হরণ করে থাকলে এ আমার সম্পদ রয়েছে, সে যেনো তা থেকে নিয়ে নেয়। সে যেনো আমার পক্ষ থেকে বিদ্বেষের আশঙ্কা না করে। কেননা, তা আমার স্বভাব নয়। শোনো! তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় সে,

www.pathagar.com

যে আমার কাছ থেকে পাওনা নিয়ে নিবে—যদি তার পাওনা থাকে, অন্যথায় আমাকে দায়মুক্ত করে দিবে, যাতে আমি নিশ্চিত মনে আমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করতে পারি। কেউ কোনো দাবি উত্থাপন করছে না দেখে তিনি বললেন, আমি এ বিষয় নিয়ে বারবার তোমাদের সামনে দাঁড়ালে আমার মনে হচ্ছে এ কথায় কোনো কাজ হচ্ছে না।

তারপর তিনি মিম্বার থেকে অবতরণ করলেন এবং জোহরের নামায আদায় করার পর পুনরায় মিম্বারে উঠে বসলেন এবং তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে তিন দিরহামের দাবি করলে তিনি তাকে তার বিনিময় দিয়ে বললেন :

> 'হে লোকেরা! কারো কাছে কোনোকিছু থাকলে সে যেনো তা আদায় করে দেয়। সে যেনো না বলে, এতে দুনিয়ার লাঞ্ছনা। শুনে রাখো, দুনিয়ার লাঞ্ছনা আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে সহজতর।'

তারপর তিনি উহুদ শহীদদের জন্য দু'আ করলেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন। পরে বললেন :

> 'আল্লাহ্ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং তাঁর কাছে যা আছে এ দু'য়ের মধ্যে ইখতিয়ার দিলে সে তাঁর কাছে যা আছে তা পছন্দ করল।'

একথা শুনে আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আমাদের জীবন ও আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক!' (তাবারী ইবনে আছীর)

আল্লাহ্‌র মহত্ব সম্পর্কে রাসূল (স.)-এর ভাষণ

'হে আমার বান্দারা! আমি জুলুম করাকে আমার জন্যে হারাম করে নিয়েছি। তোমাদের পরস্পরের জন্যেও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একজন আরেকজনের উপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হিদায়াত করি সে ছাড়া আর সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দারা!

www.pathagar.com

আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া তোমরা সবাই অভুক্ত। সুতরাং আমারই নিকট খাবার চাও, আমি তোমাদের খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই নিরাবরণ। তবে সে ছাড়া, যাকে আমি পরিধেয় দান করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পরিধেয় চাও। আমি তোমাদের পরিধেয় দান করবো। হে আমার বান্দারা! দিন-রাত তোমরা গুনাহে লিপ্ত। আমি সব গুনাহ্ মাফ করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি তোমাদের মাফ করে দেবো। হে আমার বান্দারা! আমার কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তোমাদের নেই। আর আমার কোনো উপকার করার সামর্থও তোমাদের নেই। হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সব মানুষ আর সব জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে পুণ্যবান লোকটির মতো পুণ্যবান হয়ে যায়, তবে তাতে আমার সাম্রাজ্যের কোনো বৃদ্ধি হবে না। হে আমার বান্দারা! আর যদি তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালে সব মানুষ আর জিন মিলে তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে পাপী লোকটির মতো খারাপ হয়ে যায়, তবে তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কোনো প্রকার কমতি বা ঘাটতি হবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সব মানুষ আর সব জিন যদি একত্র হয়ে আমার কাছে (ইচ্ছামতো) চায় আর আমি যদি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থনা অনুযায়ী দান করি, তবে সূচাগ্র সমুদ্র থেকে যতোটুকু পানি কমায়, ততোটুকু ছাড়া আমার ভাণ্ডার থেকে কিছুই কমবে না। (অর্থাৎ আমার ভাণ্ডার সবসময় পরিপূর্ণ থাকে)। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আমল আমি গুনে গুনে রেকর্ড করে রাখছি। অতপর তোমাদেরকে পরিপূর্ণ বিনিময় দান করবো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কল্যাণ লাভ করে সে যেনো আল্লাহ্র শোকর আদায় করে। আর যার ভাগ্যে অন্য কিছু ঘটে, সে যেনো নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেও তিরস্কার না করে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সাথে মূসার সংলাপ সম্পর্কে বিশ্বনবীর ভাষণ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মূসা আলাইহিস সাল্লাম তার প্রভুর কাছে সাতটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চান। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন :

১. মূসা : হে প্রভু! তোমার কোন্ দাস সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী?

আল্লাহ্ : সেই দাস, যে সব সময় আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ, আলোচনা ও 'যিকর' করে এবং কখনো তাকে ভুলে না।

২. মূসা : হে আল্লাহ্! তোমার কোন্ দাস সর্বাধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত (সঠিক পথ প্রাপ্ত)?

আল্লাহ্ : সেই দাস, যে 'আল হুদার' (আল্লাহ্‌র কিতাব ও আল্লাহ্‌র রাসূলের) অনুসরণ করে।

৩. মূসা : হে প্রভু! তোমার কোন্ বান্দা সর্বোত্তম 'হাকিম' (শাসক ও বিচারক)?

আল্লাহ্ : সেই হাকিম, যে মানুষের জন্যে ঠিক তাই ফায়সালা করে, যা ফায়সালা করে নিজের জন্যে।

৪. মূসা : হে প্রভু! তোমার কোন্ বান্দা সবচে বড় জ্ঞানী?

আল্লাহ্ : সেই বান্দা, যে জ্ঞান যতোই অর্জন করে তাতে তার জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটে না, সে মানুষের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে যুক্ত করতেই থাকে।

৫. মূসা : হে প্রভু! তোমার কোন্ বান্দা সর্বাধিক শক্তিশালী ও মর্যাদাবান?

আল্লাহ্ : সেই বান্দা, যে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা রাখে, কিন্তু ক্ষমা করে দেয়।

৬. মূসা : তোমার কোন্ বান্দা সবচে বড় 'গনি' (ধনী, সম্পদশালী, প্রাচুর্যশালী)?

আল্লাহ্ : সেই বান্দা, যে সন্তুষ্ট থাকে তাকে যা দেয়া হয়, তার উপর।

৭. মূসা : প্রভু! তোমার কোন্ বান্দা সবচে দরিদ্র?

www.pathagar.com

আল্লাহ্ : যে সফরে আছে। (প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জীবনকাল অতিক্রম করার সফরে আছে)

(বর্ণনাকারী বলেন, এখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'গিনা' (প্রাচুর্য) সম্পদের ভিত্তিতে নির্ণয় হয় না। প্রকৃত প্রাচুর্য (গিনা) হলো অন্তরের প্রাচুর্য।)

আল্লাহ্ যখন তার কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তার আত্মাকে প্রাচুর্য আর তার অন্তরকে তাকওয়া (বিবেক ও কর্তব্যবোধ) দ্বারা পূর্ণ করে দেন।

আর আল্লাহ্ যখন তার কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার চোখের সামনে 'অভাব' আর 'না থাকার' হাহাকার সৃষ্টি করে দেন।

মাহে রমযানের আগমন উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌র ভাষণ

কল্যাণময় রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে শাবান মাসের শেষ দিকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি রোজা ও রমজান মাসের পুণ্যময়তা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। তাঁর ভাষণটি বর্ণনা করেছেন তাঁর সাহাবি সালমান ফারেসি।

অর্থ : সালমান ফারেসি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের সম্বোধন করে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন :

> 'হে জনগণ! এক মহান ও বরকতের মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। এ মাসে আছে একটি রাত যা মর্যাদার দিক থেকে সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ এ মাসের রোজা ফরজ করেছেন এবং এর রাত্রিগুলোকে নামাজে দাঁড়ানোর নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে কেউ এ মাসের রাতে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোনো অফরজ ইবাদত (সুন্নত বা নফল) আদায় করবে, তাকে এ জন্যে অন্যান্য সময়ের ফরজ ইবাদতের সমান

www.pathagar.com

সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে।

এটি সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার মাস। আর সবরের প্রতিদান হলো জান্নাত। এ হচ্ছে পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মুমিনের জীবিকা প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার প্রতিদান স্বরূপ তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে এবং জাহান্নাম থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করা হবে। আর তাকে আসল রোজাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু সেজন্যে আসল রোজাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না।'

সালমান বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রোজাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ্য রাখে না। (অভাবী লোকেরা এর সওয়াব কীভাবে পেতে পারে?)

তখন রাসূল (সা.) বললেন :

'যে লোক রোজাদারকে একটা খেজুর, দুধ বা এক গ্লাস পানি দ্বারাও ইফতার করাবে, সে লোককেও আল্লাহ্ তায়ালা এ সওয়াবই দান করবেন। আর যে লোক একজন রোজাদারকে পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করাবে; আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আমার 'হাউজ' থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে আর পিপাসার্ত হবে না।

এটি এমন একটি মাস, এর প্রথম দশদিন রহমতের বারিধারায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় দশদিন ক্ষমা ও মার্জনার, আর শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে নির্দিষ্ট।

আর যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের অধীনস্ত লোকদের শ্রম মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দেবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা দান করবেন এবং তাকে দোজখ থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তিদান করবেন।'

www.pathagar.com

সুফিবাদ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর ভাষণ

যেহেতু সুফীবাদ বৈরাগ্যবাদের নিয়ম-পদ্ধতি ইহুদী খ্রিস্টানদের যুগ থেকেই চলে আসছিল। ধোকা প্রতারণারও প্রচলন ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণের মাধ্যম ছিলো এটাই। সেজন্যে রাসূল (সা.) শুধু তাদের নসীহত করাই যথেষ্ট মনে করেননি; বরং ঘোষণা দিয়ে সমস্ত লোককে জমায়েত করে নিম্নোক্ত খোতবা দান করেন—

'তারপর রাসূল (সা.) লোকদের জমায়েত করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খোতবায় বলেন,

> 'লোকদের কী হলো, তারা স্ত্রী, খাদ্য খাবার, সুগন্ধি এবং দুনিয়ার মজাদার জিনিস (নিজেদের জন্যে) হারাম করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি তোমাদের, কখনো পুরোহিত এবং বৈরাগী তথা দুনিয়াত্যাগী হবার নির্দেশ দিচ্ছি না। আমার দ্বীনে গোশত খাওয়া ত্যাগ করার, স্ত্রীদের ছেড়ে নিঃসঙ্গ থাকার বিধান নেই, গির্জা নির্মাণের কোনো বিধান নেই। আমার উম্মতের জন্যে রোজা রাখাই হলো জঙ্গলে থাকা। তাদের বৈরাগ্য হলো জেহাদ। তোমরা এক আল্লাহ্‌র এবাদত করতে থাকো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। হজ্ব ওমরা পালন করতে থাকো। নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রমজানের রোজা রাখো এবং দ্বীনের ওপর অটল অবিচল থাকো। তাহলে আল্লাহ্ তায়ালাও তোমাদের জন্য সবকিছু অটল করে দেবেন। শোনো? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা উগ্রতা কঠোরতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা নিজেদের ওপর দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছে, তাই আল্লাহ্ তায়ালাও তাদের প্রতি কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছেন। এখন দেখে নাও (সত্যিকার দ্বীন

www.pathagar.com

তো তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে)। শুধু গির্জা, এবাদতখানাই (খানকা ও উপাসনালয়) বাকি আছে। (সেসবের সনদস্বরূপ) আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন- 'হে ঈমানদাররা! তোমরা ওসব পবিত্র বস্তু হারাম করো না, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন। সীমা অতিক্রম করো না। এ ধরনের লোকদের আল্লাহ্ তায়ালা ভালোবাসেন না।' (তাফসীরে খাযেন, তাফসীরে মায়ালেমুত তানযীল)

'হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের এক খোতবা শোনান, এরকম খোতবা আমি আর কখনো শুনিনি (সে খোতবায় তিনি কেয়ামতের ভয়ানক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন)। এমনকি তিনি একথাও বললেন, আমার যা জানা আছে তা যদি তোমাদের জানা থাকতো তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং বেশি করে কান্নাকাটি করতে। রাবী বলেন, এরপর রাসূলের সাহাবারা তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলেন এবং কান্নাকাটি করতে থাকেন। এ সময় একজন প্রশ্ন করেন হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বাবা কে? তখন তিনি বললেন, অমুক। এরপর আয়াত নাযিল হয়—'হে মুসলমানরা! তোমরা এমন প্রশ্ন করো না, যদি আসল পরিচয় বের হয়ে যায় তাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।' (তাফসীরে খাযেন)

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (সাহাবাদের এক মাহফিলে) আসেন (এবং খোতবা প্রদান করেন)। প্রদত্ত খোতবায় তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! আল্লাহ্ তায়ালার আযাব তোমাদের কাছে এসে পড়ার আগে তোমরা তার দরবারে তাওবা করো। কেননা তোমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবে, সূর্য পশ্চিমাকাশে উঠছে। সূর্যের এ অবস্থা হলে সে সময় তাওবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আমল গুটিয়ে নেয়া হবে। লোকেরা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, এর কি কোনো আলামত আছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। সেই রাত তিন রাতের সমান হবে। আল্লাহ্কে যারা ভয় করে তারা সে রাতে জাগবে। অতপর তারা নামাজ পড়বে

www.pathagar.com

এবং তাদের নামাজ শেষ করবে (কিন্তু দেখবে), রাত যথাস্থানেই রয়েছে, তা কমছে না। আবার তারা নিজ বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যাবে। এরপর আবার জেগে উঠে দেখবে, রাত তার স্থানেই রয়ে গেছে। এটা যখন দেখবে তখন তারা ভয় পেয়ে যাবে। ভাববে, এটা হয়তো কঠিন কোনো বিপদের আলামত। এরপর ভোর হবে, কিন্তু এই ভোরটা দীর্ঘ হবে। এমতাবস্থায় তাদের চক্ষু সূর্য উদয়ের দৃশ্য দেখবে। এ সময়ই তারা দেখতে পাবে সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উঠছে। এটা যখন হবে তখন কোনো লোক ঈমান আনলেও ফায়দা দেবে না, কারণ সে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি। (তাফসীরে খাযেন)

'হযরত রেফায়া (রা.) থেকে বর্ণিত, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুলন্দ আওয়াযে লোকদের ডেকে বললেন, হে লোকেরা! নিশ্চয় কোরাইশরাই ঈমাম হওয়ার যোগ্য। যারা অকারণে তাদের বিরোধিতা করবে তাদের আল্লাহ্ তায়ালা নাকের ওপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এভাবে তিনি তিন বারই এ বক্তব্য দেন। (ঈমাম শাফেয়ী (র.) তার 'আল উম' নামক কিতাবে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন।)

'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি (জুমার দিন) খোতবা দান করছেন। এ সময় এক লোক জীর্ণশীর্ণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি (দুই রাকাত) নামাজ পড়েছো? সে বললো, না। তিনি বললেন, দুই রাকাত নামাজ পড়ে নাও। এরপর তিনি লোকদের সদ্কা খয়রাত করার প্রতি উৎসাহ দান করেন। লোকেরা (নিজেদের) কাপড় পর্যন্ত সদকা খয়রাত হিসেবে প্রদান করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে দু'খানা কাপড় লোকটিকে দান করেন। পরবর্তী জুমার দিনেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোতবা প্রদানকালে সেই লোক আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি নামাজ পড়েছো? সে বললো, না, পড়িনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, দু'রাকাত পড়ে নাও। এরপর পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সদ্কা প্রদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তখন সে লোকও নিজের দু'টি কাপড় থেকে একটি কাপড় দিয়ে

www.pathagar.com

দেয়। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উচ্চস্বরে তাকে বললেন, ওটা উঠিয়ে নাও, সে সেটা উঠিয়ে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এ লোকটির দিকে তাকাও, গত জুমায় এ লোক জীর্ণ কাপড় পরা অবস্থায় এসেছিলো। আমি লোকদের সদ্কা করার জন্যে আদেশ করলাম, তাই লোকেরা কাপড় দান করলো, সেখান থেকে দুটি কাপড় তাকে দিলাম। আজ শুক্রবার আমি লোকদের সদ্কা করতে আদেশ করলাম। সে লোকটি আসলো এবং তার দু'কাপড়ের এক কাপড় সদকা করে দিলো।' (ইমাম শাফেঈ কিতাবুল উম্ম নামক গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

'মিম্বরের যে সিঁড়িতে বসার জন্যে গদি রাখা হয় তার পাশের সিঁড়িতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এরপর সালাম করলেন এবং গদির ওপর মুয়াজ্জিন তার আজান শেষ করা পর্যন্ত বসে থাকেন। আজান শেষ হওয়ার পর তিনি দাঁড়ান এবং দ্বিতীয় খোতবা প্রদান করেন।' (ইমাম শাফেঈ (র.)-এর কিতাবুল উম্ম)

'হযরত আবু বুছরা গেফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মোখমাসে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে আসর নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও এ নামাজ দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা এটা ধ্বংস করে দিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ নামাজের হেফাজত করবে তার দ্বিগুণ পুরস্কার মিলবে। এরপর আর কোনো নামাজ নেই যতোক্ষণ না (আকাশে) শাহেদ উদিত হয়, আর শাহেদ অর্থ তারকা। (মুসলিম)

'হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই মিম্বরের তাকের ওপর বসে বলতে শুনেছি (তিনি বলেন), যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে, তার জান্নাতে যাওয়ার জন্যে শুধু মৃত্যুই বাধা। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতে চলে যাবে। আর যে ব্যক্তি সেটি তার শয্যা গ্রহণের সময় পড়ে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার নিজে, তার প্রতিবেশী এবং তার আশেপাশের

www.pathagar.com

ঘরওয়ালাদের নিরাপদে রাখবেন।' (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

'হযরত সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জো' শোম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে একবার খোতবা দিলেন, উক্ত খোতবায় তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, যে তার গোত্রের লোকদের শত্রুদের দমিয়ে দেয়, যতোক্ষণ সে গুনাহের কাজ না করে।' (আবু দাউদ)

মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র ভাষণ

১. কবর আযাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে এক আনসার সাহাবির জানাযার উদ্দেশ্যে বের হই। অতপর আমরা (কফিনের সাথে) কবর পর্যন্ত আসি। এসে দেখা গেলো—এখনো কবর বানানো শেষ হয়নি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে বসে পড়েন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে পড়ি। আমরা এতোটা নিরব ও বিনয়ের সাথে বসি, মনে হচ্ছিলো যেনো আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে ছিল একটি কাঠের ছড়ি। তিনি (নিরব চিন্তামগ্ন অবস্থায়) সেটি দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুললেন এবং বললেন, 'তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও।' কথাটি তিনি দুইবার অথবা তিনবার বলেন। তারপর তিনি সেখানে একটি লম্বা ভাষণ প্রদান করেন এবং তাতে বলেন :

www.pathagar.com

২. মুমিনের রূহ কবয হয় কিভাবে ?

'মুমিন ব্যক্তির যখন পৃথিবী থেকে বিদায়ের এবং আখিরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার সময় উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে আকাশ থেকে একদল ফেরেশতা অবতরণ করে। সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় তাদের মুখমণ্ডল। তাদের সঙ্গে থাকে জান্নাতের সমৃণ কাফন এবং জান্নাতের সুগন্ধি। দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে। তারপর আসেন মালাকুল মউত (মৃত্যুর দায়িত্বশীল ফেরেশতা আযরাইল) আলাইহিস সাল্লাম। তিনি এসে মৃত্যুমুখী মুমিন ব্যক্তির শিয়রে বসে বলেন : 'হে উত্তম পবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আসো মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমার দিকে!' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : তখন তার রুহ এতোটা সহজভাবে বেরিয়ে আসে, যেমন (পানি পানের সময়) পানপাত্র থেকে পানি অতি সহজে বেরিয়ে আসে। সাথে সাথে মালাকুল মউত তা তুলে নেন। সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধ ফেরেশতাকুল তাঁর হাত থেকে ঐ রূহ্ তুলে নেয় এবং তাদের হাতে থাকা জান্নাতের মসৃণ কাফন আর সুগন্ধিতে জড়িয়ে নেয়। এই সুগন্ধি পৃথিবীর মিশক-মৃগনাভির মতো সৌরভময়।

৩. সপ্তম আকাশে তারপর ইল্লিয়্যিনে

তিনি বলেন : অতপর তারা সেই রুহ্ নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে। যখনই তারা কোনো ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তারা জানতে চায় : 'এই উত্তম পবিত্র আত্মা কার?' তারা জবাব দেয় : 'ইনি হলেন অমুকের পুত্র অমুক।' পৃথিবীতে তাকে যে ভালো নামে ডাকা হতো ফেরেশতারা সেই সুন্দর নাম বলেই তার পরিচয় দিতে থাকে। এভাবে তারা পৃথিবীর আকাশে পৌঁছলে ঐ পবিত্র আত্মার জন্যে আকাশের দুয়ার খুলে দিতে বলে। তখন তার জন্যে আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। অতপর প্রত্যেক আকাশের নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাদের কাছে তার আগমনবার্তা পৌঁছে দেয়। এভাবেই তারা দ্রুত পৌঁছে যায় সপ্তম আকাশে।

অতপর মহা মর্যাদাবান আল্লাহ্ তাদের বলেন : 'আমার প্রিয় দাসের নাম

www.pathagar.com

ইল্লিয়্যিনে রেকর্ডভুক্ত করো এবং তাকে পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে যাও। কারণ, আমি মাটি থেকেই তাদের সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তাদের প্রত্যাবর্তন করাবো এবং ভূ-গর্ভ থেকেই তাদের পুনরুত্থান ঘটাবো।

৪. আমার দীন (জীবন যাপন পদ্ধতি) ছিল ইসলাম

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, অতপর (ইল্লিয়্যিনে) পুনরায় তার দেহ তার আত্মার সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়।

তারা তার কাছে জানতে চায় : আপনার প্রভু-প্রতিপালক কে? সে জবাব দেয় : 'আমার প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহ্।' তারা জানতে চায় : আপনার দীন (জীবন যাপন পদ্ধতি) কী ছিলো? সে জবাব দেয় : 'আমার দীন (জীবন যাপন পদ্ধতি) ছিলো ইসলাম।' তারা জানতে চায় : আপনাদের মধ্যে প্রেরিত এই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

সে জবাব দেয় : 'তিনি আল্লাহ্র রাসূল।'

তারা বলে : আপনি কীভাবে এ বিষয়গুলো জানতে পারলেন? সে বলে, 'আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছি।'

অতপর আকাশ থেকে একজন আহ্বায়ক ডেকে বলেন : 'আমার দাস সত্য বলেছে। তাকে জান্নাতের পরশ বিছিয়ে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্যে জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও!'

৫. আমি আপনার নেক আমল

রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : তখন তার কাছে বয়ে আসে জান্নাতের বাতাস আর সৌরভ। তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয় তার দৃষ্টির দিগন্ত জুড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : তখন তার কাছে আসে অতীব সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি। মনোরম তার পোশাক। তার থেকে ছড়িয়ে পড়ে সৌরভ-সুগন্ধি। লোকটি এসে তাকে বলে : 'সুসংবাদ গ্রহণ করুন

www.pathagar.com

সেই জিনিসের যা আপনাকে আনন্দিত করবে। এই শুভ দিনটির সুসংবাদই (পৃথিবীতে) আপনাকে দেয়া হয়েছিল।'

মুমিন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে : 'তুমি কে? তোমার মুখমণ্ডল সত্যি কল্যাণের বার্তাবাহী।'

লোকটি বলে : 'আমি আপনার নেক আমল, আমি আপনার পুণ্যকর্ম।'

তখন মুমিন ব্যক্তি বলে : ' হে আমার প্রভু, কিয়ামত সংঘটিত করুন! হে আমার প্রভু! পুনরুত্থান ঘটিয়ে দিন! যেনো আমি (জান্নাতে) আমার পরিজন ও পুরস্কারের কাছে দ্রুত ফিরে যেতে পারি।'

৬. আল্লাহ্‌র অবাধ্যদের মৃত্যু হয় কীভাবে?

অতপর রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন : 'কিন্তু, আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তির যখন পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং আখিরাতে যাত্রার সময় উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে অবতরণ করে একদল কালো চেহারার ফেরেশতা। তাদের সঙ্গে থাকে শক্ত মোটা কাপড় বা চট। তার দৃষ্টির দিগন্ত জুড়ে তারা সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়ে। অতপর আসেন মালাকুল মউত। তিনি এসে তার মাথার নিকট আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাকে বলেন, হে খবিছ আত্মা! বেরিয়ে আসো আল্লাহ্‌র রোষানলের দিকে!

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : এ সময় তার আত্মা দেহের মধ্যে ভয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। তখন মালাকুল মউত তার দেহ থেকে টেনে হিঁচড়ে আত্মা বের করে আনেন—যেমন ভেজা পশমের মধ্য থেকে টেনে হিঁচড়ে গরম লোহার শলাকা বের করে আনা হয় এবং শলাকায় অস্থি মজ্জা লেগে থাকে।

৭. তার আত্মা রাখা হয় সিজ্জিনে

তার আত্মা বের করে মালাকুল মউত হাতে তুলে নেন। আর চোখের পলকেই অন্য ফেরেশতাগণ তার হাত থেকে আত্মাটি নিয়ে সেই চটের মধ্যে জড়িয়ে নেয়। তখন তা থেকে বীভৎস দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে, যেমন পৃথিবীতে মরাপঁচা জীব-জন্তুর মৃতদেহ থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ ছড়ায়।

www.pathagar.com

ফেরেশতারা আত্মাটি নিয়ে দ্রুতবেগে উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করতে থাকে। যখনই তারা কোনো ফেরেশতা দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তারা জিজ্ঞাসা করে, এই নোংরা আত্মা কার? তখন তারা পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে বলতো তার সেরকম সর্বাধিক নিন্দিত নাম নিয়ে বলে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে তারা তাকে নিয়ে পৃথিবীর আকাশে পৌঁছে যায়। তারা আকাশের দরজা খুলে দেয়ার প্রার্থনা করে। কিন্তু তার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন :

'যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং অহংকারে উদ্যত হয়ে তা অমান্য করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দুয়ার উন্মুক্ত করা হবে না এবং সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। (অর্থাৎ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব)।' (সূরা ৭ আরাফ : আয়াত ৪০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : তখন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের বলেন, 'এর নাম রেকর্ড করো সিজ্জীনে, জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে।' তখন তার রুহ্কে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন :

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, তার অবস্থা হলো এমন—যেনো সে আকাশ থেকে পড়ে গেলো, অতপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, অথবা প্রবল বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো কোনো এক দূরবর্তী জায়গায়।' (সূরা ২২ আল হজ্জ : আয়াত ৩১)

৮. হায় হায়, আমি জানি না!

অতপর সিজ্জিনে তার আত্মা পুনস্থাপিত করা হয় তার দেহে। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়।

তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে : তোমার প্রভু-প্রতিপালক কে? সে বলে : 'হায় হায়, আমি তো জানি না!' তারা জানতে চায় : পৃথিবীতে তোমার চলার পথ কী ছিলো? সে বলে : 'হায় হায়, আমি তো জানি না!' তারা

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করে : তোমাদের প্রতি প্রেরিত এই ব্যক্তি সম্পর্কে কী জানো? সে বলে : 'হায় হায়, আমি তো কিছুই জানি না!'

তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ডেকে বলেন : এ মিথ্যা বলেছে। তাকে জাহান্নামের চাদর বিছিয়ে দাও এবং তার জন্যে জাহান্নামের দিকে একটি দুয়ার খুলে দাও! তখন তার দিকে ধেয়ে আসে জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ আর উত্তপ্ত বাতাস। তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, এমনকি এতে করে তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকে ঢুকে যায়।

৯. আমি তোমার বদ আমল

এ সময় তার কাছে আসে কুৎসিত চেহারার নোংরাবেশী বীভৎস দুর্গন্ধময় এক লোক। সে বলে : তোমার দুঃখ বাড়াবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাকে এ দিনটিরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো।

সে জিজ্ঞাসা করে : তুমি কে?

লোকটি বলে : 'আমি তোমার নোংরা বদ আমল।'

তখন সে বলে : 'প্রভু! কিয়ামত সংঘটিত করো না।'

সূত্র : মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নম্বর ২৮৮। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৪৭৫৩। খ্যাতনামা হাদিস বিশারদ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'সহীহ আবু দাউদ' সংকলনে (হাদিস নম্বর ৩৯৭৯) এটিকে সহীহ হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

জ্ঞান সংক্রান্ত
বিশ্বনবীর একটি অনন্য ভাষণ

রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর একটি ভাষণে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে। সেই মর্যাদাগুলো যেনো শারদীয় নিশিরাতে আকাশ ভরা উজ্জ্বল তারকারাজির প্রদীপ মেলা। ভাষণটি বর্ণনা করেছেন প্রিয় রাসূল (সা.)-এর এক জ্ঞানপিপাসু যুবক সাথী মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল সা. বলেছেন :

'তোমরা জ্ঞানার্জন করো, কারণ'

১. জ্ঞানার্জন দ্বারা অন্তরে আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি হয়।

২. জ্ঞানান্বেষণ একটি ইবাদত।

৩. জ্ঞানচর্চা একটি তসবিহ্।

৪. জ্ঞান গবেষণা একটি জিহাদ।

৫. যার যে জ্ঞান নেই তাকে তা শিক্ষা দেয়া একটি দান।

৬. উপযুক্তকে জ্ঞানদান করা একটি আত্মীয়তা। তাছাড়া,

৭. জ্ঞান হালাল-হারামের নির্ণায়ক।

৮. জ্ঞান জান্নাত-প্রত্যাশীদের পথের প্রদীপ।

৯. জ্ঞান নির্জনে বন্ধু।

১০. জ্ঞান পথ চলার সাথী।

১১. জ্ঞান একাকিত্বে (জ্ঞানীর সঙ্গে) আলোচক।

১২. জ্ঞান সুসময় ও দুঃসময়ের পথপ্রদর্শক।

www.pathagar.com

১৩. জ্ঞান শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র।

১৪. জ্ঞান বন্ধু মহলে অলংকার।

১৫. জ্ঞানীদের আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

১৬. জ্ঞানীরা কল্যাণের কাজে নেতৃত্ব দেয়।

১৭. জ্ঞানীদের কর্ম অনুসরণ করা হয়।

১৮. জ্ঞানীদের মতামত মেনে নেয়া হয়।

১৯. ফেরেশতারা জ্ঞানীদের বন্ধুতার প্রত্যাশী হয়।

২০. ফেরেশতারা জ্ঞানীদের শরীরে ডানার পরশ বুলিয়ে দেয়।

২১. জ্ঞানীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে সব তাজা এবং নিরস বস্তু, পানির মাছ, স্থলের হিংস্র জানোয়ার আর নিরীহ পশু-পাখি।

২২. জ্ঞান হৃদয়কে অজ্ঞতার মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তোলে।

২৩. জ্ঞান অন্ধকারে দৃষ্টির আলো।

২৪. জ্ঞান তার বাহক ব্যক্তিকে ইহকাল-পরকালে মহত ব্যক্তিদের মর্যাদায় সমাসীন করে।

২৫. জ্ঞান নিয়ে ভাবনা রোযার সমতুল্য।

২৬. জ্ঞান বিনিময় সালাতের সমতুল্য।

২৭. জ্ঞান আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করে।

২৮. জ্ঞান চিনিয়ে দেয় কী বৈধ আর কী অবৈধ?

২৯. জ্ঞান কর্মের পথ প্রদর্শক।

৩০. কর্ম জ্ঞানের অনুগামী ও অনুসারী।

৩১. সৌভাগ্যবানেরাই জ্ঞানার্জন করে।

৩২. জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় কেবল দুর্ভাগারাই।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. বুখারী ও মুসলিম

২. তিরমিযী ও আবু দাউদ

৩. ইবনে মাজাহ

৪. যাদুল মা'আদ

৫. তাবরানী

৬. ইবনে হিশাম

৭. সাইয়ারা ডাইজেস্ট, লাহোর রাসূল সংখ্যা

৮. তাবাকাত

৯. তাওয়ারীখে মুহাম্মদী

১০. উসুদুল গাবা, আল ইসতিয়ার, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পত্রাবলী

১১. শিমকাতুল মাসাবীহ

১২. আসাহহুস সিয়ার

১৩. আস-সীরাহ আল হালাবিয়্যা

১৪. বায়হাকী

www.pathagar.com

১৫. আহম্মদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ

১৬. আর রাহিকুল মাকতুম

১৭. আসাহহুস সিয়ার

১৮. শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী

১৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

২০. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পত্রাবলী, মওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাইদ জালালাবাদী সম্পাদিত, মহানবী স্মরণীকা পরিষদ থেকে প্রকাশিত।

২১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ও পত্রাবলী, এএসএম আজিজুল হক আনসারী, মীনা বুক হাউস।

২২. খোতবাতে মুহাম্মদী, মওলানা মুহাম্মদ জুনাগরী, আল কুরআন একাডেমী, লন্ডন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

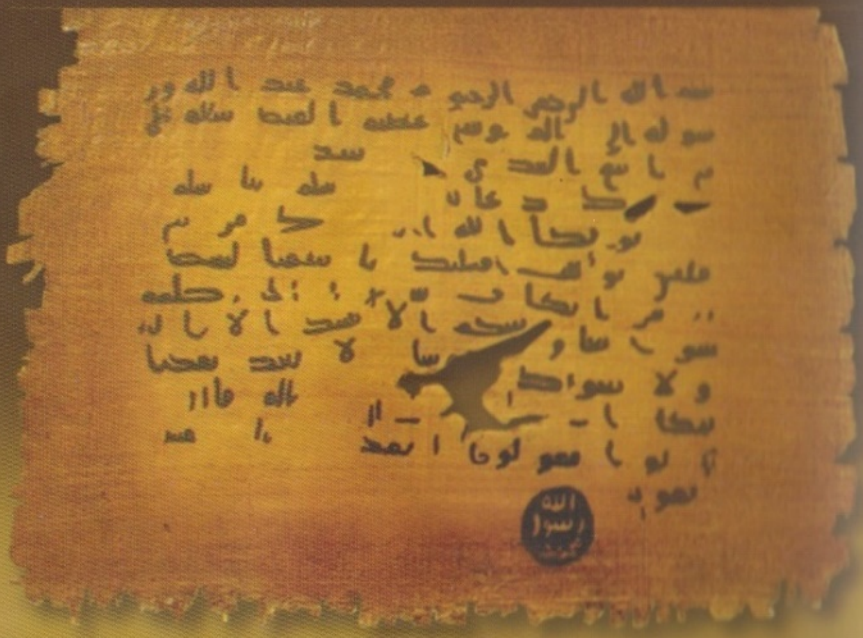

মহানবী (সা.)-এর লেখা চিঠি

মহানবী (সা.)-এর সীল মোহর

মহাকাল

ISBN : 978-984-91526-7-5

বিকাশ : 01979-033569